বইটির মুনাফা
করজে হাসানার জন্য
ওয়াকফকৃত
করজে হাসানা

Encouraging Marriage &
Discouraging Divorce
গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ড. গওহার মুশতাক

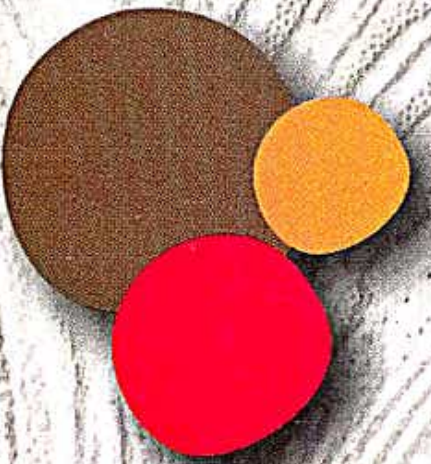

বিয়ে ও ডিভোর্স

[দ্রুত বিয়ের উপকারিতা ও ডিভোর্সের ক্ষতি]

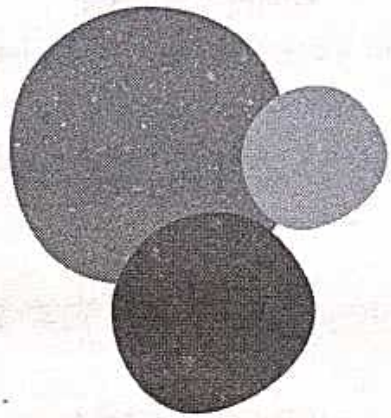

বিয়ে ও ডিভোর্স

[দ্রুত বিয়ের উপকারিতা ও ডিভোর্সের ক্ষতি]

মূল : ড. গওহার মুশতাক
অনুবাদ : শাহেদ হাসান
সম্পাদনা : আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

আমাদের দেশে প্রচলিত অদ্ভুত একটি আইন হচ্ছে—১৮ বছরের আগে যেমন বিয়ে করা যাবে না, তেমনি করানোও যাবে না। প্রশাসন কর্তৃক এমন বিয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে কত পরিবারকে হেনস্তা করা হচ্ছে; আর কত স্বপ্নকে পায়ের তলায় পিষে ফেলা হচ্ছে, বাবা-মা, বর-কনেকে জেলের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জরিমানাও করা হচ্ছে, মেহমানদের জন্য রান্না করা তরকারি মাটিতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

এমন অদ্ভুত আইন পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশে আছে কি না আমাদের জানা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে এরকম আইন সুস্পষ্ট হারাম, প্রকাশ্যে ইসলামবিরোধিতার নামান্তর। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এ বিষয়ে আলিমসমাজ থেকে নিয়ে কোনো স্তরের কেউই কথা বলছেন না; সবাই যেন নীরব তামাশা-দর্শক।

এদিকে বিয়ে-বিলম্বিত হলেও ছেলে-মেয়েদের যৌনচাহিদা তো আর আটকে থাকছে না। তারা যত্রতত্র অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে, আর সেই অবৈধ সম্পর্কের ফল নবজাতক নিয়ে ফুটপাতে, ডাস্টবিনে শেয়াল-কুকুর টানাহ্যাঁচড়া করছে।

অতএব, এ বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ হচ্ছে :

১. কুরআন-সুন্নাহবিরোধী এই আইন অবিলম্বে বাতিল করা হোক।

২. এই জঘন্য আইন বাতিলে আলিমসমাজসহ সচেতন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

৩. সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হলে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

এবার গ্রন্থটি নিয়ে কিছু কথা বলি। আশা করি গ্রন্থটি মুসলিম তরুণ ও যুবকদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের কারণ হবে। গ্রন্থে বিশদভাবে বিয়ের উপকারিতা উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে বিয়ে কেবলই 'একসঙ্গে থাকা' নয়; বরং এর পেছনে সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত অনেক উপকারিতা বিদ্যমান।

এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি, সন্তান ও সমাজের ওপর বিয়ে-বিচ্ছেদের ভয়াবহ প্রভাবের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম নবদম্পতি কীভাবে তাদের

বৈবাহিক জীবনে সংঘাত এড়িয়ে চলবে, কীভাবে সুন্দর ও সুখী জীবন অতিবাহিত করবে, তার বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লেখক তাঁর বক্তব্যের পেছনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ টেনেছেন। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে উপাত্ত এনে সেগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। শতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি বানিয়ে দেখিয়েছেন—কেন বিয়েতে উৎসাহ দেওয়া ও বিয়ে-বিচ্ছেদকে অনুৎসাহিত করা জরুরি।

বইটি অনুবাদ করেছেন শাহেদ হাসান। এটি তার প্রথম গ্রন্থ। প্রথম হলেও চমৎকার অনুবাদ করেছেন। সম্পাদনা করেছেন আলী হাসান উসামা। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ফিকহি বিষয়গুলো তিনি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করে দিয়েছেন। তারই পরামর্শে আমরা বইটির পঞ্চম অধ্যায়টি নতুন করে বিন্যাস করেছি। কিছু অংশ লেখকের রেখেছি, কিছু *মাসিক আল-কাউসার* থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাই বলা যায়, পঞ্চম অধ্যায়টি একটি সংকলন। এমনটি করার অন্যতম কারণ, লেখক এই অধ্যায়ে মতভেদপূর্ণ ফিকহি কিছু বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন, যার ফলে পাঠকশ্রেণি বিভ্রান্ত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল।

ভাষাসম্পাদনা করেছি আমি; আর প্রুফ সমন্বয় করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আবদুল্লাহ আরাফাত, মুতিউল মুরসালিন।

বি.দ্র. : এই গ্রন্থের লভ্যাংশ **করজে হাসানা** গ্রুপের ফান্ডে ওয়াকফ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনী এখান থেকে কোনো মুনাফা নেবে না। যারা আর্থিক সমস্যার কারণে বিয়ে করতে পারছেন না বা বিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে তাদের সহযোগিতা করা হবে। ইতিপূর্বে *বিশ্বাসের বহুবচন* বইটির মুনাফাও শাপলাহতদের অসহায় পরিবারে দান করা হয়েছিল।

তাই আমরা আশা করব বইটি সবাই সংগ্রহ করবেন। প্রতিটি যুবক-যুবতী আর অভিভাবকদের হাতে বইটি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থটি যারাই পাঠ করবে, তাদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। বইয়ে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবগত করলে সংশোধন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২০.১০.২০২০

অনুবাদকের কথা

প্রথমে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমার মতো নগণ্য বান্দাকে গ্রন্থটি অনুবাদের তাওফিক দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসুল।

আজ থেকে ৩০-৪০ বছর পেছনে তাকালেও দেখা যাবে, আজকের মতো তখনকার সমাজে ফিতনা এত প্রবল ছিল না। নর-নারী উভয়েই শালীন জীবনযাপন করতেন। তখন ফিতনা প্রবল না হওয়ার পরও প্রাপ্তবয়স্ক হলেই ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। বিয়েকে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসেবে ভাবা হতো না; কিন্তু এখন আমরা ঠিক উলটো দৃশ্য দেখছি। বিয়েকে আজ ট্যাবু বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাক-বৈবাহিক যৌনাচারকে করে দেওয়া হয়েছে সহজলভ্য। ইন্টারনেট, টিভি, মিডিয়া ইত্যাদির কারণে ফিতনার জোয়ার এখন যুবকদের ওপর স্রোতের মতো আছড়ে পড়ছে। কে কত বেশি অশ্লীল হতে পারে, যেন প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। পশ্চিমা বস্তুবাদী সংস্কৃতি অনুসরণ করতে গিয়ে ক্রমশ তাদের সবকিছু গ্রহণ করে নেওয়া হচ্ছে। এসবের একটা হচ্ছে, বিনা কারণে বিয়েকে পেছানো।

যেখানে কিশোর-কিশোরীরা ১১-১২ বছরেই বয়ঃসন্ধিকালে পা দেয়, সেখানে তাদের বিয়ের কথা চিন্তা করা হচ্ছে ৩০-এর পর। কারণ একটাই, আমাদের অন্তরে এই চিন্তা গেড়ে বসেছে যে, যুবক-যুবতীদের আগে পড়াশোনা শেষ করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, বাড়ি-গাড়ি করতে হবে—এরপর-না বিয়ের চিন্তা! কিন্তু বিয়ে পেছালেও যুবক-যুবতীদের উত্তাল হরমোনের স্রোতকে তো বাঁধ মানানো যায় না। সেটা ক্রমাগত তাদের আঘাত করতে করতে বিপর্যস্ত করে দেয়। সব দিকে পাপের রাস্তা উন্মুক্ত ও প্রশস্ত থাকায় তারা নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে পাপের রাস্তায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়।

ম্যাসলো তার বিখ্যাত *হায়ারারকি অফ নিডস* নামক একটি চার্ট প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য কয়েকটি শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন—বায়ু, পানি, খাবার, বাসস্থান, মলমূত্র ত্যাগ, পোশাক এবং যৌনমিলন। এগুলো না হলে দেহ ঠিকমতো কাজ

করবে না এবং জীবনের অন্যান্য চাহিদা এসবের সামনে গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। বিয়ে পেছানোর ফলে জীবনের অন্যতম অপরিহার্য এক চাহিদাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর বয়সে লিবিডো (যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা) সবচেয়ে বেশি থাকে। এরপর ৩০ পর্যন্ত মোটামুটি সর্বোচ্চ অবস্থানের আশপাশে থাকে; কিন্তু ৩০-এর পরে লিবিডো হ্রাস পেতে থাকে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, লিবিডো হ্রাসের সময়ে এসে পুরুষদের বিয়ের ব্যাপারে প্রথম চিন্তাভাবনা করা শুরু হয়।

এ গ্রন্থে বিয়ে-বিলম্বের কুফল সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনা তুলে এনেছেন প্রসিদ্ধ লেখক ড. গওহার মুশতাক। তিনি দেখিয়েছেন বিয়ে-বিলম্বের কারণে সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল ত্বরিত বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই আলোচনা করেননি; ডিভোর্সের কুফল এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেখান থেকে স্পষ্ট হয়, বৈবাহিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ডিভোর্স নয়। তিনি বিয়েতে উৎসাহিত এবং ডিভোর্সের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তার এই আবেদনের পেছনে যৌক্তিক আলোচনাও টেনে এনেছেন।

অনুবাদে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম; আনাড়ি বললেও ভুল হবে না। কিন্তু গ্রন্থটি পড়ার পর থেকেই মনে হতে থাকে, সময়ের প্রেক্ষাপটে সকলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে এটি। বিশেষ করে যুবক ও অভিভাবকদের জন্য গ্রন্থটি অধ্যয়ন জরুরি জ্ঞান করি। সে তামান্না ও তাড়নার ফলে আনাড়ি হাতেই অনুবাদ শুরু করি। আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া যে, অনুবাদকর্ম শেষ করতে সমর্থ হয়েছি।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের প্রতি—গ্রন্থটি অনুবাদে যিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নির্দেশনা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং আমার মতো অনভিজ্ঞের ওপর আস্থা রেখে প্রথম অনুবাদকর্ম গ্রন্থে রূপদানের মাধ্যমে স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশের পেছনে আরও যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং যে-সকল সম্মানিত পাঠক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করবেন, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ গ্রন্থে ভালো যা কিছু উঠে এসেছে তা কেবল আল্লাহর পক্ষ হতে। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তা আমার পক্ষ থেকে। তবে তা নিতান্তই শয়তানের ধোঁকা। পরিশেষে সকলের দুআ কামনা করছি।

শাহেদ হাসান
১৫ আগস্ট ২০২০

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা # ১১

✧ অধ্যায় ১ ✧

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে # ১৩

✧ অধ্যায় ২ ✧

মুসলিম যুবক : বিয়ে-বিলম্বের শিকার # ১৭

বিয়ের উপকারিতা এবং একাকিত্বের ক্ষতিকর দিক ১৮
অবিবাহিত পুরুষ এবং মানসিক অসুস্থতা ২০
অবিবাহিত পুরুষ এবং অপরাধের হার ২২
অবিবাহিত পুরুষ এবং কম উপার্জন ২৪
অবিবাহিত পুরুষ এবং আকস্মিক মৃত্যু ২৬
মুসলিম যুবকদের প্রতি আলিমদের উপদেশ ২৯
মুসলিম যুবকদের জন্য সমাধান ৩২

✧ অধ্যায় ৩ ✧

বিয়েপূর্ব প্রেম ও ডেটিং # ৩৮

পশ্চিমা সমাজে অশ্লীলতার ব্যাপকতা ৩৮
প্রথম দেখায় লালসা, ভালোবাসা নয় ৪২
ডেটিং এবং বিয়েপূর্ব প্রেম ৪৪
অনলাইন ডেটিং এবং মাকড়সা ও মাছির গল্প ৫০
অনলাইন-ডেটিংয়ের ভয়াবহ দিক ৫৩

✧ অধ্যায় ৪ ✧

বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষতিকর দিক # ৬০

বিয়ে-বিচ্ছেদে সকলের ক্ষতি ৬১
বিয়ে-বিচ্ছেদ পরিবারের অবস্থা নিম্নমুখী করে ৬৩
সন্তান ও নাতি-নাতনিদের ওপর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ৬৫
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের অপরাধের মাত্রাবৃদ্ধি ৬৬
বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুনির্যাতন ৬৮

বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুদের আকস্মিক মৃত্যু ৭০
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের আত্মহত্যার হারবৃদ্ধি ৭১
বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের পরীক্ষায় বাজে ফলাফল ৭৩
বিয়ে-বিচ্ছেদে স্নাতকোত্তরের হার হ্রাস ৭৪

✧ অধ্যায় ৫ ✧

বিয়েবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া # ৭৭

ইসলামে ধাপে ধাপে বিয়ে-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ৭৮
কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিয়েবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া ৭৯
হালালা (তাহলিল) বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান ৮২
ঋতুকালে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ৮৪
একই মজলিসে কি তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে ৯০

✧ অধ্যায় ৬ ✧

সাফা-মারওয়া এবং নারী-পুরুষের মানসিক ভিন্নতা # ৯৫

পুরুষ কর্তৃক নারীদের মানসিক প্রকৃতি বোঝার গুরুত্ব ৯৬
ঋতুকালে নারীদের মানসিক পরিবর্তন ৯৭
প্রাক-ঋতুকালে নারীদের আত্মহত্যাপ্রবণতা ৯৮
প্রাক-ঋতুকালে মানসিক বৈকল্য এবং আক্রমণাত্মক ভাব ৯৯
প্রাক-ঋতুকালে ঘটিত দুর্ঘটনা ১০০

✧ অধ্যায় ৭ ✧

কীভাবে রক্ষা পাবে মুসলিম পরিবার # ১০৩

স্ত্রীর প্রয়োজন ভালোবাসা এবং পুরুষেরা চান সম্মান ১০৩
বিয়ে রক্ষার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ ১০৬
বিয়ে সফল করতে নারীর ভূমিকা ১০৯
বিয়ে-বিচ্ছেদ কি অসুখী মানুষদের সুখী করে ১১০
বিয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু ক্রোধ ১১২
বিবাহিত যুগলের মধ্যে তাকওয়া ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির গুরুত্ব ১১৬
পুণ্যবানদের সংস্পর্শে থাকার গুরুত্ব ১১৯
বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে অনুশোচনাবোধ ১২০
ধৈর্যের গুরুত্ব : অসুখী বন্ধনও সুখী হয় সময়ের সঙ্গে ১২৩

উপসংহার # ১২৭

লেখকের ভূমিকা

এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় বিয়েতে উৎসাহপ্রদান এবং বিয়ে-বিচ্ছেদে অনুৎসাহিত করা। যেহেতু বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে; আর বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে তা ধ্বংস হয়, তাই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়ে-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করে দেখানো যে, বিবাহিত মানুষ কীভাবে অবিবাহিতের তুলনায় অধিক সুখী, স্বচ্ছন্দ ও প্রাচুর্যময় জীবনযাপন করে—সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় যার প্রমাণ মিলেছে। অন্যদিকে বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষতি এবং গা-অসাড় করার মতো ভয়াবহতাও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উঠে এসেছে।

মুসলিম পরিবারগুলো উপলব্ধি করতে পারে না যে, যুবক-যুবতীদের বিয়েপ্রদানে বিলম্ব করে তাদের মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে তারা। তাদের হাতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস চলে আসায় আত্মপবিত্রতা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ছে। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অবিবাহিত পুরুষ এবং উচ্চ অপরাধের হার, মানসিক বৈকল্য এবং আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে এ গ্রন্থে।

আমরা এখন দাজ্জালের যুগে বাস করছি। বর্তমানের দাজ্জালীয় সংস্কৃতি পরিবার-প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক যুগের বিভিন্ন আইনি পরিবর্তন বিয়ে-বিচ্ছেদ সহজ করে তুলছে। এ কারণে আগে মেয়েদের ক্ষেত্রে কলঙ্কের যে ছাপ পড়ত, সেটাও আধুনিক সমাজ থেকে বিলুপ্তপ্রায়। বিয়ের ভাঙন এবং বিয়ে-বিচ্ছেদ শুধু ব্যক্তি নয়; বরং পুরো সমাজের ক্ষতি করে।

সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞ এবং পরিবারবিষয়ক প্রাক্তন পরামর্শক প্যাট্রিক ফ্যাগান বলেন, জাতীয় সমৃদ্ধি এবং সন্তানের উত্তমতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিয়ে-বিচ্ছেদের প্রভাবগুলো হচ্ছে অনেকটা ইমারতের ভিত্তিতে ঘুণপোকা ধরে যাওয়ার মতো। এই ঘুণপোকাধর্মী ক্ষতিকর প্রভাবগুলো নীরবে সমাজের অবকাঠামো নড়বড়ে করে তুলছে,

ধ্বংসক্রিয়াটি নীরবে সাধিত হলেও পরিণতিটা হবে খুবই মারাত্মক—ঘুণপোকা যেমন নীরবে কাঠ-লাকড়ি ফাঁপা করে দিয়ে সে সবের সর্বনাশ করে ছাড়ে।[১]

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভোর্সপ্রাপ্ত পিতা-মাতার সন্তানেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে এবং আবেগের দিক দিয়ে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়। এ ধরনের শিশুরা বিভিন্ন ব্যর্থতা ও বঞ্চনার শিকার হয় এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা অটুট পরিবারের সন্তানদের তুলনায় অপরাধে বেশি লিপ্ত হয়। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কারাবন্দিই ভঙ্গুর পরিবার থেকে আসা।

ডিভোর্সের কারণে শিশুর ওপর নির্যাতন বেড়ে যায়, শিশুকে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়, তাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ডিভোর্সড পরিবার হতে আগত শিশুরা স্কুল-কলেজে বাজে ফলাফল করে, অনেক সময় তাদের গ্র্যাজুয়েশনের হারও অটুট পরিবারের শিশুদের তুলনায় কম হয়ে থাকে—সবকিছুই দেখানো হয়েছে এ গ্রন্থে।

ইসলাম বিয়ে-বিচ্ছেদ পুরোপুরি বাতিল করেনি। নিতান্ত জরুরি প্রয়োজনে এ দুয়ার খোলা রেখেছে। ইসলামে বিয়ে-বিচ্ছেদ হচ্ছে বিবাহিত যুগলদের সমস্যা হতে মুক্তির সর্বশেষ উপায়। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হলে এবং বিবাহিত সঙ্গী-সঙ্গিনী সম্পর্ক-বহির্ভূত অবৈধ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এসব মোকাবিলার চেয়ে বিয়ে-বিচ্ছেদ নিশ্চয় উত্তম। তবে সেটার ক্ষতির পরিণাম যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক এবং মুসলিমদের এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখা প্রয়োজন, যেন বৈবাহিক সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে বিয়ে-বিচ্ছেদের করুণ পরিণতি হতে রক্ষা করুন, আমিন!

ড. গওহার মুশতাক

১ Feulner, Edwin J. (June 30, 1999) "Divorced from Reality" The Heritage Foundation, Washington DC.
http://www.heritage.org/research/commentary/1999/06/divorced-from-reality
Retrieved on: Oct. 22, 2013.

অধ্যায় ১

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে

ইসলামে বিয়ে ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি আল্লাহর প্রত্যেক নবিই পালন করেছেন। কুরআনে রয়েছে,

﴿وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً﴾

আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [সুরা রাদ : ৩৮]

বিয়ের জন্য কী দুআ করতে হবে, কুরআন সেটাও আমাদের শিখিয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾

আর যারা বলে হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন। [সুরা ফুরকান : ৭৪]

বিভিন্ন হাদিসে রাসুল ﷺ বিয়েতে অনর্থক বিলম্ব না করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

হে যুবকরা, যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, এটি দৃষ্টি ও লজ্জাস্থান হিফাজত করে।[২]

২ *সহিহ বুখারি* : ৪৭০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৯৩।

অনুরূপ আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন, তিন জনের একটি দল রাসুল ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে তাঁর বিবিগণের ঘরে যান। যখন তাঁদের এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তাঁরা এটাকে অল্প ইবাদত মনে করে বললেন, 'আমরা রাসুলের সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।' এমন সময় তাঁদের একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতে সালাত পড়ব।' অপর একজন বললেন, 'আমি সারা বছর রোজা পালন করব, কখনো বিরতি দেবো না।' অপরজন বললেন, 'আমি সারা জীবন নারীবিমুখ থাকব, কখনো বিয়ে করব না।'

এরপর রাসুল ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'তোমরা কি ওই সকল ব্যক্তি, যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোজা পালন করি; আবার রোজা ছেড়েও দিই। সালাত আদায় করি, ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদিও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।'[৩]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ একজনকে বলেন, 'বিয়ে করো, যদিও তা কেবল লোহার আংটির (মোহর হিসেবে) বিনিময়ে হয়।'[৪]

বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

> তোমাদের যারা বিয়েহীন তাদের বিয়ে সম্পন্ন করো; আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। তারা নিঃস্ব হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রচুর দানকারী, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।
> [সুরা নুর : ৩২]

উপরিউক্ত আয়াতটি আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর ব্যাপারে কুৎসা রটানোর ঘটনার সময় নাজিল হয়েছিল। তিনি রাসুলের স্ত্রী ছিলেন। আল্লাহ এই সুরায় তাঁর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। কুরআনের তাফসির-লেখক সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি তাঁর তাফসিরগ্রন্থ *তাফহিমুল কুরআনে* লেখেন, 'এ ধরনের নির্দেশ

৩ *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭৬।
৪ *সহিহ বুখারি* : ৪৮৫৫।

ওহি আকারে কুৎসার ঘটনার ঠিক পরেই অবতীর্ণ হয়ে এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, সমাজের এক মর্যাদাবান মানুষের স্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ধরনের বক্তব্য রটানো ছিল মূলত যৌনতাড়িত পরিবেশের ফসল।'[৫]

অন্য কথায়, কোনো সমাজে বিশালসংখ্যক অবিবাহিত যুবকের উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজে অধিক হারে অবাধ যৌনাচার ছড়ানোর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা আশ্চর্যজনক নয় যে, মদিনার যে-সকল মানুষ (মুনাফিক ব্যতীত) আয়েশা রা.-এর বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোয় অংশ নিয়েছিল, তারা সকলেই ছিল অবিবাহিত পুরুষ। তাই মুসলিমসমাজকে এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ হতে মুক্ত রাখতে কুরআন নারী-পুরুষকে দীর্ঘদিন অবিবাহিত না থাকতে উৎসাহিত করছে এবং সমাজে যে-সকল অবিবাহিত পুরুষ আছে, তাদের বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামি শিক্ষার মধ্যে বিয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও উপকারিতা জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে মানবজাতি টিকিয়ে রাখা, বংশরক্ষা, সমাজ অনৈতিকতামুক্ত রাখা, আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি, পরিবার গড়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক এবং সন্তানকে মুমিনরূপে গড়ে তোলা। ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল শারীরিক সুখ অন্বেষণ নয়। কারণ, আমরা কেবল যৌনবস্তু নই। ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে এক গভীর অর্থ প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, আরেকজনের প্রতি দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার জন্ম এবং পরিবার গঠন।

সমাজে পরিবারব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সাচিকো মুরাতা ও উইলিয়াম সি. চিত্তিক তাদের গ্রন্থ *দ্য ভিশন অফ ইসলামে* লেখেন, 'একটি সুস্থ সমাজ তখনই গড়ে উঠে যখন এর সদস্যরা সুস্থ হয়। যারা সমাজ-গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে, তাদের প্রতিই বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাদের ধর্মই তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে, যেন তাদের ভেতরে সমাজের ব্যাপারে কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে। রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে বিয়ে করে সে দীনের অর্ধেক পূরণ করে।' কারণ, পরিবারই সমাজ-গঠনের ভিত্তি গড়ে তোলে।'[৬]

তাই বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্তান জন্ম দেওয়া এবং পরিবার-গঠনের মাধ্যমে মানবসম্প্রদায় সংরক্ষণ করা। জর্জ গিল্ডার বলেছেন, 'বিয়ে শুধু ভালোবাসার

---

৫ *তাফহিমুল কুরআন*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি (১৯৯৮)। (ইংরেজি অনুবাদক-জাফর ইসহাক আনসারি) যুক্তরাজ্য, দ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ষষ্ঠ খণ্ড।

৬ Murata, Sachiko & Chittick, William C. (1994). *The Vision of Islam*. St. Paul, Minnesota, Paragon House.

সামাজিক অনুমোদন নয়; বরং বিয়ের মাধ্যমে সেই ভালোবাসা জৈবিক এবং সামাজিক ধারাবাহিকতায় রূপ নেয়। এ ধারাবাহিকতার ফলে শিশুরা পরিবারের বন্ধনে দীর্ঘসময় পার করতে পারে, যদিও এর পরিমাণ এখন কমে গিয়েছে।'[৭]

মানুষের মধ্যে নিজের বংশ টিকিয়ে রাখার বদ্ধমূল স্বভাব রয়েছে। মানুষের আরেক প্রকৃতি হচ্ছে অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। এ কারণে অনেক মানুষই জীবনজুড়ে মৃত্যুর বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে চায়। নিজের সন্তানাদি দুনিয়ায় রেখে যাওয়ার মাধ্যমে অমরত্বের ছাপ দেখতে চায় তারা। মুসলিম কবি ও দার্শনিক, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল এই ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট অফ ইসলামে* লিখেছেন, 'ক্ষণস্থায়ী জীব হওয়ার কারণে মানুষ মৃত্যুকে তার ক্যারিয়ারের ইতি হিসেবে দেখে। সমাজগতভাবে তার অমরত্ব অর্জনের একমাত্র উপায় নিজের বংশ-বৃদ্ধি। অমরত্বের গাছ থেকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়া ছিল একটি অবলম্বন, যার মাধ্যমে সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত। এখানে জীবন যেন মৃত্যুকে বলছে, তুমি যদি এক প্রজন্মকে ধ্বংস করে ফেলো, আমি আরেক প্রজন্মের জন্ম দেবো।'[৮] অতঃপর সন্তান জন্মদানের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও বন্ধন গড়ে ওঠে।

৭ Gilder, George (2001). *Men and Marriage*. Louisiana, Pelican Publishing Company.

৮ *দ্য রিকন্সট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম*, ড. মুহাম্মাদ ইকবাল (১৯৯৪)। নয়াদিল্লি, কিতাব ভবন।

অধ্যায় ২

মুসলিম যুবক : বিয়ে-বিলম্বের শিকার

বর্তমানে যেসব সামাজিক সমস্যা মুসলিম যুবকদের আক্রান্ত করে রেখেছে, তার একটি হচ্ছে বিয়েকে বিনা কারণে বিলম্বিত করা। দেরিতে বিয়ের কারণে অনেক পাপ যেমন : বিয়েপূর্ব প্রেম, ডেটিং, ভালোবাসা-দিবস উদযাপন, হস্তমৈথুন এবং পর্নোগ্রাফি ইত্যাদির ফাঁদে সহজেই পড়ে যায় তারা। বিয়ে নৈতিকতার সুরক্ষা এবং নারী-পুরুষকে তাদের দৃষ্টি হিফাজতে সাহায্য করে। এসব সামাজিক সমস্যা তৈরির পেছনে অনেক বিষয়ের ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে পিতা-মাতার অবহেলা। দেরিতে বিয়ের এই সমস্যাকে মোটেও ছোট করে দেখার উপায় নেই।

খ্রিষ্টান সমাজবিদ কার্ল ডব্লিউ উইলসন ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার গ্রন্থ *আওয়ার ড্যান্স হ্যাজ টার্নড টু ডেথে* লেখেন, 'যখন কোনো সমাজ বিয়ে এবং পরিবারব্যবস্থাকে গুরুত্বহীনভাবে দেখে, তখন মূলত সে সমাজের হাতে তাদের নিজেদের পতন ও ধ্বংসের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়।' কার্ল উইলসন উল্লেখ করেন, ইতিহাসে যেসব জাতির পতন ও ধ্বংসের ঘটনা দেখা যায়, বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে অবহেলা এবং পারিবারিক ব্যবস্থার বদলে ভিন্ন জীবনব্যবস্থা খোঁজার মাধ্যমেই তাদের পতনের শুরু হয়েছিল।[৯]

একইভাবে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ জোসেফ ড্যানিয়েল আনউইন তার গ্রন্থ *সেক্স অ্যান্ড কালচারে* ৮৬টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংস হওয়ার ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি প্রতিটি জাতির মধ্যেই অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পান। যেসব জাতি বিয়ে এবং বিয়েপূর্ব সতীত্বকে অবমূল্যায়ন করে অবাধ যৌনসুখ লাভের প্রচেষ্টায় মত্ত হয়েছে, তাদের কেউ-ই এক প্রজন্মের বেশি টিকে থাকতে পারেনি। আনউইন বলেন, 'মানব-ইতিহাসে এমন কোনো সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, যে সমাজের নতুন প্রজন্ম বিয়েপূর্ব এবং বিয়ে-পরবর্তী পবিত্রতাকে অবহেলার

৯ Wilson, Carl (1981). *Our Dance Has Turned To Death*. Illinois, Tyndale House Publishers.

পর সমাজটি আবার পূর্ববৎ শক্ত অবস্থানে ফিরে যেতে পেরেছে।[১০] আনউইন দেখেন, যেসব জাতি বৈবাহিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে অবাধ যৌনাচার পরিহার করেছে, তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা বেড়েছে এবং তারা উন্নতি করেছে। তিনি একে 'সাংস্কৃতিক শক্তি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন, যা তখনই লাভ করা সম্ভব, যখন যৌনক্রিয়া কেবল বৈবাহিক সম্পর্কগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।[১১]

জর্জ গিল্ডার বিয়ের সঙ্গে সমাজের সুস্থতার মধ্যে সম্পর্ক দাঁড় করান এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত সমাজকে তিনি 'হাই ফিভার'-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'প্রত্যেকেই বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অংশ। সমাজের সুস্থতা, প্রাণশক্তি নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীরূপ হবে তার ওপর। সামাজিক অবস্থা যাচাই করতে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। এটি সমাজের অবস্থাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। যে সমাজ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে কেবল বর্তমান আঁকড়ে ধরে সাময়িক সুখে নিজেকে মত্ত রাখে; অথচ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখন তারা সে বিপদ থেকে পালানোর পথ খুঁজে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারে না। লাগামহীনতার কারণে সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, ব্যবসায় আর লাভবান হওয়া যায় না, আইনের প্রয়োগ হয়ে যায় অসম্ভব।'[১২]

যেহেতু বিয়ে পরিবার গঠনের মুখ্য উপাদান এবং এর আদেশ কুরআন ও সুন্নাহে এসেছে, তাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়েব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে দেখানো যে, বিবাহিত মানুষ অধিক সুখী, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী, যার প্রমাণ বিভিন্ন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় মিলেছে।

বিয়ের উপকারিতা এবং একাকিত্বের ক্ষতিকর দিক

ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ভালোবাসার এক পবিত্র বন্ধন। ইসলাম তার অনুসারীদের যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করার আদেশ দিচ্ছে। [সুরা নুর : ৩২] কুরআন স্পষ্ট জানান দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা বিপরীত লিঙ্গ থেকে সঙ্গী-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা একে অপরকে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ করতে পারে। এমনকি এটাকে আল্লাহর একটি নিদর্শন হিসেবেও অভিহিত করা হচ্ছে,

---

১০ Unwin, Joseph Daniel (1934). *Sex and Culture*. U.K., Oxford University Press.

১১ Sheldon, Rev. Louis P. "*Destruction of Marriage Precedes the Death of a Culture*". Traditional Values Coalition Education and Legal Institute. Anaheim, California.

১২ Gilder, George (2001). *Men and Marriage*. Louisiana, Pelican Publishing Company.

﴿وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

তাঁর নিদর্শনের একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো; আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সমাজের জন্য এতে রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। [সুরা রুম : ২১]

তাই বলা যায়, স্বামী-স্ত্রীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় লুকিয়ে আছে। কুরআনে উল্লিখিত ব্যাপারটি মাত্র কিছুদিন আগে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী জর্জ গিল্ডার তার *মেন অ্যান্ড ম্যারেজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যেকোনো সমাজে সে-সকল ব্যক্তি সফল এবং বিখ্যাত, যারা বিবাহিত। কারণ, মানুষের ভেতরে থাকা সুপ্ত প্রতিভা যখন আরেক নারীর মাতৃত্ব ও ভালোবাসার স্পর্শ পায়, তখন এটি জাগ্রত হয় এবং সে তার স্বামীর সক্ষমতাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে, যা তাকে সফলতার সিঁড়ি মাড়াতে সহায়তা করে।

পুরুষ যখন জন্মদানের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে, তখন তাদের সুপ্ত সব প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে যায়। পুরুষেরা প্রকৃতিগতভাবেই যৌনতায় আগ্রহী—কেবল বিয়ের মাধ্যমেই তার ভেতর রক্ষিত লালসা ও বেপরোয়া যৌনাচরণকে গঠনমূলক এক ভালোবাসা ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে রূপ দেওয়া সম্ভব। বিয়ে মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতার জন্ম দেয় এবং পুরুষেরা পরিবারের প্রতি তার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। স্ত্রীর ভালোবাসাই পুরুষের ভেতর লুক্কায়িত বর্বরতা বশ করে তাকে এক সভ্য মানুষে পরিণত করে।[১৩]

সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা এবং পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, বিয়েতে বিলম্ব করার পেছনে প্রচুর জৈবিক ও মানসিক ক্ষতি নিহিত রয়েছে। যে-সকল মুসলিম পিতা-মাতা তাদের সন্তানের দেরিতে বিয়ে দেন, তাদের অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত, তাদের সন্তানরাও এ ধরনের ক্ষতির শিকার হতে পারে। তাই বেশি দেরি হওয়ার আগেই বেড়া তুলে দিয়ে তাদের সুরক্ষিত রাখা উচিত। অবিবাহিত পুরুষদের পিতা-মাতারাই সাধারণত তাদের সন্তানের বিয়ের ব্যাপারে

১৩ Gilder, George (2001). *Men and Marriage.* Louisiana, Pelican Publishing Company.

অবহেলা করে বিয়ে বিলম্বিত করেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিয়েতে দেরি করা এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য অবিবাহিত থাকা পুরুষদের জন্য (যদিও নারীদের ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়) অত্যন্ত ক্ষতিকর। নিচের ছকে অবিবাহিত পুরুষদের (সিঙ্গেল, ডিভোর্সড এবং বিপত্নীক) মধ্যে যেসব সমস্যা দেখা যায়, তার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে। বিয়েতে দেরি করার মানসিক সমস্যা দিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা যায় :

ছক : অবিবাহিত পুরুষদের সমস্যা

সমস্যার তালিকা	বিবাহিত পুরুষদের তুলনায় অবিবাহিত পুরুষদের সমস্যা
ডিপ্রেশন	৩০% বেশি
ফোবিয়া	৩০% বেশি
মানসিক সমস্যার কারণে পুনর্বাসনকেন্দ্রে ভর্তি	২২ গুণ বেশি
স্নায়ুবৈকল্য (নার্ভাস ব্রেকডাউন)	৩ গুণ বেশি
ঘুমজনিত সমস্যা	৩ গুণ বেশি
দুঃস্বপ্ন দেখা	৩ গুণ বেশি
মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে পড়া	৫ গুণ বেশি
ধর্ষণ করা	৫ গুণ বেশি
উপার্জন	৩০% কম
অবিবাহিত পুরুষ, ডিভোর্সড ও বিপত্নীক পুরুষের মধ্যে মৃত্যুহার	দ্রুত মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ[৩]

অবিবাহিত পুরুষ এবং মানসিক অসুস্থতা

সিঙ্গেল পুরুষদের (অবিবাহিত, ডিভোর্সড অথবা বিপত্নীক) সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যগত সমস্যা, এসবের উৎপত্তি মূলত একাকিত্ব ও স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের অভাবজনিত কারণে ঘটছে। যদিও পুরুষদের মধ্যে এমনিতেই নারীদের তুলনায় মানসিক সমস্যা বেশি দেখা যায়; কিন্তু সিঙ্গেল পুরুষেরা মানসিক সমস্যায় ভোগে সবচেয়ে বেশি। সমাজ-সমালোচক জেসি বার্নার্ড তার *দ্য ফিউচার অফ ম্যারেজ* গ্রন্থে এর সপক্ষে বিভিন্ন জনতাত্ত্বিক (ডেমোগ্রাফিক) উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাতে দেখা যায়, অবিবাহিত পুরুষেরাই যুক্তরাষ্ট্রে (এবং বোধহয় পুরো পৃথিবীতেই) সবচেয়ে

বেশি মানসিক সমস্যায় ভোগে।[১৪]

২৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সি সিঙ্গেল পুরুষদের বিবাহিতদের তুলনায় ডিপ্রেশনে ভোগার সম্ভাবনা ৩০ শতাংশেরও বেশি। বিভিন্ন ফোবিয়ায় ভোগার সম্ভাবনাও তাদের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশের বেশি। এমনিভাবে সমাজের বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করলে অবিবাহিতদের নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভোগার সম্ভাবনা তিন গুণ বেশি এবং মানসিক সমস্যার কারণে কোনো হাসপাতাল বা পুনর্বাসনকেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা ২২ গুণ বেশি। তারা ইনসমনিয়ায় (ঘুমানোর ক্ষেত্রে সমস্যা) ভোগে তিন গুণ বেশি। ঘুমালেও দুঃস্বপ্ন দেখার তিন গুণ বেশি সম্ভাবনা থাকে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর মনোবিদ জন টি. কাচিওপ্পো ঘুমে বিভোর সিঙ্গেল এবং নন-সিঙ্গেল ব্যক্তিদের ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি পরিমাপ করেন। তিনি দেখেন, সিঙ্গেল পুরুষদের ঘুমের মধ্যে মাঝেমধ্যেই জাগ্রত (মাইক্রো অ্যাওয়েকেনিং) হওয়ার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের সঙ্গে নন-সিঙ্গেলদের তুলনা করলে বোঝা যায়, সিঙ্গেলরা পুরো রাতই সতর্ক ছিল। কাচিওপ্পো উপসংহার টানেন এই বলে যে, 'একাকিত্ব আমাদের টিকে থাকার যে মেকানিজম, সেটা সক্রিয় করে তোলে। ফলে আমাদের ব্রেইন অধিক হারে জাগ্রত হয়।'[১৫]

একটি গবেষণা থেকে এ ব্যাপারে আরও অকাট্য উপাত্ত এসেছে, যা পরিচালনা করেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী লিও স্রোল ও তার সহযোগীরা। তারা তাদের গ্রন্থ *মেন্টাল হেলথ ইন দ্য মেট্রোপোলিস : দ্য মিডটাউন ম্যানহ্যাটান স্টাডি*তে এটি উল্লেখ করেন। স্রোলের রিপোর্টে উপস্থাপিত পরিসংখ্যানে এটা প্রমাণিত যে, বিবাহিত পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তেমন পার্থক্য নেই; কিন্তু রিপোর্ট অনুযায়ী সিঙ্গেল পুরুষদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর মাত্রাও তীব্রভাবে বাড়তে থাকে। ম্যানহ্যাটান জরিপে অংশ নেওয়া ৫০ থেকে ৫৯ বছর বয়সি সিঙ্গেল পুরুষদের ৪৬ শতাংশই মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় ভুগছে।[১৬]

একটি সুইডিশ প্রবাদ আছে, 'আনন্দ ভাগাভাগি করলে হয় দ্বিগুণ; আর কষ্ট

---

১৪ Bernard, Jesse (1972). *The Future of Marriage*. New York, World Publishing Company.

১৫ Cacioppo, John T. and Patrick, William (2008) *Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection*. New York, W. W. Norton & Company.

১৬ Srole, Leo, Thomas S. Langner, Stanley T. Michael, Marvin K. Opler, Thomas A. C, Rennie. (1978). *Mental Health in the Metropolis: The Midtown Manhattan Study*. (Vol.1) New York, New York University Press.

ভাগাভাগি করলে হয় অর্ধেক।' বিয়ে আমাদের আনন্দ ও কষ্ট ভাগাভাগি করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। বিয়ে মানে হচ্ছে সবসময়ই একজন বন্ধু ও সাহায্যকারীর সংস্পর্শে থাকা। যখন পুরুষেরা দুশ্চিন্তার কারণে রাতে ঘুমাতে পারে না, তখনো তার স্ত্রী তার পাশে থাকে। যখন তার সারা দিনের ঝঞ্ঝাট হতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা জাগে, তখন সে স্ত্রীকে পাশে পায়। স্ত্রী এমন এক সঙ্গী, যার পাশে থাকতে পুরুষেরা সামাজিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সুখে-দুঃখে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঙ্গী হয়ে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। একাকিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্ত্রী হলো পুরুষদের পক্ষে বর্মস্বরূপ।

অবিবাহিত পুরুষ এবং অপরাধের হার

বৈবাহিক জীবন এবং স্ত্রী-সন্তানের উপস্থিতি ব্যক্তিকে সভ্য করে তোলে। পুরুষকে বিভিন্ন আইন-বহির্ভূত কাজ হতে বিরত রাখতে সাহায্য করে। ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন কর্তৃক প্রকাশিত *ইউনিফর্ম ক্রাইম রিপোর্টস* (ওয়াশিংটন, ডি.সি., ১৯৮০)-এর পরিসংখ্যানমতে, ১৪-এর বেশি বয়সি সিঙ্গেল পুরুষদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ হলেও ৯০ শতাংশ বড় বড় অপরাধ এরাই করে থাকে। বিবাহিত পুরুষদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি অপরাধ করে অবিবাহিতরা। এর চেয়েও বাজে ব্যাপার হচ্ছে [*ইউনিফর্ম ক্রাইম রিপোর্টস* (১৯৮০) অনুযায়ী] সিঙ্গেল পুরুষরা সাধারণত ধর্ষণ ও এ ধরনের বড় বড় অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত হয় বিবাহিতদের তুলনায় পাঁচ গুণেরও বেশি।[১৭]

গবেষক লব, নাগিন এবং স্যাম্পসন এ বিষয়ে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে *আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউয়ে* (৬৩ তম খণ্ড) আরও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। তাদের গবেষণার শিরোনাম ছিল 'ট্র্যাজেক্টরিজ অফ চেঞ্জ ইন ক্রিমিনাল অফেন্ডিং: গুড ম্যারেজেস অ্যান্ড দ্য ডেসিস্টেন্স প্রসেস'। বেশ কিছুকাল ধরে অপরাধে লিপ্ত ৫০০ অল্পবয়স্ক অপরাধীর ওপর তারা গবেষণটি চালান এটা বের করতে যে, কেউ কেউ তাদের অপরাধকর্ম যুবক বয়সেই থামিয়ে দিতে সমর্থ হয়; আবার কেউ কেউ ৩০ বছর বয়সেও অপরাধের কারণে গ্রেপ্তার হয়। তারা দেখেন, এই পার্থক্যের কারণ একটি সুন্দর বৈবাহিক জীবন। যে-সকল পুরুষ অপরাধজগত থেকে ফিরে এসেছে এবং যারা ফিরে আসতে পারেনি, তাদের শৈশব এবং পারিবারিক পরিবেশ প্রায় একই রকম ছিল। এমনকি তাদের বুদ্ধিমত্তা, দারিদ্র্যের

১৭ Uniform Crime Reports (1980) Federal Bureau of Investigation (Washington, D.C.)

মাত্রা এবং যুবক বয়সে গ্রেপ্তার হওয়ার হারও ছিল প্রায় এক। কিন্তু যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে তাদের অপরাধপ্রবণতা ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। গবেষকরা বের করেন, যে-সকল অপরাধী বিয়ে করেনি, তাদের তুলনায় প্রাক্তন বড়মাপের অপরাধীরা বিয়ের পর অপরাধের হার দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলেছিল।

গবেষণার ইতি টানতে গিয়ে তারা লেখেন, কখনো কখনো বড় বড় অপরাধীও বিয়ের মতো কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। অপরাধ ঠেকানোতে বিয়ের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, যদি তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সংলগ্নতা বজায় থাকে।[১৮] তারা আরও বলেন, 'দ্রুত বিয়ে সমাজকে আমূল বদলে দিতে পারে, ক্রমশ বর্ধনশীল রক্ষাকবচ হিসেবে (অপরাধমূলক আচরণের বিরুদ্ধে)...। প্রাপ্ত উপাত্ত সমর্থন যোগাচ্ছে ভালো একটি বৈবাহিক সম্পর্কের উপকারী বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে।'

এই গবেষণা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বিয়ে একদম জঘন্য অপরাধীদেরও বদলে ফেলতে পারে। তাই বখে-যাওয়া যুবসমাজকে দায়িত্বশীল ও সামাজিক বানানোর জন্য বিয়ে এক শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনার পেছনেই হিকমা লুকিয়ে রয়েছে। চৌদ্দ শতাব্দী আগে কুরআন মুসলিমসমাজকে নির্দেশ দিয়েছে, সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ অবিবাহিতদের বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব যেন নিজেদের কাঁধে তুলে নেন, যাতে যুবকরা অপরাধমূলক কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে; অথবা এমন কাজ না করে, যা সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিপরীত।

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমরা এখন কুরআন থেকে কোনো নির্দেশনাই নিই না। উপরে যে তথ্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য অবিবাহিতদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো নয়; বরং সেগুলো ছিল এক ধরনের সতর্কতা। মুসলিম পিতা-মাতারও এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বিয়ে দেওয়াটা তাদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে এবং তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে রক্ষা করে সভ্যতার পথে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

---

১৮ Laud, John H., Daniel S. Nagin & Robert J. Sampson. (1998), "Trajectories of Change in Criminal Offending: Good Marriages and the Desistance Process" *American Sociological Review*. Vol. 63, p. 225-238. Quoted in: Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage*.

এখানে সমাজবিজ্ঞানের যেসব গবেষণা উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলোই পরিচালিত হয়েছে পশ্চিমা দেশে বিবাহিত বনাম অবিবাহিত পুরুষদের মধ্যে, কোনো মুসলিম দেশে নয়। তবে এটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বিয়ে-বিলম্বের ফল যেকোনো সমাজে প্রায় একই। এর কারণও খুব সহজ, সহজাত তাড়নাগুলো সব সমাজের মানুষের মধ্যেই অপরিবর্তিত থাকে। এটা পরিষ্কারভাবে কুরআনেই উল্লিখিত হয়েছে,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ * وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

কাজেই দীনের প্রতি তোমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করো একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্টিকার্যে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [সুরা রুম : ৩০]

অবিবাহিত পুরুষ এবং কম উপার্জন

কুরআনে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি ওয়াদা করেছেন, যারা বিয়ে করবে আল্লাহ তাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দেবেন,

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

আর তোমরা তোমাদের অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিয়ে দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। [সুরা নুর : ৩২]

নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অবিবাহিত পুরুষদের তুলনায় বিবাহিতদের উপার্জনে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ইউ. এস. ব্যুরো অফ সেনসাস কর্তৃক ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিবাহিতরা সিঙ্গেল পুরুষ বা নারীর তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশি উপার্জন করতে সক্ষম।[১৯] এ ছাড়া সেনসাস ব্যুরোর উপাত্ত

১৯ U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-60, No. 146, "Money Income of Households, Families, and Persons in the United States, 1983" Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1985, Table 45, pp. 145-152.

অনুযায়ী, সিঙ্গেলদের তুলনায় বিবাহিত হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েটদের ৩০ হাজার ডলারের অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা প্রায় চার গুণ। এই পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বিবাহিতরা সিঙ্গেলদের তুলনায় ধন ও উপার্জন—উভয় ক্ষেত্রে এগিয়ে। এ জন্য জর্জ গিল্ডার সিঙ্গেলদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'উচ্চাশা আছে এমন তরুণদের কলেজে যাওয়ার চেয়ে বিয়ে করে ফেলা বেশি জরুরি। বিবাহিত পুরুষেরাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি উপার্জনক্ষম হয়।'[২০]

ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশন্স রিভিউয়ের ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় একটি গবেষণা-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। গবেষক জনি হার্শ দেখেন যে, চাকরির ধরনের ওপর ভিত্তি করে স্বামী ও অবিবাহিত পুরুষের মাসিক উপার্জনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যায় কি না। পরিবারের ভরণপোষণ যোগানোর পরও দেখা যায়, বিবাহিত পুরুষেরা অবিবাহিতদের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি উপার্জন করেছে।[২১] একই ধরনের অন্যান্য গবেষণায় মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়েইট এবং গ্যালাহার বলেন, 'স্বামীর অধিক উপার্জনের কারণ বিয়ের ফলে তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি... পুরুষ কর্মীর জন্য একজন স্ত্রী তার গোপন অস্ত্র, যে অস্ত্র দিয়ে সে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবিবাহিত কর্মীদের টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।'[২২]

বিবাহিত পুরুষদের অবিবাহিতদের তুলনায় অধিক উপার্জনের এই ব্যাপারটি কেবল আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। *জার্নাল অফ পপুলেশন ইকোনোমিক্সের* ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেখানে অর্থনীতিবিদ রবার্ট এফ. শোয়েনি ১৪টি উন্নয়নশীল দেশের পুরুষদের উপার্জনের মধ্যে তুলনা করেন। তার পর্যবেক্ষণ করা প্রতিটি দেশেই বিবাহিতরা অবিবাহিতদের তুলনায় বেশি উপার্জন করেছে। শোয়েনির গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতরা ৩০ শতাংশ বেশি উপার্জন করেছে।[২৩]

---

২০ Gilder, George (2001). *Men and Marriage.* Louisiana, Pelican Publishing Company.

২১ Hersch, Joni. (1991), "Male-Female Differences in Hourly Wages: The Role of Human Capital, Working Conditions, and Housework," *Industrial Labor Relations Review.* Vol. 44, p. 749-759. Quoted in: Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage.*

২২ Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage: Whey Married People are Happier, Healthier, and Better Off Financially.* New York, Doubleday.

২৩ Schoeni, Robert F. (1995), "Marital Status and Earnings in Developed Countries," Journal of Population Economics. Vol. 8, pp. 351-359. Quoted in: Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage.*

এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সকল পুরুষ যত দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন, সিঙ্গেলদের উপার্জনের দক্ষতার সঙ্গে তুলনা করলে তাদের মাসিক উপার্জনও তত বেড়েছে। অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিতদের অধিকতর উপার্জনের ব্যাপারটি সর্বজনীন হওয়ার পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোনো কার্যকারণ আছে। এর একটি হচ্ছে, বিবাহিতরা সাধারণত সুস্থির জীবনযাপন করে। তারা জানে, তাদের পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে, ফলে অর্থ জমানোর দিকে তারা অধিক মনোযোগী হয়। কর্মক্ষেত্রেও তাদের অনুপস্থিতি কম থাকে।

আরেকটি কারণ গোল্ডশেইডার এবং ওয়েইট তাদের রচিত *নিউ ফ্যামিলিজ, নো ফ্যামিলিজ : দ্য ট্রান্সফরমেশন অফ আমেরিকান হোম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, বিবাহিতরা তাদের কর্মক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী হতে পারে। কারণ, তাদের স্ত্রীরা ঘরোয়া বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে রাখে। যেমন খাবার প্রস্তুত করা, কাপড় ধোয়া, শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশুকে হোম-ওয়ার্কে সাহায্য করা ইত্যাদি। শ্রমের এই বিভাজনের কারণে স্বামীরা তাদের কাজে মনোযোগ দিতে পারে, ফলে সে কাজে দক্ষতা চলে আসায় তাদের অর্থ-উপার্জনও বেড়ে যায়।[২৪] এ সবকিছু আমাদের সেই স্বর্ণালি উপদেশের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশারকে উদ্দেশ্য করে দিয়েছিলেন—'বিয়ের মাধ্যমে সফলতার খোঁজ করো।'[২৫]

অবিবাহিত পুরুষ এবং আকস্মিক মৃত্যু

সমাজের সব ধরনের মানুষের মধ্যে সিঙ্গেল পুরুষদেরই মৃত্যুর হার বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে আত্মহত্যা। ২০ জুলাই, ১৯৮৩ আয়োজিত ইউ. এস. হাউজ অফ রিপ্রেজেনটেটিভস, সিলেক্ট কমিটি অন চিলড্রেন, ইউথ অ্যান্ড ফ্যামিলির জন্য একটি টেস্টিমনি প্রস্তুত করা হয়। সেখানে গবেষক এডওয়ার্ড এ. উইন দেখান যে, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সি যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ১৯৬০ হতে ১৯৭৭-এর মধ্যবর্তী সময়ে ১৫৪ শতাংশ বেড়েছে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আত্মহত্যার ব্যাপারটা কেবল তরুণ সিঙ্গেল পুরুষদের

---

২৪ Goldscheider, Frances K. and Waite, Linda (1991) *New Families, No Families?: The Transformation of the American Home*. Berkeley, Univ. of California Press.

২৫ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ., *ইজালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা*। (অধ্যায় : রিসালা ফিকহ উমর ফারুক, কিতাবুন নিকাহ) করাচি, কাদিমি কুতুবখানা : ৩/৪০৭।

মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; যে-সকল পুরুষ বৈবাহিকজীবন ব্যতীত বার্ধক্যে উপনীত হয়, সে কারণেও আত্মহত্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।[২৬]

বিখ্যাত সমাজবিদ এমিল ডার্কহেইম তার গ্রন্থ *সুইসাইড এ স্টাডি ইন সোশিওলজিতে* একটি গবেষণা-রিপোর্ট উল্লেখ করেন। যেখানে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন : ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, প্রুশিয়া, স্যাক্সোনি, ব্যাডেন ও অন্যান্য অঞ্চলের সিঙ্গেল পুরুষদের উচ্চ আত্মহত্যার হার নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি তাদের আত্মহত্যার উচ্চহারের ব্যাপারে বলেন, 'পুরুষদের (সিঙ্গেল) জীবনের সঙ্গে বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। কারণ, সমাজের সঙ্গে তার বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে।'[২৭]

যখন নারী-পুরুষ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেটা তখন তাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অন্যের চোখে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি আত্মহত্যার চিন্তা দূরে ঠেলে দেয়। তা ছাড়া অবিবাহিত পুরুষরা একাকিত্বের কারণে যেকোনো সমস্যাতেই ডিপ্রেশনে ভোগে বা ভোগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ ব্যাপারে জেমস জে. লিঞ্চ তার গ্রন্থ *দ্য ব্রোকেন হার্ট : দ্য মেডিক্যাল কনসিকোয়েন্স অফ লোনলিনেসে* বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সমাজে বিবাহিতদের তুলনায় সিঙ্গেল পুরুষদের অধিক মৃত্যুহার কেবল আত্মহত্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; যদিও এটা অন্যতম একটি কারণ। রস এবং তার সহকর্মী কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের *জার্নাল অফ ম্যারেজ অ্যান্ড দ্য ফ্যামিলির* পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে, যেসব মৃত্যু সাধারণত আচরণগত কারণে হয়ে থাকে যেমন : ফুসফুসের ক্যানসার এবং সিরোসিস, সেগুলোতে ভুগেই অবিবাহিত পুরুষেরা বেশি মৃত্যুবরণ করে।

এই গবেষণার উপাত্ত অনুযায়ী সিঙ্গেল পুরুষদের মৃত্যুহার বিবাহিতদের তুলনায় ২৫০ শতাংশ বেশি, যেখানে সিঙ্গেল নারীদের মৃত্যুহার বিবাহিতদের তুলনায় মাত্র ৫০ শতাংশ বেশি। একইভাবে অবিবাহিতদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষদের হাসপাতালে কম যেতে হয় এবং বিবাহিতরা যদি হাসপাতালে ভর্তি হয়ও, তাদের সুস্থ হওয়ার হার বেশি থাকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, সামাজিক অবলম্বন থাকার কারণে বিবাহিত মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়,

---

২৬ Gilder, George (2001). *Men and Marriage*. Louisiana, Pelican Publishing Company.

২৭ Durkheim, Emile (1966). Suicide, A Study in Sociology. (Trans. by John A. Spaulding and George Simpson, ed. George Simpson). New York, The Free Press.

ফলে সে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।[২৮] উল্লেখযোগ্য আরেকটা দিক হচ্ছে, অবিবাহিত নারীরাও বিবাহিতদের চেয়ে অধিকহারে মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে তাদের মৃত্যুর কারণ পুরুষদের মতো এতটা উদ্‌বেগজনক নয়।

স্কিন ক্যানসারের ঘাতক রূপ হচ্ছে কিউটেনিয়াস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। যদিও মাত্র তিন থেকে পাঁচ শতাংশ স্কিন ক্যানসার এ ধরনের হয়। কিন্তু স্কিন ক্যানসারের কারণে মৃত্যুর প্রায় ৭৫ শতাংশই এর কারণে হয়।[২৯] *জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অনকোলজিতে* ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে-সকল পুরুষ বিবাহিত এবং স্ত্রীর সঙ্গে থাকে, তাদের তুলনায় অবিবাহিতদের কিউটেনিয়াস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমায় আক্রান্ত ও এর কারণে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এই গবেষণায় এটাও দেখা গেছে, যে-সকল নারী একাকী থাকে, তাদের এই স্কিন ক্যানসার স্বামীর সঙ্গে থাকা নারীদের চেয়ে অনেক বেশি; যদিও ঝুঁকিটা পুরুষদের মতো মারাত্মক নয়। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইউনিভার্সিটি হসপিটাল সলনার অনকোলজি-প্যাথোলজি-বিভাগের হান্না এরিকসন এই বিশদ গবেষণাটি পরিচালনা করেন। ড. এরিকসন ও তার সহকর্মীরা ১৯৯০ থেকে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৭,২৩৫ জন সুইডিশ রোগীর ওপর গবেষণাটি চালান। যে-সকল পুরুষ স্ত্রীদের সঙ্গে থাকে, তাদের তুলনায় সিঙ্গেলদের স্টেজ ২ কিউটেনিয়াস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৪২ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া স্টেজ ওয়ানের তুলনায় সিঙ্গেলদের স্টেজ থ্রি/ফোরের কিউটেনিয়াস ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা রোগ হওয়ার ঝুঁকি ৪৩ শতাংশ বেশি।[৩০]

ড. এরিকসন তার গবেষণার ফলাফলে মন্তব্য করেন, 'বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং রোগের কারণে হিসটোপ্যাথোলজিক প্রগনোসটিক ফ্যাক্টর সবকিছুই বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে অবিবাহিতদের সামঞ্জস্য থাকার পরও অবিবাহিতদের কিউটেনিয়াস

---

২৮ Catherine, E. Ross, John Mirowsky, Karen Goldsteen. (1998), "*The Impact of the Family on Health: Decade in Review*" *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 52, p. 1061. Quoted in: Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage*.

২৯ Sladden, Michael J., Balch C, Barzilai DA, Berg D, et al. (2009) "Surgical excision margins for primary cutaneous melanoma". Cochrane Database Syst Rev. Vol. 4: CD004835; American Cancer Society. Cancer facts and figures 2010.

৩০ Eriksson, Hanna, Lyth J, Månsson-Brahme E, Frohm-Nilsson M, et al. (March 31, 2014) "Later Stage at Diagnosis and Worse Survival in Cutaneous Malignant Melanoma Among Men Living Alone: A Nationwide Population-Based Study From Sweden"

ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কম দেখা গেছে।'[৩১]

আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানীরা বিয়ে এবং মৃত্যুর মধ্যে পৃথিবীর অসংখ্য সমাজ ও অঞ্চলে দৃঢ় সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। ইউয়ানরেং হু এবং নোরিন গোল্ডম্যান নামে দুই সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার রিপোর্ট *ডেমোগ্রাফি* নামক জার্নালের ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যেখানে দেখা যায় নেদারল্যান্ড এবং জাপানের মতো বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশে অবিবাহিত পুরুষ এবং নারীরা বিবাহিতদের তুলনায় দ্রুত মারা যায়। তারা আরও দেখেন, উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যেকোনো বয়সি সিঙ্গেল, ডিভোর্সড বা বিপত্নীক পুরুষেরা বিবাহিতদের তুলনায় দ্রুত মারা যায়। অবিবাহিত নারীদের জন্য এই মৃত্যুর হার বিবাহিতদের তুলনায় দেড় গুণ বেশি।[৩২] বিভিন্ন দেশের এসব পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোও বিয়ে-বিলম্বের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

এসব গবেষণায় সিঙ্গেল অথবা ডিভোর্সড পুরুষদের বিভিন্ন রোগ থেকে মৃত্যুর উচ্চহারের কারণ হচ্ছে একাকিত্বের ফলে ডিপ্রেশন অথবা স্ট্রেসে ভোগা। সিঙ্গেল, ডিভোর্সড বা বিপত্নীকদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে নিজের সমস্যাগুলো প্রাণখুলে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তারা নিজের ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারে না। যত যা-ই হোক, সকল মানুষই তো সামাজিক জীব। এ জন্যই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক বন্ধনকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। [সুরা রুম : ২১]

মুসলিম যুবকদের প্রতি আলিমদের উপদেশ

বর্তমানকালে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে অমুসলিমরা বিয়ের সুফল সম্পর্কে বুঝতে পারছে; কিন্তু আলিমসমাজ এ ব্যাপারে অনেক আগে থেকেই অবগত। এর কারণ কুরআনে বিনা কারণে বিয়েকে বিলম্বীকরণের ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইসলাম অবগত রয়েছে যে, তারুণ্যের সময়টি ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্যই বিভিন্ন সমস্যার কারণ। বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছার কারণে তাদের দেহে যৌন হরমোনের তীব্র স্রোত বয়ে যায়। যুবক-যুবতীদের বিয়েতে বিলম্ব করলে তাদের

---

৩১ Lawrence, Leah. (April 10, 2014) "Living Alone Increased Men's Risk for Late-Stage Melanoma" Cancer Network (https://tinyurl.com/y39qrnh7) Retrieved on: July 3, 2014.

৩২ Hu, Yuanreng & Goldman, Noreen (1990), "Mortality Differentials by Marital Status: An International Comparison" *Demography*. Vol. 27(2), pp. 233-250

সৃজনশীল ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের মনোযোগ চলে যায় যৌনতাড়নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এই সমস্যার সবচেয়ে উত্তম সমাধান হচ্ছে, তাদের বিয়ে দেওয়া। কারণ, এর মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল ক্ষমতা সঠিক দিকপ্রাপ্ত হবে। আধুনিক কুসংস্কারের দিকে আমাদের ফিরেও তাকানো উচিত নয়, যা আমাদের বলে যে, বিয়ের কারণে নারী-পুরুষের উচ্চতর শিক্ষার্জন ব্যাহত হয়। অথচ বিয়েই যুবকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে, বিবাহিত পুরুষদের মননে গাঢ় বা গভীর মনোযোগের সৃষ্টি করে, যার সাহায্যে তারা সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং কর্মের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

আলি ইবনু উসমান আল জুল্লাবি আল হাজবিরি (মৃত্যু ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্দো-পাক উপমহাদেশের এক গুণী আলিম ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কাশফুল মাহজুবে* তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি পুরো জীবন ভ্রমণ এবং মানুষের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর মাধ্যমেই কাটিয়ে দিয়েছেন, ফলে বিয়ে করতে পারেননি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে মুসলিম যুবকদের নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বিয়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন,

> একাকী থাকার দুটি বিপজ্জনক দিক রয়েছে : এক, রাসুলের সুন্নাহ পরিত্যাগ করা। দুই, নিজের ভেতর লালসার বীজ লালন করা, যা তোমাকে যেকোনো মুহূর্তে ফিতনায় পতিত করতে পারে। আমিও এই সমস্যার শিকার হয়েছি। ফলে আমি জানি যে, একাকিত্ব কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে। আমি ১১ বছর ধরে বিয়ে করিনি; কিন্তু এরপরও চেহারা না দেখেই এক নারীর প্রেমে পড়েছিলাম। আমার মন প্রায় এক বছর ধরে তার চিন্তায় বিভোর ছিল, আমার ইমানে-বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করেছিল। অবশেষে আল্লাহই আমাকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দয়ার নিদর্শন হিসেবে তিনি আমাকে নিষ্কলুষ রাখেন। তাই কখনোই অবিবাহিত থাকবে না। যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে করে ফেলো।'[৩৩]

আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনুল জাওজি (মৃত্যু ৫৮৭ হিজরি) তাঁর *তালবিসু ইবলিস* (শয়তানের চক্রান্ত) গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'শয়তান কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করে সন্ন্যাসীদের মতো জীবনরীতি গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেয় যে, বিয়ে আল্লাহর স্মরণ হতে তাদের দূরে নিয়ে যাবে

৩৩ *কাশফুল মাহজুব*, আলি ইবনু উসমান আল জুল্লাবি। (অনুবাদ : মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ) লাহোর ইসলামিক পাবলিকেশন্স।

এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেবে। সুতরাং বিয়ে পরিত্যাগ করাই উচিত।' ইবনুল জাওজি স্পষ্ট করেছেন যে, সন্ন্যাসযাপন ইসলামে প্রবেশ করেছে খ্রিষ্টধর্ম হতে এবং ইসলামে এর কোনো স্থান নেই; যেমনটা কুরআন বলছে,

> আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের ওপর ফরজ করিনি। [সুরা হাদিদ : ২৭]

এরপর তিনি লেখেন, 'পুণ্যবান মুসলিমকে বিপথগামী করতে তাকে বিয়ে করতে দেরি করানোর ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ করার চেয়ে ভালো কোনো অস্ত্র শয়তানের কাছে নেই। মানুষ বুঝতে পারে না যে, যখন কোনো শিশু ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদে এবং পিতার কাছে রুটি চায়, তখন তাকে খাওয়ানোর জন্য অনেক উত্তম আমল পিতার আমলনামায় জমা হয়। অন্যদিকে অবিবাহিত ইবাদতকারীরা এমন পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকে, যতদিন-না সে বিয়ে করছে।'[৩৪]

একবার এক তরুণ সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদির কাছে চিঠি লিখে তার কাছে ফাতওয়া জানতে চায়—তার জন্য বিয়ে না করে অবিবাহিত থাকা ঠিক হবে কি না। নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে সে বিভিন্ন আলিম যেমন : শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, শায়খ নিজামুদ্দিন আওলিয়া দেহলবি রাহ.-এর উদাহরণ দেয়, যাঁরা জীবনে কখনো বিয়ে করেননি। তখন সাইয়িদ মওদুদি রাহ. চিঠির জবাব দেন এভাবে,

> আমাদের জানার কোনো উপায় নেই যে, কেন শায়খ ইবনু তাইমিয়া বা নিজামুদ্দিন আওলিয়া বিয়ে করেননি। আমি তাঁদের এ কাজের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাচ্ছি না এবং আমার ব্যাখ্যার কারণে কোনো মুসলিম বিপথগামী হোক, সেটাও চাচ্ছি না। তুমি যদি বিয়ে না করো, তুমি হয়তো তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চোখকে পাপ হতে রক্ষা করতে পারবে; কিন্তু তুমি নিশ্চিতভাবেই তোমার মনকে লালসার (শাহওয়াত) প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের জন্য অনুসরণীয় শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছেন রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সন্তানও ছিল।[৩৫]

ড. বিলাল ফিলিপস সামসময়িক এক মুসলিম আলিম। তিনি টরন্টোতে *ইন দ্য শেড অফ দি থ্রোন* শীর্ষক বক্তব্যে যুবকদের হরমোনের ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে বিয়ের উপদেশ দেন। কারণ, রাসুল ﷺ যুবকদের বিয়ের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'যদি তারা বিয়ে করতে অসমর্থ হয় তাহলে যেন রোজা রাখে। কারণ, এটা তাদের

---

৩৪ *তালবিসু ইবলিস* (শয়তানের চক্রান্ত), ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল জাওজি। মুলতান, কুতুবখানা মাজিদিয়া।

৩৫ *রাসাইল ও মাসাইল*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি (১৯৯০)। লাহোর ইসলামিক পাবলিকেশন্স।

চাহিদা নিবৃত্ত রাখবে।' তাই তিনি যুবকদের যুবক থাকাবস্থাতেই বিয়ে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

ড. ফিলিপস দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'আজ মুসলিমবিশ্বে মুসলিমরাই তাদের যুবকদের কম বয়সে বিয়ে করার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করছে। তাদের বলা হচ্ছে, অবশ্যই প্রথমে পড়ালেখা শেষ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ি দিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা হিসেবে মুসলিম পিতা-মাতারা বলেন যে, তাদের (যুবক) জন্য ভালো হবে আগে একটা বাড়ি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে বিয়ে করা। কিন্তু বিয়েকে এত কঠিন করার কারণে মুসলিম যুবকদের মধ্যে কী মারাত্মক ধরনের প্রভাব পড়ছে!'

ড. ফিলিপস তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেন, 'অনেক যুবকই তাদের জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর মুহূর্ত অবিবাহিত অবস্থায় পার করে, যখন তারা ৩০ বা এর কাছাকাছি বয়সে পৌঁছায়, তখন তারা বিয়ে করে; কিন্তু ১৩ থেকে ৩০ বছরের মাঝের প্রায় ২০ বছর কী ঘটে? আর কার দোষ সেটা? প্রাথমিকভাবে দোষটা পিতা-মাতার। শিশুরা বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রমের মাধ্যমে যৌবনে যখন পা দেয়, তখন থেকে নিজেদের কাজের জন্য অবশ্যই তারা দায়ী হয়; কিন্তু পিতা-মাতাও প্রচুর গুনাহে নিজেদের শামিল করবেন; যদি-না তারা সন্তানদের এই কঠিন মুহূর্তে সাহায্য করেন...। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক সময়ে বিয়ে না দেওয়ায় যুবক-যুবতীরা অন্যায় কাজে (জিনা) জড়াচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই গুনাহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশেই সংঘটিত হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের কথা বলা উচিত, যদি আমরা আল্লাহভীরু সমাজ গড়ে তুলতে চাই।'[৩৬]

বিয়েযোগ্য সন্তানকে দ্রুত বিয়ে দেওয়া মুসলিম পিতা-মাতার অপরিহার্য কর্তব্য। তাই বিয়েযোগ্য সন্তান টাকা উপার্জনের এটিএম বুথ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। কারণ, তাদের বয়স প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে।

মুসলিম যুবকদের জন্য সমাধান

ইসলাম নারী-পুরুষকে বিয়ের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। ইসলামে বিয়ে একটি সামাজিক অঙ্গীকারনামা। যদিও বর্তমানে বিয়ের কথা বললে প্রথমেই মাথায় আসে বিয়ের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ঝক্কি-ঝামেলা ও খরচের কথা।

৩৬ ড. বিলাল ফিলিপস। *ইন দ্য শেড অফ দ্য থ্রোন* (অডিও লেকচার) টরন্টো, কানাডা। (http://www.kalamullah.com/bilalphilips.html) সংগ্রহ করা হয়েছে জুলাই ৪, ২০১৪।

অনেক পিতা-মাতাই মনে করেন, যেহেতু বিয়েযোগ্য সন্তান সরাসরি তাদের এ ব্যাপারে কিছু বলছে না, তার মানে তারা বিয়ের কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, সব যুবক বা যুবতীই সরাসরি নিঃসংকোচে পিতা-মাতাকে এ ব্যাপারে বলতে সমর্থ হয় না। তারা মুখ ফুটে বলতে পারে না যে, যথেষ্ট হয়েছে; এবার আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। তাদের জৈবিক চাহিদা এবং সেক্স হরমোনকে টেক্কা দেওয়া সহজ কোনো কাজ নয়।

যারা যুবক বয়সেও পিতা-মাতাকে বিয়ের ব্যাপারে চাপ দিচ্ছে না তার মূল কারণ হচ্ছে, কারও সঙ্গে তাদের অনৈতিক গোপন সম্পর্ক রয়েছে। ফলে পিতা-মাতাকে এখন চাপ দেওয়ার প্রয়োজনই হচ্ছে না আর। ইবরাহিম ইবনু মাইসারা তাউস থেকে বর্ণনা করেন; উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এক ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো বলেন, যে বিনা কারণে বিয়ে করতে বিলম্ব করছিল,

> কোনো কিছুই তোমাকে বিয়ে করা হতে দেরি করাতে পারে না অক্ষমতা (লিঙ্গোত্থানে অক্ষমতা) অথবা কোনো নারীর সঙ্গে হারাম সম্পর্ক ব্যতীত।[৩৭]

সমাজ পিতা-মাতার মনে এই চিন্তার শিকড় গেঁথে দিয়েছে—যুবকদের প্রথমে পড়াশোনা শেষ করে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে প্রচুর টাকা জমাতে হবে, বাড়ি কিনতে হবে; তারপর-ই-না তারা বিয়ে করতে পারবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণরা বিপরীত লিঙ্গের সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। কারণ, তাদের পক্ষে জৈবিক তাড়না উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না তখন। মানুষের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এবং চাহিদা উভয়টিই থাকে। এই চাহিদাটি হালালভাবে পূরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে সে তার দৃষ্টির হিফাজত ও চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

যে-সকল যুবক-যুবতী নির্লজ্জ কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং বিয়েবহির্ভূত হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়, পরবর্তী সময়ে তারা বিয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কারণ, হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে সে যে আনন্দটা পেয়েছে, সেটা এতটাই তীব্র যে, তার সকল শক্তি শুষে নিয়েছে। অনেকটা একই ব্যাপার ঘটে দীনদার যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে, তারা বিয়ের ব্যাপারে তেমন আশাবাদী হতে পারে না। তবে তাদের ক্ষেত্রে কারণটা ভিন্ন। নিজেদের পবিত্র রেখে বিয়ে করতে মুসলিমদের বয়স যখন ৩০-এর কাছাকাছি বা ৩০ পেরিয়ে যায়, তখন তারা জীবন নিয়ে

---

৩৭ *ইজালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা,* শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রাহ., অধ্যায় : রিসালা ফিকহ উমর ফারুক, কিতাবুন নিকাহ) করাচি, কাদিমি কুতুবখানা। ৩/৪০৭।

এতটাই ক্লান্ত থাকে যে, তাদের আর মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না—এক সফল ও ফলপ্রসূ বৈবাহিক জীবনযাপন করার। এ সবকিছু ঘটার একমাত্র কারণ বিয়েকে মুসলিমসমাজে বিলম্বিত করা কেবল এই চিন্তায় যে, তাতে প্রচুর খরচাপাতি করতে হবে, বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রচুর সম্পদ ব্যয় হবে। এ ব্যাপারটি বোন লুবাবা কাসিম সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন,

> আজ মুসলিমদের বিয়েতে দুই পরিবারের মধ্যে প্রচুর আলাপ-আলোচনা হয়, যেখানে সবাই সম্পৃক্ত থাকে কেবল সে দুজন ছাড়া, যাদের বিয়ে হচ্ছে। দরকষাকষি এবং আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কনের মূল্য, পরিশোধ করা হয় উজ্জ্বল লাল-সবুজ পাথরে মোড়ানো সোনার চেইনের মাধ্যমে। পাশাপাশি দৃষ্টিকটু বিয়ের আয়োজন তো রয়েছে-ই, যেখানে উপস্থিত থাকে বিশালসংখ্যক অতিথি এবং অপচয় হয় প্রচুর খাবারের। রাতের পর রাত কেটে যায় আনন্দ-ফুর্তি, বাদ্য বাজানো আর মেহেদি লাগানোর অনুষ্ঠানে। হলুদ-সবুজ পোশাক, মোমবাতি, ১০ পাউন্ডের নোট ও স্বর্ণের রিং উপহার আর অমার্জিত পোশাকপরিহিত নারীদের সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষদের সামনে নৃত্য— এগুলোর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? এর কারণ, বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা এতটাই প্রস্তুতি গ্রহণ করি যে, বিবাহিত যুগলের বৈবাহিক জীবন কেমন হবে, সে ব্যাপারটাই এসবের নিচে পড়ে যায়। এটা কল্পনা করাও কঠিন, এ ধরনের জমকালো অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিগ্রহণে একটি পরিবারের কী পরিমাণ সময় লাগতে পারে![৩৮]

মুসলিম মনোবিদ ড. মালিক বাদরি একই ধরনের মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিয়ের অনুষ্ঠানে কেবল লোক-দেখানোর জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচের কারণে বর্তমানে মুসলিমদের বিয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। এ ছাড়া বিয়ের অনেক রীতিনীতিতে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির ছাপ চলে এসেছে।'[৩৯] এ ধরনের একটি রীতি হচ্ছে যৌতুকপ্রদান, যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শিক্ষার বিপরীত। যৌতুকের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় কনে-পরিবারের ওপর। বাদরি এর সমাধান হিসেবে বলেছেন, 'মুসলিম দেশগুলোতে অযাচিত খরচ এড়িয়ে একই সঙ্গে অনেকজনের বিয়ের আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে রাষ্ট্রীয়পর্যায় থেকেও কিছু উপহারসামগ্রী

---

৩৮ Qasim, Lubaba "Islam's First Tale of Love" Muslimyouth.net Campaign. (http://www.muslimyouth.net/campaigns?id=13&art=118) Retrieved on: Nov. 16, 2012.

৩৯ Badri, Malik (1997). The AIDS Crisis: An Islamic Socio-cultural Perspective. Kuala Lumpur, The International Institute of Islamic Thought and Civilization.

দেওয়া হবে, যেমনটা সুদানে প্রতিবছর রজবের ২৭ তারিখে করা হয়। রাসুলের সুন্নাহেও কম-খরচে-সম্পন্ন বিয়েকে সর্বোত্তম বিয়ে বলা হয়েছে—"সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হচ্ছে সেটা, যাতে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় হয়।"'[৪০]

তবে এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় হচ্ছে ব্যক্তিপর্যায়ে এর সমাধান করা। বর্তমানে অনেক মুসলিম পিতা-মাতাই তাদের সন্তানের জন্য স্বামী-স্ত্রী খোঁজার সময় অপ্রয়োজনীয় শর্ত জুড়ে দেন, ফলে অকারণে বিয়ে পিছিয়ে যায়। মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তাদের সন্তান বিয়ের বয়সে পৌঁছাবে, তখনই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। রাসুল ﷺ অন্যদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি বিয়েচ্ছুকদের দীনদারি দেখে সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনের নির্দেশনা দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> নারীদের চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করা হয় : সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি। তাই তুমি দীনদার নারীকে বিয়ে করো, (অন্যথায়) তোমার ধ্বংস হবে।[৪১]

মুসলিম পিতা-মাতার নিজেদের সন্তানদের বিয়ে এতটা পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয় যে, তাদের সামনে কেবল একটাই রাস্তা খোলা না থাকে; আর তা হলো বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, ডেটিং, বিয়েবহির্ভূত প্রেম এবং প্রেম করে বিয়ে করা। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব বিয়ে ফ্লার্টিং, ডেটিং এবং প্রাক-বৈবাহিক ভালোবাসার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, সেগুলোর মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী। অন্তত বিয়ের ক্ষেত্রে আরেকজনের সঙ্গে প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে তাকে চিনে নেওয়া, এরপর তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বিয়ে করা—এ ব্যাপারটা বিয়েকে দীর্ঘস্থায়ী করে না। প্রখ্যাত নারীবাদী জার্মেইন গ্রিয়ার তার গ্রন্থ *দ্য হোল উইম্যানে* এ ব্যাপারটা স্বীকার করে বলেন, 'দীর্ঘ সংসর্গের পর যে বিয়েগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেগুলোই মেয়াদ বিবেচনায় খুব সংক্ষিপ্ত হয়।'[৪২]

অন্য একটি হাদিসে আবু হাতিম আল মাজনি বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> তোমরা যে লোকের দীনদারি ও নৈতিক চরিত্র দ্বারা সন্তুষ্ট, তোমাদের নিকট যদি সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তবে তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে

---

৪০ শুআবুল ইমান, বায়হাকি। এ হাদিসটি আহমাদ ও হাকিম একইভাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন ইমাম মুসলিমের কারণে; আর ইমাম জাহাবি এতে একমত পোষণ করেছেন।

৪১ *সহিহ বুখারি* : ৪৮০২; *সহিহ মুসলিম* : ১৪৬৬।

৪২ Greer, Germaine. (1999) *The Whole Woman*. London, Anchor Publishers.

দাও। তা না করলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে।[৪৩]

একইভাবে অন্য হাদিসে আলি ইবনু আবি তালিব রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

> আলি, তিনটি কাজে দেরি করবে না : সালাত—যখন তার সময় হয়ে যায়। জানাজা—যখন সেটা উপস্থিত হয় এবং স্বামীহীন মহিলা—যখন তার যোগ্য পাত্র পাওয়া যায়।[৪৪]

কোনো সন্দেহ নেই, ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু শিক্ষা তো বিয়ের প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। বিয়েই তো শিক্ষার পথ আরও সুগম করে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে শিক্ষা ও বিয়ে, এ দুটির মধ্যে পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে পড়াশোনার নাম দিয়ে ছেলেদের বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। যখন তারা পড়াশোনা শেষ করে তখন পিতা-মাতা তাদের নির্দেশ দেয় কয়েকটি বছর 'প্রতিষ্ঠিত' হওয়ার পেছনে কাজে লাগাতে, যেন তারা টাকা উৎপাদনকারী 'মানব এটিএম মেশিনে' পরিণত হয়। পুরুষেরা বিয়ের জন্য একদম প্রস্তুত হতে তাদের বয়স ৩০ ছুঁয়ে যায়; কিন্তু তখন তারা নিজেদের জন্য এমন তরুণী মেয়ে খোঁজে, যারা তাদের চেয়ে অন্তত ৬ থেকে ১০ বছরের ছোট। এ জন্য ২৩-৩০ বছর বয়সি মেয়েদের ভালো প্রস্তাব পেতে সমস্যা হয়। মেয়েরা তাদের জীবনে সফল হতে পিতা-মাতা তাদের বিয়ে বিলম্বিত করে দেন।

বলে রাখা ভালো যে, সমাজসমালোচক জর্জ গিল্ডার অবিবাহিত নারীদের একটি সাবধানবাণী শুনিয়েছেন—'যদি কোনো নারী ক্যারিয়ারের খাতিরে তার তারুণ্যকে পরিত্যাগ করেন, তিনি হয়তো সহজেই পেয়ে যাবেন কোনো অবিবাহিত যাজককে, যে বেদির ইবাদত করে যাবে তার জীবনের শেষ পর্যন্ত।'

---

৪৩ তিরমিজি হাদিসটিকে (১০৮৫) হাসান বলেছেন। শায়খ আলবানিও হাসান বলেছেন তাঁর গ্রন্থ *ইরওয়াউল গালিলে* (১৮৬৮)। একইভাবে শায়খ ইবনু বাজ হাদিসের সনদ অনুযায়ী এটিকে হাসান বলেছেন তাঁর *মাজমাউল ফাতওয়ায়* : (৩/১০১)।

৪৪ *তিরমিজি* : জানাজা অধ্যায়। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন তাঁর *জয়িফ আত-তিরমিজিতে* (৩/৩৮৭, ১০৭৫)। কারণ, এর একজন বর্ণনাকারী সায়িদ ইবনু আবদিল্লাহ আল জামহি অপরিচিত। তবে আল ইরাকি তাঁর *তাখরিজুল ইহইয়ায়* (২/১৬) হাসান বলেছেন এবং হাকিম হাদিসটির বর্ণনাকারীর ধারাকে তাঁর *মুসতাদরাকে* (২/১৬২, ১৬৩) সহিহ গারিব বলেছেন। শায়খ আহমাদ শাকির তাঁর *মুসনাদু আহমাদের* নোটে লিখেন, 'এ হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারা সহিহ। সায়িদ ইবনু আবদিল্লাহ—মিসরের এক বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং ইবনু হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী গণ্য করেছেন।'

তার এই বক্তব্যের সমর্থনে গিল্ডার বলেছেন, ইয়েল এবং হার্ভার্ডের সমাজবিদরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখেছেন, যে-সকল নারী বিয়ের জন্য ৩৪-৩৬ বছর বয়স অবধি অপেক্ষা করে, পরে তাদের বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র পাঁচ শতাংশ।[৪৫]

মুসলিম পিতা-মাতার উচিত, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বিয়ে দেওয়া এবং বিয়ের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা। ঠিক সময়ে বিয়েপ্রদান সমাজকে বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। অপ্রয়োজনে তাতে দেরি করা সমাজে জিনা-ব্যভিচারের জন্ম দেবে এবং যুবসমাজকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। বিয়ে প্রদানে অবহেলার কারণে মুসলিম পিতা-মাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দিচ্ছেন, যেখানে তাদের সামনে এ ব্যাপারগুলো নিজের হাতে তুলে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় খোলা থাকছে না। ফলে তারা সমাজের প্রচলিত ধারা মেনে নিজেদের সঙ্গীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়াচ্ছে, অনলাইনে ডেটিং করছে এবং এসবের মাধ্যমে তাদের মূল্যবান সময়, শক্তি, সম্পদ ও পবিত্রতা এবং কখনো কখনো জীবনও হারিয়ে ফেলছে, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব।

৪৫ Gilder, George (2001). *Men and Marriage.* Louisiana, Pelican Publishing Company.

অধ্যায় ৩

বিয়েপূর্ব প্রেম ও ডেটিং

ইসলাম মুসলিম যুবকদের বিয়ে করার আদেশ দিয়েছে এবং বিয়ে-বিলম্বের বিপক্ষে অবস্থান দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই চিন্তায় বিশ্বাসী নয় যে, শেষ পরিণতি ভালো হলেই আগের সবকিছু ভালো হয়ে যাবে। ইসলাম বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেম, ডেটিং, প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদি সমর্থন করে না; যদিও কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এসবের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের বিয়ের পথ কিছুটা 'সুগম' হয়ে যায়। একইভাবে ইসলাম তালাক দিতে অনুৎসাহিত করে। কারণ, এর মাধ্যমে সমাজে সিঙ্গেলদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং যেকোনো সিঙ্গেল—(অবিবাহিত বা ডিভোর্সড) পুরুষ বা নারী—শয়তানের ফাঁদে খুব সহজেই পড়তে পারে, যেভাবে দলছুট ভেড়া নেকড়ের শিকারে পরিণত হয়। প্রেম-ভালোবাসা, ডেটিং ইত্যাদি টিভি, ইন্টারনেট, মুভি, গান, মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আর এসবের ফলে সমাজে এই ব্যাপারগুলো স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়; কিন্তু এসব সংস্কৃতি ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং পাশ্চাত্য সমাজে তাদের দেশে ঘটে যাওয়া যৌন-বিপ্লবের কারণে আজ একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

পশ্চিমা সমাজে অশ্লীলতার ব্যাপকতা

পশ্চিমে অশ্লীলতাপূর্ণ জীবনযাপন পূর্ণ জোয়ার পায় ৬০-এর দশকে কিশোর বিপ্লব (Teenage Revolution)-এর মাধ্যমে। যদিও এর গোড়াপত্তন হয় গ্রিক ও রোমানসভ্যতার হাত ধরে। রোমানদের মধ্যে অবাধ যৌনাচার বিদ্যমান থাকায় এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্যাথোলিক চার্চ মধ্যযুগে অবাধ যৌনতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্ত যৌনচর্চার তীব্র বিরোধিতা করতে গিয়ে যৌনতার পেন্ডুলাম পুরোপুরি উলটে যায়। ক্যাথোলিক চার্চ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌনমিলনকেও 'অনিবার্য খারাপ' হিসেবে দেখতে শুরু করে। অর্থাৎ, তাদের দৃষ্টিতে এটা খারাপ কাজ হলেও কেবল

প্রজননের খাতিরে বাধ্য হয়েই করতে হতো। তারা এতটাই চরমপন্থি হয়ে উঠে যে, নারীদের পুড়িয়ে ফেলত এই অভিযোগে, তারা নাকি শয়তানের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এরপর আবার জ্ঞান-সভ্যতার (Enlightenment) যুগ আসে এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কারণে পেন্ডুলাম ফের মোড় নেয় আগের দিকে।

সেন্ট পল (সাউল নামেও পরিচিত। টারসাসে জন্ম ৪ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) তাকে খ্রিষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি নিজেই ভালোবাসায় ব্যর্থ ছিলেন। যুবক বয়সে যখন ইয়াহুদি ছিলেন, তখন পপিয়া নামের এক নারীর প্রেমে পড়েন, যিনি ছিলেন ইয়াহুদিদের সর্বোচ্চ স্তরের পাদরির মেয়ে। অবশ্য দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তিনি পলকে পছন্দ করতেন, তথাপি তার বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন এবং অভিনেত্রী হিসেবে রোমে চলে যান। সেখানে মঞ্চে তার ক্যারিয়ার গড়তে থাকেন এবং ধাপে ধাপে উপরে উঠতে উঠতে রোমান সম্রাট-অবধি পৌঁছে যান এবং সম্রাট তাকে বিয়ে করে নেন। পপিয়া রোমান-সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীতে পরিণত হন। পল পপিয়ার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করেন। হয়তো এ কারণেই তিনি ইয়াহুদি এবং রোমান—উভয়ের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন।[৪৬] হয়তো এ কারণেই পল আর কোনো দিন বিয়ে করেননি এবং অন্যদেরও তিনি বিয়ের প্রতি নিরুৎসাহিত করতেন। বাইবেলে তার বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে, 'অবিবাহিত আর বিধবাদের সম্পর্কে আমার বক্তব্য—তারা যদি আমার মতো অবিবাহিত থাকতে পারে, তবে তাদের পক্ষে তা মঙ্গল।'[৪৭]

সেন্ট অগাস্টিন—জন্ম-মৃত্যু : ৩৫৪-৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ—ছিলেন তার সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি তার বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ *দ্যা কনফেশন্স*-এ স্বীকার করেন যে, তার যৌবনে তিনি নিয়মিত পতিতাদের কাছে যেতেন এবং এর পাশাপাশি তিনি স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতেন, 'হে সৃষ্টিকর্তা, আমাকে পবিত্র রাখুন; কিন্তু এখনই নয়।' পরে যখন তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন তখন মনে করলেন যৌনমিলন পরিত্যাগ করা দরকার। তিনি একদা লিখেছিলেন, 'যৌনমিলনের চেয়ে অধিক এড়িয়ে চলার মতো আর কিছুই নেই।' এমনকি চার্চ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার 'অত্যধিক' ভালোবাসাকেও ভালো চোখে দেখত না। সেন্ট জেরোম স্পষ্ট বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রচুর ভালোবাসে, সে ব্যভিচারী।' তার এ কথায় পোপ জন পল টু-ও সমর্থন জানিয়েছেন সেই ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে।[৪৮]

---

৪৬ *জিসাস : প্রফেট অফ ইসলাম*, মুহাম্মাদ আতাউর রহিম এবং আহমাদ থমসন। লন্ডন, তাহা পাবলিশার্স।

৪৭ আই কোরিনথিয়ানস : ৭-৮।

৪৮ Rathus, Spencer A. (1983) *Human Sexuality*. New York, Holt, Rhinehart and Winston.

এ ধরনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজের জন্যই পশ্চিমে যৌনবিপ্লব ঘটে এবং বর্তমানে একে সারা বিশ্বে মিডিয়ার সহায়তায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ভালোবাসা-দিবসকে পশ্চিমে যৌনবিপ্লবের জন্মদিন আখ্যা দেওয়া যায়। আজ টেলিভিশন, নাটক, মুভি, গানের অনুষ্ঠান, ইন্টারনেটের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস এবং চকচকে ম্যাগাজিন তরুণদের ভেতর সুপ্ত যৌনতাকেই জাগিয়ে দিচ্ছে না শুধু; বরং বিয়েবহির্ভূত ভালোবাসার সৃজনশীল বিভিন্ন পদ্ধতিও সূচারুরূপে শিখিয়ে দিচ্ছে। তারা বিয়েপূর্ব ভালোবাসায় লিপ্ত হচ্ছে ইমেইল, ইন্টারনেট চ্যাটিং ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে; আর ভালোবাসা-দিবসে শেখা পদ্ধতিগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে। একইভাবে মুসলিম দেশগুলোতেও ভ্যালেন্টাইন্স-ডেতে গানের কনসার্ট আয়োজিত হয়। সে দিন সব জায়গা ফিতনায় ছেয়ে যায় এবং যে-সকল ছেলেমেয়ে এসব কনসার্টে অংশ নেয়, তাদের লাল পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হতে আহ্বান জানানো হয়। এই উপায়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কামনার আগুনকে উসকে দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হচ্ছে, খ্রিষ্টান-শিল্পকর্মে লাল রঙের সঙ্গে শয়তানের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এটা কাকতালীয় ব্যাপার নয় যখন কুরআন আমাদের বলছে যে, শয়তান মানুষকে অশ্লীলতার দিকে প্ররোচনা যোগায়,

﴿اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা : ২৬৮]

ভ্যালেন্টাইন্স-ডের মতো উৎসবগুলোর কারণে সমাজে যে ব্যাপকহারে ফিতনা বেড়ে গেছে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যেমন, সাংবাদিক অ্যামেলিয়া ওয়াসারম্যান বলেছেন, 'বিবাহিত নারী ও পুরুষেরা ভালোবাসা-দিবস পালনের প্রচলনের পর থেকে অধিকহারে পরকীয়ায় লিপ্ত হতে শুরু করেছে। ফলে সমাজে ব্যভিচারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং নিজেরা নিজেদের বিবাহিত সঙ্গী-সঙ্গিনীকে ফেলে চলে যাচ্ছে।' ওয়াসারম্যান লেখেন, '২০১০ খ্রিষ্টাব্দে কানাডিয়ান অ্যাডালটারি ওয়েবসাইট অ্যাশলে ম্যাডিসনে ভালোবাসা-দিবসের পরদিনই প্রচুর নারী ও পুরুষ নিবন্ধন করেছে।'[৪৯]

৪৯ Waserman, Amelia (February 14, 2011) "Stats Show Valentine's Day is Bad for Your Relationship" Technorati (http:/technorati.com/women/article/stats-

ইসলাম এমন এক সমাজব্যবস্থা, যা মানবীয় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছেন,

> আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষ্য হও এবং রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। [সুরা বাকারা : ১৪৩]।

স্ত্রীর জন্য পুরুষের ভালোবাসা রাসুল ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি সেন্ট জেরোমের ঠিক বিপরীত এবং রাসুলের দৃষ্টিভঙ্গিই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যশীল। তিনি বলেন,

> তোমরা সে-সকল নারীকে বিয়ে করো যাদের স্বামীভক্তি অধিক এবং যারা অত্যন্ত উর্বর।[৫০]

যাকে বিয়ে করা হচ্ছে, তার মধ্যে এ দুটি গুণ আছে কি না, এটা তার পরিবারের অন্য মহিলাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। ইসলাম অন্যান্য ঐশী ধর্মের মতোই কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি অবৈধ যৌনকর্মের ওপর। তবে অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম যৌনমিলনকে খারাপ চোখে দেখে না, দেখে না কেবলই প্রজননের এক মাধ্যমরূপে। আনন্দ ও প্রজনন—একে অপরের বিপরীতমুখী নয়। দুটি জিনিস একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ইসলাম বিয়ের বিরুদ্ধে নয়; বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা সরাসরি বিয়ের ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব করার আদেশ দিয়েছে।

তবে ইসলাম সব ধরনের অপ্রাকৃতিক এবং প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে। যেসব বিষয় মানুষকে জিনার কাছে নিয়ে যেতে পারে, সেগুলোর ওপরও ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বর্তমানে কিছু মুসলিমসমাজে বিয়েতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে (যার ফল হিসেবে সমাজে অশ্লীলতার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এবং নৈতিকতা ধ্বংস হচ্ছে), যার সঙ্গে ইসলামি শিক্ষার কোনো মিল নেই। রাসুল ﷺ যুবকদের পরামর্শ দিয়েছেন,

> হে যুবকরা, যার বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, এটা তাকে অন্য নারীদের থেকে দৃষ্টি হিফাজত করতে সাহায্য ও তার সম্মান রক্ষা করবে।[৫১]

---

show-valentines-day-is-bad)

৫০ *সুনানু আবি দাউদ, সুনানুন নাসায়ি, মুসনাদু আহমাদ*। ইবনু হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারিতে* বলেছেন, এই হাদিসটি কয়েকজন বর্ণনাকারীর ধারা হতে বর্ণিত এবং এটি সহিহ।

৫১ *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম* : বিয়ে অধ্যায়।

কুরআন স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ জীবনসঙ্গী ও জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা একে অপরকে ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা ও প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ করে দিতে পারে এবং একে আল্লাহর একটি নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

> আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। [সুরা রুম : ২১]

কুরআনের সুরাসমূহের নামকরণের পেছনে বিশাল মাহাত্ম্য নিহিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারটি সুরা রুমে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, রোমানরাই অশ্লীলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং এখন এই শতবর্ষ পরে আবার তারাই সেই সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করেছে, যারা নিজেদের রোমানদের উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করে। এই সংস্কৃতি স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালোবাসার বিরোধিতা করলেও ঠিকই সমকামিতা এবং বিয়েপূর্ব যৌনসম্পর্ক করতে উৎসাহিত করে। এই সংস্কৃতি স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনকে বাঁকা চোখে দেখলেও তারাই আবার ভালোবাসা-দিবসে ফ্রি মিক্সিং এবং অবাধ যৌনাচারের প্রচার করে। এই সংস্কৃতি জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে। কারণ, সন্তানের জন্ম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা আরও মজবুত করে। এই সংস্কৃতিতে একজন মায়ের চেয়ে পতিতাকে অধিক মর্যাদার চোখে দেখা হয়। কারণ, পতিতারা ঘর ছেড়ে বাইরে যায় টাকা উপার্জনের জন্য; কিন্তু একজন সম্মানিতা মা তো ঘরের বাইরে যান না; ঘরেই বিভিন্ন কাজ করেন এবং তার সন্তানদের শিক্ষা দেন।

প্রথম দেখায় লালসা, ভালোবাসা নয়

এটা সত্য যে, অন্য কারও ভালোবাসায় পতিত হওয়া মানবপ্রকৃতির জন্য লোভনীয় একটা ব্যাপার। আগের যুগের কবিতা বা বর্তমান যুগের আধুনিক গানবাজনা, সব জায়গাতেই প্রেম-ভালোবাসাকে মোহনীয়রূপে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের 'প্রথম দেখায় প্রেম' এই আইডিয়ার দ্বারা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা হয়, বিশেষ করে মিডিয়ার এই যুগে তো এর প্রচলন আরও বেড়ে গেছে। আধুনিক যুগে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসাকে যত উপায়ে সম্ভব, প্রচার করা হচ্ছে। তবে মানুষ ভালোবাসার সঙ্গে যৌনমিলনকে গুলিয়ে ফেলেছে; অথচ বিষয় দুটি কখনোই এক নয়। 'প্রেম করে বিয়ে'

এবং 'প্রথম দেখায় প্রেম' এ দুটি চিন্তাচেতনাই টিভি-নাটক, সিনেমা, গান, সামাজিক ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। তবে আসল ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে প্রথম দেখাতেই গড়ে উঠে না। প্রথম দর্শন তো কেবলই চোখের দেখা। মূলত শুরুতে শারীরিক আকর্ষণই একজনকে আরেকজনের দিকে টানে; ভালোবাসা নয়। এ জন্য একে বলা উচিত 'প্রথম দেখায় লালসা', 'প্রথম দেখায় ভালোবাসা' নয়।

অভিজ্ঞতা বলে যে, ভালোবাসা এবং একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় একে অপরের যত্ন নেওয়া ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে। কেবল কয়েকবার দেখা করার মাধ্যমে এটা গড়ে উঠে না। অন্যদিকে লালসা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর ইতি ঘটতে পারে। ভালোবাসা দীর্ঘদিন টিকে থাকলেও লালসা হয় ক্ষণস্থায়ী। ভালোবাসায় ধৈর্যের উপস্থিতি থাকলেও লালসা ক্ষণিকের, অধৈর্যের। তাই ভালোবাসা এবং লালসা কখনোই গুলিয়ে ফেলা যাবে না। লালসা যেন অন্তরে সৃষ্টি না হয়, সে জন্য মুসলিম নারী-পুরুষদের দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা 'প্রথম দেখায় ভালোবাসা'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। তাই কোনো মুসলিমের দৃষ্টি পড়লেও যদি সেটাকে ফিরিয়ে না নেয়, তাহলে সেই দৃশ্যের ছবি তার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে যাবে। ফলে তার হৃদয়ে দূষণের জন্ম নিতে পারে। *তাবারানি*তে বর্ণিত; রাসুল ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেছেন,

> দৃষ্টি শয়তানের একটা বিষাক্ত তির। যে আল্লাহর জন্য তার দৃষ্টি নত করে, আল্লাহ তাকে এমন স্বাদ আস্বাদন করাবেন, যা সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের দিন পর্যন্ত হৃদয়ে অনুভব করবে।[৫২]

একইভাবে অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

> হে আলি, প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, তোমার জন্য (অজান্তে পড়ে যাওয়া) প্রথম দৃষ্টি বৈধ হলেও পুনরায় দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়।[৫৩]

সুনানুত তিরমিজির এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান মুবারকপুরি রাহ. বলেন, 'প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিয়ো না'—এর অর্থ হলো, তোমার উচিত হবে না প্রথম দৃষ্টিপাতের পর আবারও দৃষ্টিপাত করা। 'তোমার

---

৫২ *আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি* : ১০২১৫। এটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যা বর্ণিত হয়েছে ইমাম হাইতামির *মাজমাউজ জাওয়ায়িদে* (৮/৬৬) এবং ইমাম জাহাবির *মিজানুল ইতিদালেও* (১/১৯৬) এর উল্লেখ রয়েছে।

৫৩ *তিরমিজি* : ২৭০১। তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন এবং শায়খ আলবানি তাঁর *সাহিহুল জামি* : পৃ. ৭৯৫৩-ও এটিকে হাসান বলেছেন।

জন্য প্রথম দৃষ্টি বৈধ' এর অর্থ হলো, যদি তোমার প্রথম দৃষ্টিপাত অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে তোমাকে মাফ করে দেওয়া হবে; কিন্তু 'পুনরায় দৃষ্টি বৈধ নয়' এর অর্থ—দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত ইচ্ছাকৃতভাবে হয়েছে, ফলে এটা তোমার বিরুদ্ধেই যাবে।[৫৪]

এ ছাড়া জারির ইবনু আবদিল্লাহ রা. একটি হাদিসে বলেন,

> আমি রাসুল ﷺ-কে নারীদের দিকে অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।[৫৫]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় শায়খ মুবারকপুরি বলেন, হাদিসে 'অনিচ্ছাকৃত' দৃষ্টিপাত বলতে বুঝানো হয়েছে, ভুলবশত গাইরে মাহরামের ওপর কারও দৃষ্টি পড়া। 'তিনি আমাকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন'[৫৬]—এর অর্থ হচ্ছে, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন দ্বিতীয়বার না তাকায়। কারণ, প্রথম দৃষ্টিপাত ইচ্ছাকৃত ছিল না এবং এ জন্য তাকে ক্ষমা করা হবে; কিন্তু ফের দৃষ্টিপাত করা হলে সেটা পাপ হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নাজিলকৃত এই আয়াতটি মাথায় রাখতে হবে,

> মুমিন পুরুষদের বলুন, যেন তারা তাদের দৃষ্টি নত রাখে (হারাম দৃষ্টিপাত হতে)...। [সুরা নুর : ৩০]

অর্থাৎ, ইসলাম পুরুষদের গাইরে মাহরাম নারীর দিকে একনজরে তাকিয়ে থাকার অনুমতি দেয় না। ইসলাম প্রথম দৃষ্টিতে ভালোবাসা বা প্রথম দৃষ্টিতে কামনা—দুটিরই সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। নারীর দেহের যেকোনো অংশের দিকে তাকানো হারাম—সে নারীকে সুন্দর মনে হোক বা না, সে যৌনকামনা জাগ্রত করুক বা না, তার কারণে কুচিন্তা আসুক বা না, খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করুক বা না করুক।

ডেটিং এবং বিয়েপূর্ব প্রেম

ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্যে প্রেম-ডেটিংয়ের কোনো স্থান নেই। ইসলাম বিয়ের আগে যাবতীয় সম্পর্ক হারাম করেছে, এতে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত। [সুরা নিসা : ২৫] গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখতে নারীদের ওপর শক্তভাবেই নির্দেশনা এসেছে। কেবল কিছু ব্যতিক্রম (বিয়ের প্রস্তাব, চিকিৎসা

৫৪ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান মুবারকপুরি (২০০৯) *তুহফাতুল আহওয়াজি বিশারহি জামি আত-তিরমিজি*। ইয়াহইয়া আল তুরাস আল আরাবি, বৈরুত।

৫৫ তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন (২৭০০)।

৫৬ *তুহফাতুল আহওয়াজি*।

অথবা বিচারালয়ে সাক্ষ্যপ্রদান ইত্যাদি) ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সামনে মুখ খোলা রাখতে পারবে। রাসুল ﷺ বলেন,

> যখন তোমাদের (মুমিন) কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়, তখন তার দিকে তাকানোতে তার কোনো দোষ নেই; যতক্ষণ তার দৃষ্টিপাত হবে কেবল বিয়ের উদ্দেশ্যে। এমনকি সে নারী যদি এ ব্যাপারে অনবগত থাকে, তারপরও।[৫৭]

ইসলাম বিয়ের আগের ভালোবাসা-সংক্রান্ত সকল সম্পর্কের ব্যাপারে অনুৎসাহিত করেছে। ইসলামিক আইন অনুযায়ী বিয়ের আগ পর্যন্ত এবং কনে পিতা-মাতার বাড়ি ত্যাগ করে স্বামীর বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত নারী-পুরুষ একে অপরের গাইরে মাহরাম। এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান তাদের একে অপরের জন্য হালাল করে দেয় না। ইসলাম পিতা-মাতার ওপর তাদের মেয়েকে তার বাগ্‌দত্তার সঙ্গে বাইরে যাওয়ার অনুমতিপ্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সে কোনো অবস্থাতেই তার বাগ্‌দত্তার সঙ্গে একাকী হতে পারবে না। এমন অনেক ঘটনাই শোনা যায়, যেখানে মেয়ে এনগেজমেন্টের ঠিক পরেই গর্ভবতী হয়ে যায় এবং পরে সেই ছেলে বা মেয়েটি পরিবারকে জানিয়ে দেয় যে, সে মন পরিবর্তন করেছে; তাকে বিয়ে করবে না। এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান কেবল এটাই চূড়ান্ত করে যে, দুই পরিবার প্রকৃতপক্ষে বিয়ের নিয়ত করেছে; কিন্তু এর মানে এই নয় যে, বিয়ে হয়ে গেছে। রাসুল ﷺ পরস্পর অসম্পর্কিত পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলেন,

> যখন এক পুরুষ আরেক নারীর সঙ্গে একাকী হয়, তখন তাদের মধ্যে তৃতীয়জন হয় শয়তান।[৫৮]

এই হাদিসের নির্দেশনা একদমই স্পষ্ট যে, যখনই গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষ একাকী হবে, সে মুহূর্তে তারা মূলত শয়তানকেই তাদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে নির্জনে দেখা করা এবং একে অপরকে লাভ-কার্ড দেওয়া; অথবা ভ্যালেন্টাইন্স-ডেতে (অথবা অন্য কোনো দিবস বা অনুষ্ঠানে) ই-কার্ড দেওয়া। এর মানে এই নয় যে, অভিভাবকের উপস্থিতিতেও এসব হারাম জিনিস আদান-প্রদান করা যাবে। এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হচ্ছে, অনলাইন চ্যাট রুম, অনলাইন-ডেটিং সাইট, মেসেজ ও ইমেইলে ছবি আদান-প্রদান অথবা

৫৭ শায়খ আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *সিলসিলাতুস সাহিহায়* (৯৭ নং) বিশুদ্ধ বলেছেন। তিনি সেখানে বলেন, 'এর বর্ণনাকারীদের ধারা বিশুদ্ধ। ইমাম মুসলিমের মান অনুযায়ী সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।'

৫৮ *সুনানু তিরমিজি* : ১১৭১। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে তাঁর *সুনানুত তিরমিজিতে* বিশুদ্ধ বলেছেন।

অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এ ছাড়া ওয়েবক্যামের মাধ্যমে কথা বলাও খালওয়ার (নারী ও পুরুষ নির্জনে একাকী হওয়া) অন্তর্ভুক্ত এবং এ কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে ফিতনার জন্ম হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে যখন পরস্পর সম্পর্কবিচ্ছিন্ন (গাইরে মাহরাম) নারী-পুরুষ একাকী হয়, তখন তাদের খুব সহজেই ফিতনায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এর ফল হিসেবে মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে, যার ফলে হারাম কাজও ঘটে যেতে পারে।

তাই আমাদের এমন কোনো নারীর সঙ্গে কখনোই একাকী হওয়া যাবে না, যে আমাদের মাহরাম নয় (যদিও সে আমাদের ভবিষ্যৎ স্ত্রী হোক না কেন)। যখন গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষ একে অপরের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি) কথা বলে; অথবা যখন মুসলিম নারীর ছবি তাদের পোস্টের কারণে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, শয়তান তখন সেগুলোর ফায়দা নিয়ে সমাজে ফিতনা ছড়িয়ে দেয়। এর ফলস্বরূপ বিয়েপূর্বক ভালোবাসার মতো ব্যাপারগুলো ঘটে এবং মুসলিমসমাজে ডিভোর্সের হার বেড়ে যায়। মূলত এ কারণেই ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া কমিটির প্রাক্তন সভাপতি, বিখ্যাত আলিম শায়খ আবদুল হামিদ আল আতরাশ একটি ফাতওয়া জারি করেন। যেখানে বলা হয়, 'মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমগুলোর ব্যবহার বৈবাহিক সম্পর্কে ফাটল ধরাচ্ছে।'

শায়খ আতরাশ কর্তৃক এই ফাতওয়া দেওয়ার এক সপ্তাহ আগেই একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, যেখানে দেখা যায় মিসরে প্রতি পাঁচটা ডিভোর্সের মধ্যে একটা ঘটার কারণ হচ্ছে স্বামী বা স্ত্রীর ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার শুরু করা। শায়খ আতরাশ সাইবার প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে থাকতে মুসলিমদের পরামর্শ দেন। যদিও তিনি এই ফাতওয়াটি মিসরের জন্য দিয়েছেন; কিন্তু এটি প্রতিটি মুসলিম দেশের নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, বর্তমানে দেশে বিয়ে-বিচ্ছেদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো।

ফাতওয়ায় তিনি বলেন, 'এটা এমন এক অস্ত্র, যা পরিবার ধ্বংস করে। কারণ, এর মাধ্যমে স্বামী বা স্ত্রীকে ইসলামি আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য কারও সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে উৎসাহিত করা হয়... যখন একজন বা অপরজন কাজে থাকে (অফিসে), তখন অন্যজনের সঙ্গে চ্যাটিংয়ে ব্যস্ত থাকে, তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এবং শরিয়তের বিধান অমান্য করে। এভাবে মুসলিম পরিবার

বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'[৫৯]

ইউরোপ-আমেরিকার আইনবিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস এবং বেবোর মতো সামাজিক মাধ্যমগুলো ডিভোর্সের কেসের ফায়সালায় ব্যবহার করা হবে। পশ্চিমা আইনবিশেষজ্ঞদের মতে, যারা অনলাইনে চটুল কথাবার্তায় ভরপুর ইমেইল এবং আলাপচারিতায় তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনী ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে মগ্ন থাকে, তারা অনেকে এমন এক ভ্রান্তিতে নিপতিত থাকে যে, তারা মনে করে তারা খারাপ কিছু করছে না। কারণ, তারা তো এ কাজটা অনলাইনে করছে।[৬০]

ফার্লির ফ্যামিলি ল অ্যান্ড পার্টনারের চেয়ারপার্সন অ্যান্টোনিয়া লাভ এ ব্যাপারে বলেন, 'এসব কর্মকাণ্ড মূলত আইনজীবীদের কাজ অনেক সহজ করে দেবে। কারণ, মানুষ কাগজে লেখার চেয়ে ইমেইলে কোনো কিছু লেখার ক্ষেত্রে কম সাবধানতা অবলম্বন করে।' আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ম্যাট্রিমোনিয়াল লয়ার কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাইট, ই-মেইল, টেক্সটিং এবং চ্যাটিংয়ের কারণে ডিভোর্স কেসের ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ডাটাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাড়া ভাতে ছাই দিতে কমপিউটার এবং ইন্টারনেট কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যেই এমন সফটওয়্যার নির্মাণ করা শুরু করেছে, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী কোনো কমপিউটারে সেই সফটওয়্যার ইনস্টল করে সহজেই দেখতে পারবে তার স্বামী-স্ত্রী কাকে কী ইমেইল পাঠাচ্ছে অথবা কী ইমেইল গ্রহণ করছে। এ ধরনের সাইবার নজরদারির কারণে সমাজে ডিভোর্সের পরিমাণ যে আরও বাড়তে যাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

রাসুল ﷺ একটি হাদিসে হায়াকে (লজ্জাশীলতা) ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করেন,

> প্রতিটি ধর্মেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলতা।[৬১]

---

৫৯ *উর্দু লিংক* উইকলি, ক্যালিফোর্নিয়া (যুক্তরাষ্ট্র), (শুক্রবার ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১০) 'ফাতওয়া অফ আল-আজহার ইউনিভার্সিটি স্কলার অ্যাবাউট ফেসবুক' উল্লিখিত হয়েছে : গওহার মুশতাক (২০১৫) *মুসলিম ইউথ ইন দ্য এজ অফ দাজ্জাল*। রিয়াদ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক পাবলিশিং।

৬০ Bell, Jane (March 10, 2008) "Facebook and Flirting: the dangers of divorce" Georgia Family Law Blog. http://www.gafamilylawblog.com/2008/03/facebook-and-fl.html

৬১ *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল জামি, ইমাম মালিক : ১/৬১৩।

আরবি ভাষায় 'হায়া' শব্দটির মূলের সঙ্গে 'হায়াত'-এর মূলের কোনো পার্থক্য নেই, যার অর্থ জীবন বা অস্তিত্ব। এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর জীবন নির্ভর করছে লজ্জাশীলতার ওপর। যখন লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তখনই তাদের পতন ঘটবে। অন্য এক হাদিসে রাসুল ﷺ মুমিনদের সাবধান করে বলেন,

তোমার যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো।[৬২]

ইসলাম যে নারী-পুরুষকে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত হতে দেয় না, তার পেছনে গভীর মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে। প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্কে নারী-পুরুষ একে অপরের সামনে কেবল জীবনের সুন্দর দিকগুলোই উপস্থাপন করে। বিয়ের পরে দুজনের কেউই বিয়ের আগের কল্পনার সঙ্গে বিয়ের পরের বাস্তবতা মেলাতে পারে না। কারণ, বিয়ের আগের কল্পনা ছিল কৃত্রিম। এই সময়ে তারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করতে থাকে, যা কখনো কখনো ডিভোর্সের দিকে নিয়ে যায়। জার্মেইন গ্রিয়ার তার বহুল বিক্রিত গ্রন্থ *দ্য হোল উইম্যানে* বলেন, 'দীর্ঘ সংসর্গের পর যে বিয়েগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেগুলোই মেয়াদ বিবেচনায় খুব সংক্ষিপ্ত হয়।'[৬৩]

মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে বলেছেন, ডেটিং, প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক বৈবাহিক সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *জার্নাল অফ বাইসোশ্যাল সাইন্সের* একটি গবেষণাপত্রে সমাজবিজ্ঞানী নেভিল ব্রুস এবং ক্যাথারিন স্যানডার্স দেখান যে, হাইস্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ১১ সপ্তাহ টেকে।[৬৪] বৈবাহিক জীবনের কঠোর সময়ে স্বামী-স্ত্রীর দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এ ধরনের প্রেমঘটিত বিয়েপূর্ব সম্পর্ক। অন্য একটি গবেষণাও এই যুক্তিকে সমর্থন জুগিয়েছে, যেখানে মনোবিদ উইন্ডোল ফারম্যান এবং এলিজাবেথ ওয়েনার প্রাক-বৈবাহিক ভালোবাসা নিয়ে কয়েক বছর ধরে গবেষণা করেন। মিডল এবং হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে তারা দেখতে পান যে, বয়ঃসন্ধিকালে পা-দেওয়া ছেলেমেয়েরা একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে তেমন সচেতন থাকে না... বরং তাদের মূল ফোকাস থাকে তারা কে কতটা আকর্ষণীয় এবং বন্ধুরা তাদের

---

৬২ সহিহ বুখারি : ৫৭৬৯

৬৩ Greer, Germaine (2000). *The Whole Woman*. New York, Anchor Books.

৬৪ Bruce, Neville & Sanders, Katherine (2001). "Incidence and Duration of Romantic Attraction in Students Progressing from Secondary to Tertiary Education." *Journal of Biosocial Science* 33: 173-184.

কেমন চোখে দেখে এসবের ওপর...।[৬৫] এমনিভাবে ড. লিওনার্ড স্যাক্স বলেন, 'প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক এবং ডেটিং যুবকদের মধ্যে বাজে স্বভাবের জন্ম দেয়।'[৬৬]

এসব বাজে স্বভাব হয়তো তাদের বাকি জীবনেও বয়ে বেড়ানো লাগতে পারে। যেমন : তারা হয়তো শিখে যায় যে, তাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে খুব সামান্য কারণে ছেড়ে দেওয়া কঠিন কিছু নয়। যুবকরা হয়তো মেয়েদের কেবল যৌনবস্তু হিসেবে বিবেচনা করতে শিখবে, যার ফলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মাবে না। যত দিনে তারা একে অপরকে বিয়ে করে, তত দিনে তারা বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যেসব বাজে স্বভাব অর্জন করেছে, সেগুলোই তাদের বিয়ের ক্ষতি করে বসে। যদি তারা শুরুতেই এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকত, তাহলে তারা হয়তো আরও ভালো অবস্থানে থাকত।

সম্প্রতি ইউ.এস. ন্যাশনাল সার্ভে অফ ফ্যামিলি গ্রোথ বিবাহিত যুগলদের পঞ্চম, দশম, পনেরোশো এবং বিংশ বিয়েবার্ষিকী অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে। 'সেন্টার ফর ডিজিজ কনট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন' কর্তৃক পরিচালিত এই জাতীয় জরিপে দেখা যায়, যে-সকল বিবাহিত যুগল বিয়ের আগে 'লিভ-টুগেদার' করেনি তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অধিকতর স্থায়ী হয়েছে।[৬৭] অন্য কথায়, যে-সকল পুরুষ ও নারী বিয়ের আগে একে অপরকে বোঝার জন্য একসঙ্গে থাকার পরে বিয়ে করে, তাদের বিয়েই সর্বাধিক ক্ষণস্থায়ী হয়।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, 'বোঝাপড়া' এবং 'বিয়ের আগে একে অপরকে জানা' বিয়ে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কোনো ফলপ্রসূ ভূমিকা তো রাখেই না; এতে বিয়ে আরও দ্রুত ভেঙে যায়। সুতরাং বলা চলে, বিয়ের আগে একে অপরকে জানা ডিভোর্সের সম্ভাবনাই বাড়িয়ে দিচ্ছে শুধু।

---

৬৫ Furman, Wyndol & Wehner, Elizabeth, "Adolescent Romantic Relationships: A Developmental Perspective" in Shulman, Samuel & Collins, Andrew, eds., (1997). *Romantic Relationships in Adolescence: Developmental Perspectives.* San Francisco, Wiley. Quoted in: Sax, Leonard, MD, PhD, *Why Gender Matters.*

৬৬ Sax, Leonard M.D., Ph.D. (2005). *Why Gender Matters: what parents and teachers need to know about the emerging science of sex differences.* New York, Broadway.

৬৭ Centers for Disease Control and Prevention, National Survey of Family Growth, 2006-2010. Quoted in: Kim, Christine and Sheffield, Rachel (March 28, 2012) "Family Fact of the Week: Headlines Mask Cohabitation's Continued Risks" *The Foundary* (https://tinyurl.com/y6rxupxo)

অনলাইন ডেটিং এবং মাকড়সা ও মাছির গল্প

অনলাইন ডেটিং বর্তমানে নারী-পুরুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অনেক মানুষই এখন অনলাইন-ডেটিং সাইটগুলোর মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সঙ্গী-সঙ্গিনীর খোঁজ করছেন। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটি, চীনে ১৪ কোটি এবং ভারতে দেড় কোটি মানুষ অনলাইন-ডেটিং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে। এ ধরনের সেবার একটি হচ্ছে eHarmony, যার সদস্যসংখ্যা ২ কোটি। সেখানে MATCH.COM-এর সদস্যসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, এসব ওয়েবসাইটে পুরুষেরা তাদের বয়স, উচ্চতা ও উপার্জনের ব্যাপারে এবং নারীরা তাদের উচ্চতা, দৈহিক গঠন ও বয়সের ব্যাপারে বেশি মিথ্যা বলে।[৬৮]

২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের তথ্যমতে, অনলাইন ডেটিং ইন্ডাস্ট্রির আয় প্রতিবছর ১.০৪৯ বিলিয়ন ডলার, যার মানে, এটা পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির চেয়েও বড়।[৬৯]

মোবাইল ফোন ডেটিং-মার্কেট খুব দ্রুতই জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এই ইন্ডাস্ট্রির আয় ৫৫০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। ধারণা করা হয়, ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এর মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াবে। তবে এক ডেটিং রিভিউ ওয়েবসাইট বলেছে, মোবাইল ফোন ডেটিং মূলত তাৎক্ষণিক পরিতুষ্টি লাভের জন্য। এটা সে-সকল তরুণ যুবকের জন্য সম্পর্কে জড়ানোর একটা মাধ্যম, যারা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে নিমজ্জিত হতে চাচ্ছে না; বরং সাময়িক ফুর্তি বা সঙ্গলাভে আগ্রহী।[৭০] eHarmony.com-এর প্রযুক্তি-বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোসেফ অ্যাসাস বলেন, 'ভ্যালেন্টাইন্স-ডের ঠিক আগমুহূর্তে তাদের ওয়েবসাইটে গ্রাহকের সংখ্যা হুট করে বেড়ে যায়।' তিনি আরও বলেন, ভ্যালেন্টাইন্স-ডেতে আমাদের সেবা দ্বিগুণ থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পায়।'[৭১]

সারা বিশ্বে অনলাইন-ডেটিংয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে এর ব্যবহারকারীর

---

৬৮ McCarthy, Ellen (April 10, 2009) "On Dating: Online Dating and Deception". The Washington Post (https://tinyurl.com/cdphqs)

৬৯ US B2C Online Paid Content: Five-Year Forecast (2008) Forrester Research Inc. survey of online adults. Quoted in: Mitchell, Robert L. (Feb. 13, 2009) "Online Dating: It's bigger than porn". (https://tinyurl.com/anctt5)

৭০ November 09, 2009. "The Mobile Dating Market". (https://tinyurl.com/yztz2tq)

৭১ Mitchell, Robert L. (Feb. 19, 2009) "Online Dating: Analyzing the Algorithms of Attraction". PC World – Web & Communication Software (http://www.pcworld.com/article/159884/)

সামনে বিভিন্ন সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। ইন্টারনেটে নিজের পরিচয় গোপন রাখা যায় বলে এখানে মানুষ তার মূল চরিত্র ও পরিচয় গোপন করে সহজেই অন্যকে ধোঁকায় ফেলতে পারে। অনলাইনে যারা শিকার খোঁজে বা কাউকে যৌন নির্যাতন করতে চায়, তাদের জন্য অনলাইন-ডেটিং সাইট সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। এ সকল শিকারি পুরুষেরা জানে, কত উপায়ে নারীদের আকৃষ্ট করা যায়। তারা নারীদের 'আমি সেই পুরুষ, যাকে তুমি খুঁজছিলে' টাইপের কথার ফাঁদে ফেলে শিকার করে। অনলাইন চ্যাটিংয়ের সময় তারা নারীদের কাছ থেকেই জেনে যায় তাদের চাহিদা কী—সেটা আবেগীয় বা বস্তুবাদী চাহিদা—যেটাই হোক না কেন। অনেক সময় এ সকল শিকারি এমন নারীকে ফাঁদে ফেলে, যারা মানসিক বা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত। কারণ, তারা ভালো করেই জানে, এ ধরনের নারীদের শিকার করা সহজ। এ সকল পুরুষ নারীদের সঙ্গে অনলাইনে কথা বলা, টেক্সটিং অথবা ফোনে কথা বলার সময় মিষ্টি কথা দিয়ে সহজেই প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। এই দৃশ্যের সঙ্গে ড. মুহাম্মাদ ইকবালের একটি কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাঁর কবিতা *একটি মাকড়সা এবং একটি মাছি*-তে তিনি এই চরণগুলো উল্লেখ করেন,

একদিন এক মাকড়সা মাছিকে বলল,
'যদিও তুমি এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক যাও
আমার ঘর কখনো সম্মানিত হয়নি তোমার দ্বারা
কারণ, তুমি কখনোই এর ভেতর প্রবেশ করোনি
যদিও গৃহদর্শন থেকে অপরিচিতদের বঞ্চিত করা তেমন বিষয় নয়;
কিন্তু কাছের মানুষ এবং নিকটাত্মীয়দের এড়ানো ভালো দেখায় না
আমার ঘর সম্মানিত হবে তোমার দর্শনে
তোমার সামনে রয়েছে মই, যদি তুমি চাও ঢুকতে।'

এটা শুনে মাছি মাকড়সাকে বলল,
'মহোদয়, আপনি আমাকে সহজ-সরল পেয়ে বোকা বানাতে চাচ্ছেন
এই মাছি কখনোই আপনার জালে ধরা দেবে না
যে একবার আপনার জালে উঠেছে, সে আর কখনোই নামেনি নিচে।'
মাকড়সা বলল, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমাকে প্রতারক ভাবছ
আমি তোমার মতো বোকা কখনো আর কাউকে দেখিনি
আমি তো কেবলই তোমাকে আনন্দিত করতে চেয়েছি

আমার ব্যক্তিগত কোনো সুবিধাই এখানে নেই
তুমি অনেক দূরের পথ উড়ে এসেছ
আমার বাসায় সামান্য বিশ্রাম তোমারই উপকার করবে
আমার বাসায় দেখার মতো অনেক কিছু আছে
যদিও বাইরে থেকে তোমার কাছে খুবই সাধারণ লাগছে
টসটসে আঙুল ঝুলছে দরজায়
আর আমি দেয়াল সাজিয়েছি আয়না দ্বারা
অতিথিদের আয়েশের জন্য রেখেছি কোমল বিছানা
যদিও সবার কপালে জোটে না এমন সৌভাগ্য।'

মাছি বলল, 'এসব হয়তো খুবই লোভনীয়
কিন্তু আশা করবেন না যে, আমি আপনার বাসায় ঢুকব
সৃষ্টিকর্তা আমাকে ওসব নরম বিছানা থেকে রক্ষা করুন
যেখানে একবার ঘুমালে আবার জেগে উঠা অসম্ভব।'

এই কথা শুনে মাকড়সা নিজেকে বলল,
'কীভাবে একে ফাঁদে ফেলি? এই ছোঁড়া তো বেশ চালাক
ভুলিয়ে-ভালিয়ে দুনিয়ার কত চাহিদাই তো পূরণ করা যায়
এই দুনিয়ার সবকিছুই তো চাটুকথার দাস।'

এটা চিন্তা করে মাকড়সা মাছির দিকে উড়ে গেল!
'মহাশয়া, সৃষ্টিকর্তা আপনাকে অনেক সম্মানিত করেছেন
সবাই আপনার সুন্দর চেহারাকে ভালোবাসে
এমনকি যদিও তারা আপনাকে প্রথমবারের মতো দেখে
আপনার চক্ষু যেন জ্বলজ্বলে হীরার পুঞ্জ
স্রষ্টা আপনার সুদর্শন মাথায় এঁকে দিয়েছেন সম্মানের চিহ্ন
এই সৌন্দর্য, এই পোশাক, এই চারুতা, এই পরিচ্ছন্নতা!
এর সবকিছুই বৃদ্ধি পায় যখন আপনি উড়তে উড়তে গাইতে থাকেন।'

মাছি এই প্রশংসায় গলে গেল
এবং বলে উঠল, 'আমি তোমাকে আর ভয় পাই না
আমি অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের স্বভাবকে পছন্দ করি না
কাউকে হতাশ করা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়।'

এটা বলে মাছি তার জায়গা থেকে উড়ে গেল

যখন এটি মাকড়সার কাছে গেল, সে তাকে খপ করে ধরে ফেলল
অনেক দিন ধরেই মাকড়সাটি ক্ষুধার্ত ছিল
মাছিটি তার জন্য সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করে দিলো।[৭২]

এই মাকড়সা ও মাছির গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারছি, চাটুকারিতা অনেক বড় এক অস্ত্র। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় অনেক শিকারি পুরুষ আছে, যারা এই কবিতার মাকড়সার মতো। এমনকি এ সকল লোককে 'স্পাইডারম্যান' বললেও ভুল হবে না। এ সকল স্পাইডারম্যান তাদের চাটুকারিতার ফাঁদে ফেলে সে সকল নারীকে, যারা এই কবিতার মাছির মতোই নিরীহ এবং একবার যখন এসব নারী ওয়েবজগতের স্পাইডারম্যানের খপ্পরে পড়ে সম্মান, সতীত্ব, সম্পদ এবং অনেক সময় তাদের জীবনসহ সবকিছু হারিয়ে ফেলে। ড. অ্যানি ময়ার পুরুষের এই মানসিকতার ব্যাপারে দিকনির্দেশ দিয়ে বলেন, 'সারা পৃথিবীর মায়েরাই তাদের মেয়েদের এই বলে সাবধান করে যে, "পুরুষেরা কেবল একটি জিনিসের পেছনেই ছুটে" এবং তারা সাধারণত কথাটা ভুল বলেন না।'[৭৩]

অনলাইন-ডেটিংয়ের ভয়াবহ দিক

ভালোবাসার জন্ম হতে অনেক সময় লাগে; কিন্তু মানুষ, বিশেষ করে পুরুষেরা অনলাইন-ডেটিংয়ে নারীদের কাছে তাদের ভালোবাসার কথা খুব দ্রুতই বলে ফেলে। নারীদের আসলে চিন্তা করা উচিত, এত তাড়াহুড়া কেন করা হচ্ছে অপর পক্ষ থেকে। প্রায়ই যে কথাটা বলা হয় 'প্রথম দেখায় ভালোবাসা' এটা স্রেফ ভাঁওতাবাজি।

বাস্তবে প্রথম দেখায় লালসা জাগে। thepeeq.com কর্তৃক প্রকাশিত একটি গবেষণায় উত্থাপন করা হয় যে, সবচেয়ে বেশি বলা ১০টি মিথ্যা, যা অনলাইন-ডেটিং-প্রোফাইলে পুরুষেরা ব্যবহার করে :[৭৪]

১. আমি সুঠামদেহী।
২. আমি লম্বা-চওড়া, সুদর্শন ও গাঢ় বর্ণের।
৩. আমার বয়স ২৯ বছর।
৪. আমার আগ্রহ রয়েছে ভালো মদ, গানবাজনা ও রুচিশীল খাবারে।

---

৭২ *সিলেক্টেড পোয়েমস অফ আল্লামা ইকবাল*, মুহাম্মাদ ইকবাল। লাহোর, মাকতাবা খাওয়াতিন ম্যাগাজিন।

৭৩ Moir, Anne & Jessel, David (1991). *Brain Sex: The Real Difference between Men & Women*. New York, Carol Publishing Group.

৭৪ Top 10 Online Dating Lies (https://tinyurl.com/y26d2zgn)

৫. আমি স্পর্শকাতর, স্মার্ট এবং রসিক।

৬. তোমার সাক্ষাতের জন্য আমার তর সইছে না!

৭. আমি কেবলই একটা সম্পর্কচ্ছেদ করে এসেছি, তাই আপাতত একজন ভালো বন্ধু খুঁজছি।

৮. আমি সুন্দর জিনিস উপভোগ করি।

৯. আমার উপার্জন বছরে ২৫০,০০০ ডলার।

১০. আমি সফল ইন্টারনেটভিত্তিক কোম্পানির পরিচালক।

পাঠক এর সঙ্গে আরও কিছু মিথ্যা যোগ করে নিতে পারেন, যা পুরুষেরা নারীদের বলে :

১. আমি তোমাকে দুনিয়ার অন্য সবকিছুর চেয়ে ভালোবাসি।

২. আমি তোমাকে আমার আসল ছবিই পাঠিয়েছি।

৩. আমার কোনো স্ত্রী বা বান্ধবী নেই।

৪. তোমার মতো সুন্দর মেয়ে/নারী আমি আর দেখিনি।

৫. আমি রোমান্টিক, যত্ন ও স্নেহশীল এবং হাসিখুশি মানুষ।

৬. আমি হাস্য-রসিকতা এবং ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি।

অনলাইন-ডেটিংয়ের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে মুসলিমরা অমুলসিমদের অনুসরণ করছেন, যেমনটা আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, বিধর্মীরা সাপের গর্তে ঢুকলে আমরা সেখানেও তাদের অনুসরণ করব। বহুল ব্যবহৃত মুসলিম ডেটিং ওয়েবসাইটের মধ্যে Muslima.com, Qiran.com, SingleMuslim.com, Muslims4Marriage.com, Nikah.com, Friends.com কয়েকটা নাম মাত্র। এই মুহূর্তে এসব মুসলিম ওয়েবসাইটের ব্যাপারে তেমন তথ্য জানা যায়নি; কিন্তু আমরা ইন্টারনেটের ফিতনা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত এবং সে অনুযায়ী বলা যায়, এসব মুসলিম ডেটিং ওয়েবসাইটও অন্যগুলোর মতো ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনবে।

মুসলিম বোনদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অনলাইনের ডিজিটাল ভালোবাসা বিপজ্জনক। *ফাইনাল এক্সিটস : দ্য ইলাস্ট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ হাউ উই ডাই*-এর লেখক মাইকেল লারগো বলেন, 'ইন্টারনেট ডেটিং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে; কিন্তু ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এখন পর্যন্ত অনলাইন শিকারিদের হাতে ৪০০-এরও অধিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।'[৭৫]

---

৭৫ Largo, Michael (9 May 2007). "Loved To Death". Videojug (https://tinyurl.

পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি তাদের পর্ন ব্যবসায় ৭৪ মিলিয়ন ডলার ক্ষতির জন্য অনলাইন-ডেটিং সাইটগুলোকে দোষারোপ করেছে।[৭৬] পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসায় ক্ষতির জন্য তাদের দোষারোপ করছে!—এখান থেকেই অনলাইন-ডেটিংয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে বোঝা যায়। অনেক মানুষই এখন পর্নোগ্রাফির বদলে অনলাইন-ডেটিংয়ে টাকা ব্যয় করছেন। এমনকি আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলোও ধর্ষণের হার বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে ইন্টারনেটকে দায়ী করছে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই ধর্ষণ-মামলার হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নর্থ ক্যারোলিনার শার্লোটের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ইন্টারনেট ডেটিং ওয়েবসাইটের সঙ্গে এই মামলাকে সম্পর্কিত করেছে। শার্লোট-মেকলেনবার্গ পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যৌননির্যাতন-বিভাগের প্রধান সার্জেন্ট ড্যারেল প্রাইস বলেন, 'অতীতে ধর্ষকদের মানুষের ওপর নজরদারি করে শিকার খুঁজে বের করতে হতো; কিন্তু এখন শুধু ইন্টারনেটে লগ-ইন করলেই হয় এবং মেয়েরা নিজেরাই হোটেল রুমে গিয়ে অপেক্ষা করে।'

একই কথা বলেছেন নিউ ইয়র্কভিত্তিক ইন্টারনেট-নিরাপত্তাগ্রুপ wiredsafety.org-এর মহাপরিচালক এবং ইন্টারনেট প্রাইভেসি আইনজীবী প্যারি আফতাব। আফতাব উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'অনলাইনভিত্তিক যৌন অপরাধের পরিমাণ বাড়ছে। এর পাশাপাশি ইন্টারনেট-নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইন্টারনেট চ্যাট-রুমে পরিচয় ও সেখান থেকে ডেটিংয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে এবং যৌন হয়রানিও করা হচ্ছে।'[৭৭]

একইভাবে বার্মিংহাম, আলাবামার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা মানুষকে সতর্ক করেছেন, যেন তারা অনলাইন-ডেটিংয়ের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে। তারা এই বিবৃতি তখন দেন, যখন তুসকালুসার এক নারী অনলাইন-ডেটিং সাইট OkCupid.com-এ এক পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার সঙ্গে ডেটিংয়ে গিয়ে ধর্ষিত হয়।

অনলাইন-ডেটিং জনপ্রিয়তা পেলেও গৃহনির্যাতন-বিশেষজ্ঞরা এর লুক্কায়িত বিভিন্ন বিপদের ব্যাপারে অবগত আছেন। জেফারসন কাউন্টি ফ্যামিলি ভায়োলেন্স সিসিআরের অ্যালিসন ডেয়ারিং অনলাইন ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দেন, 'কোনো

---

com/y3mkashc)

৭৬ US B2C Online Paid Content: Five-Year Forecast (2008) Forrester Research Inc. survey of online adults. Quoted in: Mitchell, Robert L. (Feb. 13, 2009) "Online Dating: It's bigger than porn". (http://blogs.computerworld.com/online_dating_its_bigger_than_porn)

৭৭ "Police blame internet for rise in rape cases". (https://tinyurl.com/y6lolues)

ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি তেমন জানেন না; অথবা কারও সঙ্গে প্রথমবারের মতো দেখা করতে যাচ্ছেন, তখন তাদের সঙ্গে একাকী দেখা না করার ব্যাপারে কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত। কারও সঙ্গে দেখা করতে হলে কয়েকজন নিয়ে দলবেঁধে যাওয়াটা নিরাপদ।'[৭৮]

একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মাথায় রাখা উচিত, এখানে অ্যালিসন ডিয়ারিং নারী-পুরুষদের একাকী দেখা করার ব্যাপারে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা কিন্তু আমাদের প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ১৪০০ বছর আগের দেওয়া উপদেশের সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন,

> যখন একজন পুরুষ আরেকজন নারীর সঙ্গে একাকী হয়, তখন তাদের মধ্যে তৃতীয়জন হয় শয়তান।[৭৯]

ডিয়ারিং উপদেশ দিয়েছিলেন, কারও ব্যাপারে জানতে যেন একসঙ্গে কয়েকজনকে নিয়ে দেখা করতে যাওয়া হয়। অনেকটা এ রকম আদেশই কিন্তু ইসলাম দিয়েছে যে, যখনই কোনো পুরুষ সম্ভাব্য কনেকে দেখতে যাবে, সে যেন মেয়েটির অভিভাবকের উপস্থিতিতে তাকে দেখে।

অনলাইনে চ্যাটরুমের মাধ্যমে স্রেফ কথাবার্তার মাধ্যমে যেসব সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেগুলো ক্ষণস্থায়ী তো হয়ই এবং এতে ঝুঁকিও থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের এক শিক্ষার্থী লেখেন, 'ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীকে খোঁজার জন্য কয়েকটা ইমেইলের আদানপ্রদান অথবা লেটেস্ট ডেটিং ওয়েবসাইটের সদস্যপদ গ্রহণ খুব কমই অর্থপূর্ণ সম্পর্কের ভিত গড়ে দিতে পারে। অনলাইনে কি সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব? আমি বলব—না।'[৮০]

অনলাইন-ডেটিংয়ের অন্যতম বড় সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময়ই মানুষ একাধিকজনের সঙ্গে ডেটিং করতে থাকে। এটা তো কারও অজানা নয় যে, পুরুষেরা প্রকৃতিগতভাবেই নারীদের চেয়ে অধিক বহুগামী। সমাজবিজ্ঞানী আলফ্রেড কিনসি বলেন, 'এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, যদি সামাজিক কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকত, তাহলে পুরুষেরা জীবনজুড়ে যৌনসঙ্গিনীর খোঁজে

---

৭৮ Melainie, Posey (Oct. 05, 2012). "Officials urge caution for online daters after alleged rape". (https://tinyurl.com/y3qf6up7)

৭৯ *তিরমিজি* : ৩১১৮।

৮০ Anonymous (April 14, 2009) "Online dating is deceptive and dangerous". The University Star, Texas State University, San Marcos. http://www.dosomething.org/blog/chatterbox/policeblame-internet-rise-rape-cases.

বহুগামী হতো... নারীরা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গী খোঁজায় আগ্রহী হয় না।'[৮১]

পুরুষেরা তাদের বহুগামী স্বভাবের কারণেই অনলাইনের গোপনীয়তাকে ব্যবহার করে একসঙ্গে কয়েকজন নারীর সঙ্গে ডেট করে। কিছুটা আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, অনলাইন-ডেটিংয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১১ শতাংশ ডেটাররাই বিবাহিত এবং ৫৩ শতাংশ ডেটার ইতিমধ্যেই আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত আছে (যেমনটা নিচের টেবিলে দেখানো হয়েছে)। এর অর্থ হচ্ছে, অর্ধেকের বেশি মানুষ ডেটিং-সাইট ব্যবহার করছে কেবল একাধিকজনের সঙ্গে ডেটিংয়ের জন্য। একে সাধারণ ভাষায় পরকীয়া বলা হয়।

InternetPredatorStatistics.com প্রকাশ করেছে যে, ১০ শতাংশ যৌনাপরাধীই অনলাইন ডেটিং-সার্ভিস ব্যবহার করে মানুষকে ফাঁদে ফেলে এবং ডেটিং-সাইটের ১০ শতাংশ সদস্যই প্রতারক। আমরা যদি এ দুটি যোগ করি, তাহলে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে। এর সঙ্গে যারা পরকীয়া করছে তাদের ৫৩ শতাংশ যদি যোগ করি, তাহলে মোট দাঁড়ায় ৭৩ শতাংশতে। এর অর্থ হচ্ছে, অনলাইন ডেটিং-সাইটের মাধ্যমে একজন সৎ, স্বাভাবিক ও সিঙ্গেল এবং সম্পর্কে জড়িত নয়, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। যে-সকল নারী 'স্বপ্নের পুরুষ' খুঁজেন অনলাইন ডেটিং-সাইটে, তাদের জন্য এসব পরিসংখ্যান খুব একটা সুখকর হবে না।[৮২]

ছক : অনলাইন-ডেটিং পরিসংখ্যান

সমস্যার তালিকা	বিবাহিত পুরুষদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে এর প্রভাব
বিবাহিত অবস্থায় অনলাইন-ডেটিং	১১%
একই সঙ্গে একাধিক মানুষের সঙ্গে ডেটিং	৫৩%
অনলাইন-ডেটিং-সার্ভিস ব্যবহার করে নারীদের ফাঁদে ফেলে	১০%
যারা বলে যে, একে অপরের মধ্যে পছন্দের মিল থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ	৬৪%
'প্রথম দেখায় ভালোবাসা'র ধারণায় যারা বিশ্বাস করে	৭১%
সে-সকল নারীর সংখ্যা, যারা প্রথম অনলাইন-ডেটিংয়েই যৌনসম্পর্কে জড়ায়	৩৩%

৮১ Kinsey, Alferd C., Pomeroy, Wardell B. & Martin, Clyde E.. et al (1948). *Sexual Behaviour in the Human Male*. Philadelphia, W. B. Saunders.

৮২ "Online Dating Statistics" (Source: Reuters, Herald News, PC World, Washington Post). (http://www.statisticbrain.com/online-dating-statistics/)।

অনলাইন-ডেটিংয়ের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, বেছে নেওয়ার অসংখ্য অপশন থাকা। ব্যারি শোয়ার্টজ তার *দ্য প্যারাডক্স অফ চয়েস : হোয়াই লেস ইজ মোর* গ্রন্থে বলেন, 'মানুষের সামনে অনেক বেশি অপশন রেখে দেওয়া তাদের আসলে সুখী বানায় না; বরং অধিক জিনিস থেকে কোনোটা বেছে নেওয়ার সুবিধা থাকলে মূলত বিপাকে পড়তে হয়। প্রচুর সময় নষ্ট হয় এবং অনেক সময় বেছে নিলেও মনের মধ্যে খচখচানি থেকে যায়।'[৮৩]

অনলাইন ডেটিং-ওয়েবসাইটগুলোও অনেকটা এ রকম, যেখানে সম্ভাব্য সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়ার অনেক অপশন দেওয়া হয়, ফলে কাউকে বেছে নিলেও মনের ভেতরে খুঁতখুঁতানি থেকেই যায়। নিজের পছন্দমতো নিজের শহরেই কাউকে খুঁজতে গেলে শত শত প্রোফাইল চলে আসবে। তাহলে এদের থেকে কাকে পছন্দ করবেন? তা ছাড়া অনেক বেশি চয়েস থাকলে মানুষের মধ্যে সবসময় 'আদর্শ' কাউকে খুঁজে পাওয়ার একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে যেতে পারে। এমনকি এ অভ্যাস সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার পরও থেকে যায়। টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটির এক শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে তার মতামত দেন, 'ইন্টারনেট আসক্তিপ্রবণ হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি কারও সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করে তাহলে সে কীভাবে জানবে যে, পরদিনই সেই ব্যক্তি অনলাইনে আরেকজনের খোঁজ করবে না?'[৮৪]

ডেটিংয়ের আরেকটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে, ডেটে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ। ডেটে ধর্ষণ নারীদের ক্ষেত্রে নিজের অথবা অন্য কারও বাসায়ও হতে পারে, যদি তিনি নিজে থেকেই কারও বাসায় যান। বর্তমানে এ কাজটি ডেটরেপ ড্রাগের (প্রেডাটর ড্রাগ নামেও পরিচিত) কারণে অনেক সহজ হয়ে গেছে। ডেটরেপ ড্রাগ হিসেবে কিটামিন (Ketamine), রোহিপনল (Rohypnol) অথবা জিএইচবি (GHB)-এর মধ্যে স্নায়ু অসাড়কারী, সম্মোহনী প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং স্মৃতিভ্রংশ ঘটানোর মতো উপাদান থাকে। এসব ড্রাগ খুব সহজেই খাবার বা পানীয়তে মিশিয়ে দেওয়া যায় এবং শিকারও এ ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। ডেটরেপ ড্রাগের মাধ্যমে শিকারির স্মৃতি সাময়িক লোপ পায় এবং তাকে অবচেতন অবস্থায় নিয়ে যাওয়াও সম্ভব। এ ধরনের মাদকের ব্যবহার বিশ্বের অনেক দেশেই নিষিদ্ধ; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে

---

৮৩ Schwartz, Barry (2005). *The Paradox of Choice: Why Less is More*. New York, Harper Perennial.

৮৪ Anonymous (April 14, 2009) "Online dating is deceptive and dangerous". The University Star, Texas State University, San Marcos. (http://www.dosomething.org/blog/chatterbox/policeblame-internet-rise-rape-cases)

শিকারি পুরুষ—যারা মনস্থির করেছে যে, অনলাইনে পরিচিত নারীটিকে ধর্ষণ করবেই—পরে কি ঘটবে সে ব্যাপারে পাত্তা দেয় না। সম্প্রতি জেফরি মারসালিস নামক ফিলাডেলফিয়ার ৩৪ বছর বয়সি এক পুরুষ এক নারীকে অনলাইন ডেটরেপ করায় ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সাত জন নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয় Match.com-এ, যাদের ছয়জনকেই সে ধর্ষণ করেছে। ভুক্তভোগীরা জানায়, 'সে খুব সহজেই মিষ্টি কথার ফাঁদে ফেলতে পারত এবং অনলাইন ডেটিংয়ের সময় মিথ্যা বলে জানায় যে, সে ইমার্জেন্সি রুমে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। আবার কাউকে কাউকে বলে, সে নভোচারী, কাউকে বলে, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।'

মারসালিস যে-সকল নারীর সঙ্গে দেখা করতে যেত, তাদের অজান্তেই তখন খাবার-পানীয়তে কিছু মিশিয়ে দিত। যে-সকল নারী তার ফাঁদে পড়ত, তাদের অধিকাংশই ছিল উচ্চশিক্ষিত। যখন সে আড়াই সপ্তাহ ট্রায়ালে নারীদের সঙ্গে দেখা করত, তখন তারা ডেট চলাকালে বাথরুমে গেলে বা তার কেনা পানীয় খেলে অস্বস্তি বোধ করত। মারসালিসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় বিচারক স্টিভেন জেরফ তাকে বলেন, 'তুমি এতদিন ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে নেকড়ের মতো আচরণ করেছ। তোমার পুরো দুনিয়াই ছিল কল্পনা। তোমার জীবনযাপনের ধরন ছিল কল্পনায় ভরপুর; কিন্তু তোমার শিকারদের সঙ্গে যা ঘটেছে তা বাস্তব।'[৮৫]

বর্তমানে ইন্টারনেট থেকে ডেটরেপ ড্রাগ কেনা খুবই সহজ। তাই মুসলিম নারীদের অবশ্যই বুঝতে হবে, অভিভাবকের পরামর্শ এবং উপস্থিতি ছাড়া কারও সঙ্গেই দেখা করতে যাওয়া উচিত নয়—সে মুসলিম ভাই যতই নিরীহ প্রকৃতির হোক না কেন। কারণ, বাস্তবে সে-ও হয়তো নেকড়ে হয়ে ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে রয়েছে; যেমনটা বিচারক স্টিভেন জেরফ মারসালিসকে কারাদণ্ড দেওয়ার সময় বলেছিলেন। মুসলিম নারীদের গাইরে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে একাকী দেখা করতে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। কারণ, সেই নিরীহ-দর্শন মুসলিম ভাইও হয়তো তার পানীয়তে ডেটরেপ ড্রাগ মিশিয়ে ধর্ষণ করতে পারে। সুতরাং নেকড়ে হতে সাবধান!

৮৫ Walters, Patrick (Oct. 12, 2007) "Man Gets 20 Years in Online Date-Rape Case". ABC News Local.
http://abclocal.go.com/wpvi/story?section=news/local&id=5703637.

অধ্যায় ৪

বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষতিকর দিক

ইসলাম ডিভোর্সকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেনি; প্রয়োজনে এই দরজা খোলা রেখেছে। ইসলামে ডিভোর্স হচ্ছে বিবাহিত দম্পতির সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ রাস্তা। নিশ্চয়ই বিবাহিত সঙ্গীর নিকট শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া বা সঙ্গী-সঙ্গিনীর ব্যভিচারের চেয়ে ডিভোর্সের পথ বেছে নেওয়া উত্তম। যদিও অনেক মানুষ ডিভোর্সের বাজে পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সফল বিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ডিভোর্সের মতো ঘটনা কমিয়ে আনা। পশ্চিমা সমাজে সরকারের পক্ষ থেকে ডিভোর্সের ঘটনা বন্ধ করার মতো তেমন পদক্ষেপ নেওয়া তো দূরের কথা; বরং আলাদা হওয়া পরিবার কীভাবে ডিভোর্স-পরবর্তী বিষয়াদি সামলাবে, এর জন্য বিভিন্ন আর্থিক সাহায্যের আয়োজন করা হয়। ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে শুরুতেই রক্ষা করা। ইসলাম শুরুতেই বাধা দিতে চায়। কারণ, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। এ জন্য ইসলামে ডিভোর্সকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত রয়েছে,

> আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল কাজ হলো তালাক।[৮৬]

একইভাবে অন্য এক হাদিসে সে-সকল নারীর জন্য জান্নাত হারামের কথা বলা হয়েছে, যারা বিনা কারণে স্বামীর কাছে ডিভোর্স চায় (এবং এই হাদিস পুরুষদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা বিনা কারণেই ডিভোর্স দেয়)। সাওবান রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> যে নারী তার স্বামীর কাছে একান্ত অসুবিধা ছাড়া তালাক দাবি করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।[৮৭]

---

৮৬ *মুসতাদরাকে হাকিম* : ২/১৯৬। হাকিম রাহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা *[সহিহ বুখারি ও মুসলিম]* এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম জাহাবি রাহ. হাদিসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর *তালখিসে* একমত পোষণ করেছেন।

৮৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২২২৬, *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২০৫৫।

এ জন্য অনেক আলিম ডিভোর্সকে কবিরা গুনাহ বিবেচনা করেছেন।[৮৮] সমাজের সুস্থতা নির্ভর করে শক্তিশালী পরিবার-ব্যবস্থা এবং ডিভোর্সের নিম্ন হারের ওপর। কোন কোন বিষয় সমাজের অধঃপতন ঘটায়, এ ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজবিদ পিটিরিম সোরোকিন গবেষণা করে দেখেন, 'সমাজের মানুষ যখন বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন সমাজে জন্মহার কমে যায় এবং সমাজ ধীরে ধীরে জনসংখ্যা হারাতে থাকে। ইতিমধ্যে পতন হয়েছে, এমন কয়েকটি সমাজের পতনের আগের অবস্থা গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, সমাজ কেবল তখনই শক্ত থাকবে, যখন এর পারিবারিক বন্ধন হবে শক্ত, ডিভোর্সের হার হবে কম এবং যৌনকর্ম শুধু বিবাহিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।'[৮৯]

একই কথা বলেছেন সমাজবিদ কার্ল উইলসন তার *আওয়ার ড্যানস হ্যাজ টার্নড টু ডেথ* গ্রন্থে। যেখানে তিনি বলেন, 'পতনোন্মুখ সমাজ সাধারণত সাতটি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে : পুরুষেরা পরিবারের কর্তা হিসেবে আত্মিক ও নৈতিক অগ্রগতি পরিত্যাগ করে কেবল দুনিয়া অর্জনের জন্য পরিবারকে অবহেলা করে। নারীরা নারীত্ব এবং গৃহস্থালি কাজকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। পুরুষেরা ব্যভিচার এবং সমকামে জড়িয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে এবং পরিবার ভেঙে যায়। মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা গেড়ে বসে এবং নারী-পুরুষ সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং তাদের জীবনে কারও কর্তৃত্ব মেনে নেয় না।'[৯০]

এ ধরনের স্বার্থপর পরিবেশে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের সন্তান বা পরিবারের কথা চিন্তা করে না, সেখানে সর্বশেষ গন্তব্য ডিভোর্স হওয়া স্বাভাবিক। আর পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস করতে ডিভোর্সের চেয়ে অধিক কার্যকর কী আছে! এ জন্যই ইসলামে ডিভোর্সকে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজের একটা গণ্য করা হয়।

বিয়ে-বিচ্ছেদে সকলের ক্ষতি

অনেকের মধ্যেই একটা ধারণা আছে যে, বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে পুরুষদের তেমন সমস্যা ভোগ করতে হয় না; কেবল নারীরাই এর ভুক্তভোগী। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে নারী বা পুরুষ কেউই বিজয়ী বা পরাজিত হয় না; বরং

---

৮৮ *আজ-জাওয়াজির আন-ইকতারাফিল কাবায়ির*, ইবনু হাজার হাইতামি: ২/১০০) মিসর, আল মাতবাউল খারিরিয়াহ।

৮৯ Sorokin, Pitirim *The American Sex Revolution* quoted in: Sheldon, Rev. Louis P. "Destruction of Marriage Precedes the Death of a Culture". Traditional Values Coalition Education and Legal Institute. Anaheim, California.

৯০ Wilson, Carl (1981). *Our Dance Has Turned To Death.* Illinois, Tyndale House Publishers.

পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বলা যায়, পুরুষেরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা সত্য যে, পুরুষেরা বিচ্ছেদের পরে সাধারণত বিয়ে করার জন্য স্ত্রী পেয়ে যায় (এমনকি তাদের বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সীও বিয়ে করে ফেলতে পারে) যেখানে নারীরা ৪০ বছরের পর বিচ্ছেদের শিকার হলে তাদের বাকি জীবন সাধারণত একাকী অবস্থাতেই কাটাতে হয়। ৫০ বছরের পর মাত্র ১১.৫ শতাংশ তালাকপ্রাপ্ত নারী পুনর্বার বিয়ে করে।[৯১]

সেনসাস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, তালাকপ্রাপ্ত নারীদের তুলনায় তালাকপ্রাপ্ত পুরুষ অধিক মানসিক হাসপাতালগামী হয়।[৯২] এ ছাড়া ন্যাশনাল ব্যুরো অফ হেলথ স্ট্যাটিসটিক্সের তথ্যমতে, ৩৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সি তালাক হওয়া পুরুষদের মৃত্যুহার একই বয়সের তালাকপ্রাপ্ত নারীদের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি।[৯৩] মৃত্যুর কারণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সাধারণত ডিভোর্সড পুরুষেরা দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যা করেই মারা যায়। তারা ডিভোর্সড নারীদের তুলনায় সাড়ে তিন গুণ বেশি আত্মহত্যা করে এবং চার গুণ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, বিস্ফোরণে মারা যায়। এ ছাড়া ডিভোর্সড নারীদের তুলনায় ডিভোর্সড পুরুষদের হার্ট-অ্যাটাকে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ছয় গুণ এবং লিভার সিরোসিসে তিন গুণ বেশি।

তাই ডিভোর্স এমন একটা বিষয়, যেখান থেকে পুরুষ বা নারী কেউই লাভবান হতে পারে না। লাভবান হয় কেবল শয়তান। একটি হাদিসে রয়েছে, পরিবারের ভাঙন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লাগানো শয়তানের অন্যতম পছন্দনীয় কাজ। জাবির রা. বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেছেন,

> ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে বাহিনী পাঠায়। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত সে-ই, যে সর্বাধিক ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর অন্যজন এসে

---

৯১ Gilder, George (2001). *Men and Marriage.* Louisiana, Pelican Publishing Company. Computed from data in U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-20, No. 380, "Marital Status and Living Arrangements: March 1982" (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1983)

৯২ U.S. Bureau of the Census, "Census of Population: 1980" Subject Reports, *Persons in Institutions and Other Group Quarters.* Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1982. Quoted in: Gilder, George *Men and Marriage.*

৯৩ Carter, Hugh and Glick, Paul C. (1976) *Marriage and Divorce: A Social and Economic Study* Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. Also see: Gilder's *Men and Marriage*

বলে, অমুকের সঙ্গে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দেইনি। অতঃপর শয়তান তাকে কাছে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আমাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়।[৯৪]

শয়তান খুব ভালোভাবেই জানে ডিভোর্সের কারণে মানসিক যে ক্ষতি হয়, তা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এর ফলে পরিবারের মধ্যে দীনতা বাড়ে। পিতা-মাতার মধ্যে ডিভোর্স হলে এর মানসিক ক্ষত সন্তানদের সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা অটুট পরিবারের তুলনায় বেশি অপরাধ করে। যুক্তরাষ্ট্রেই জেলবন্দিদের অর্ধেক এসেছে ভঙ্গুর পরিবার থেকে। পিতা-মাতার বিচ্ছেদের কারণে সন্তানের ওপর নির্যাতন হয়। শিশুরা বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে এবং তারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা স্কুল-কলেজে বাজে ফল করে এবং খুব কমই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। এসব সমস্যা নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব।

বিয়ে-বিচ্ছেদ পরিবারের অবস্থা নিম্নমুখী করে

কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, পুরুষেরাই নারীদের অভিভাবক,

﴿اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ﴾

পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। [সুরা নিসা : ৩৪]

আল্লাহ পুরুষের ওপরই দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তারা তাদের পরিবারকে সুরক্ষা দেয়, তাদের যত্ন নেয় এবং পরিবারের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, ডিভোর্সের কারণে নারীরা আর্থিকভাবে পুরুষের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (যেভাবে পুরুষেরা নারীদের চেয়ে মানসিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দ্রুত মৃত্যুবরণ করে)। ডিভোর্সের কারণ যা-ই হোক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে, এর ফলে

৯৪ *সহিহ মুসলিম* : ২৮১৩।

জীবনযাপনের অবস্থা নিম্নমুখী হয়। যে উপার্জন দ্বারা আগে একটা পরিবারের ভরণপোষণ দেওয়া হচ্ছিল, এখন সেটাই দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি পরিবারের ভরণপোষণ যোগাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভোর্সের কারণে সন্তান আছে এমন পরিবারের আয় ৪২ শতাংশ হ্রাস পায়।

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশিগান ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সাইন্সের অধ্যাপক মেরি করকোরান একটি গবেষণায় ডিভোর্সের পরে কীভাবে পরিবারের উপার্জন ব্যাপক হারে কমে যায়, সেটা দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যখন সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে ছিল তখন পরিবারের উপার্জন গড়ে ছিল ৪৩,৬০০ ডলার; কিন্তু যখন সে সন্তানরাই এককভাবে পিতা বা মাতার সঙ্গে থাকতে লাগল, তখন পরিবারের উপার্জন নেমে দাঁড়ালো ২৫,৩০০ ডলারে।'[৯৫]

প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, কেবল ডিভোর্সের ফসল হিসেবে প্রতি পাঁচ জন নারীর একজন ভয়াবহ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হন। তিনজন মায়ের একজন ডিভোর্সের পর তাদের বসতবাড়ি (যেখানে তারা স্বামীর সঙ্গে একত্র মালিকানায় আবদ্ধ ছিলেন) হারিয়ে ফেলেন।[৯৬]

এ ছাড়া তিন-চতুর্থাংশ নিম্ন আয়ের পরিবারই একক পিতা বা মাতার (যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিভোর্সড বা অবিবাহিত মায়েরা হয়ে থাকে) পরিবার যেখানে ৯৫ শতাংশ উচ্চ আয়ের পরিবারই বিবাহিতদের। ডিভোর্সডদের তুলনায় পঞ্চাশে থাকা বিবাহিত পরিবারের উপার্জন চার গুণ বেশি হয় (গড়ে ১,৩২,০০০ ডলার, যেখানে ডিভোর্সডদের ৩৩,৬০০ ডলার)। ওয়াশিংটনভিত্তিক জনকল্যাণ গবেষণাসংস্থা দ্য হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি এডউইন ফলনারের মতে, যে-সকল মানুষ মনে করে ডিভোর্সের কারণে পরিবারে সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে, তারা মূলত বাস্তবতা থেকেই দূরে আছে। তিনি লিখেন, 'পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণের জন্য সবচেয়ে উত্তম কোন কাজটি করতে পারেন? বিবাহিত থাকা।'[৯৭]

---

৯৫ Corcoran, Mary E. and Chaudry, Ajay (1997) "The Dynamics of Childhood Poverty," *Future of Children*, Vol. 7. Issue 2, pp. 40-54.

৯৬ Grall, Timothy S. (2003) "Custodial Mothers and Fathers and their Child Support: 2003," Current Population Reports, Series P60-230, Washington, U.S. Government Printing Office. Quoted in: Schramm, David G. (2009) "Counting the Cost of Divorce: What Those Who Know Better Rarely Acknowledge" *The Family in America* (A Journal of Public Policy) Vol. 23, pp. 55-64.

৯৭ Feulner, Edwin J. (June 30, 1999) "Divorced from Reality" The Heritage

সন্তান ও নাতি-নাতনিদের ওপর সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব

কলম্বিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ মিসৌরির হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি স্টাডিজের সহকারী অধ্যাপক ড. শ্রাম বলেন, 'ডিভোর্সের প্রভাব কেবল দ্বিতীয় নয়; বরং তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যকথায়, ডিভোর্সের কারণে পিতা-মাতা অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের এমন এক নিম্নগামী চক্রের জন্ম দেন, যা কেবল তাদের সন্তান নয়; বরং সন্তানদের সন্তানকেও আক্রান্ত করে।'

তার এই বক্তব্যের সমর্থনে ড. শ্রাম অনেক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। দীর্ঘ ২১ বছর গবেষণা চালানো হয় ৬৯১ জন দাদা-দাদির ওপর। সেখান থেকে বিজ্ঞানীরা ডিভোর্সের সঙ্গে নাতি-নাতনিদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে, এর মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এই গবেষণাপত্রটি হয় *জার্নাল অফ ম্যারেজ অ্যান্ড ফ্যামিলির* ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় প্রকাশিত।

গবেষক আমাটো এবং শ্যাডলি দেখেন, ডিভোর্সড পরিবারের নাতি-নাতনিরা ডিভোর্স হয়নি এমন পরিবারের নাতি-নাতনিদের তুলনায় স্কুল-কলেজে বাজে ফল করেছে। তাদের শিক্ষার্জনের হার উঁচু নয় এবং বৈবাহিক জীবনে তারাও বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়েছে। এ ছাড়া পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না।[৯৮]

এই গবেষণা এবং অন্যান্য গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ড. শ্রাম মন্তব্য করেন, 'ডিভোর্সের কারণে ঘটা এসব অনস্বীকার্য এবং সুদূরপ্রসারী সমস্যাগুলো সমাজবিদদের এই যুক্তি উপস্থাপনে যথেষ্ট প্রমাণ এনে দিয়েছে যে, বর্তমানে সামাজিক সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পরিবারব্যবস্থার ভাঙন। যখন পিতা-মাতা একে অপরকে ভালোবাসার পরিবর্তে বিয়ে ভেঙে দেয়, তখন ডিভোর্সের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো শিশুদের চতুর্দিক হতে ঘিরে ধরে।'[৯৯]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পুরো পরিবারই আলাদা হয়ে যায়। ফলে ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানদের বিভিন্ন সমস্যা ভোগ করতে হয়। যে-সকল শিশু ডিভোর্সড

Foundation, Washington DC.
http://www.heritage.org/research/commentary/1999/06/divorced-from-reality

৯৮ Amato, Paul R. and Cheadle, Jacob. (2005) "The Long Reach of Divorce: Divorce and Child Well-Being across Three Generations," *Journal of Marriage and Family* 67: 191–215

৯৯ Schramm, David G. (2009) "Counting the Cost of Divorce: What Those Who Know Better Rarely Acknowledge" *The Family in America* (A Journal of Public Policy) Vol. 23, pp. 55-64. (Available at www.familyinamerica.org/index.php?doc_id=19&cat_id=4)

অথবা পুনরায়-বিয়ে-করেছে এমন পিতা-মাতার সঙ্গে থাকে, অটুট পরিবারের শিশুদের তুলনায় বিভিন্ন সুবিধা হতে তাদের বঞ্চিত হতে হয়। এ সকল শিশু তাদের জীবনে রোল-মডেল হিসেবে কাউকে পায় না। কারণ, পিতা-মাতার ডিভোর্সের পরে সন্তানদের হয় বাবা অথবা মায়ের যেকোনো একজনের সঙ্গে থাকতে হয়।

এ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর ভিন্নতার কারণে তারা তাদের সন্তানদের আদর-ভালোবাসা, দেখাশোনা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি দিতে পারেন না। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আলাদা যে অনুরাগ থাকে, সেটাও আর থাকে না। নিম্নে ডিভোর্সের কারণে ঘটা কিছু দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা ও ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের অপরাধের মাত্রাবৃদ্ধি

আমরা গ্রন্থটিতে আগেই দেখেছি যে, সিঙ্গেল পুরুষেরা বিবাহিতদের তুলনায় বেশি অপরাধ করে। এখান থেকে বোঝা যায়, বিয়ে কীভাবে মানুষকে সভ্য করে তোলে। একই ব্যাপার সত্য ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানদের ক্ষেত্রেও। গবেষণা থেকে দেখা গেছে, যে-সকল ছেলে ডিভোর্সড পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে, তারুণ্যে উঠে তাদের অপরাধ করার সম্ভাবনা সাধারণ পরিবারের সন্তানদের তুলনায় বেশি। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে দেখা যায়, সমাজে অপরাধের হার এবং পরিবার-কাঠামো—এতদুভয়ের মাঝে বেশ গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর সমাজবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক রবার্ট স্যাম্পসন যুক্তরাষ্ট্রের ১৭১টি শহরের ১ লাখেরও বেশি মানুষের অপরাধের হার বিশ্লেষণ করেন। ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে করা তার এই গবেষণায় দেখা যায়, ডিভোর্সের হারের সঙ্গে আমেরিকার বড় বড় শহরের চৌর্যবৃত্তির হারের শক্তিশালী সম্পর্ক ছিল (ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবারকে বিবেচনায় না এনে)। তাই স্যাম্পসনের গবেষণা থেকে দেখা যায়, যদি কোনো শহরের ডিভোর্সের হার কম থাকে, তাহলে সেই শহরে কৃত অপরাধের হারও অবশ্যই কম হবে। এর অর্থ হচ্ছে, বিয়ে যখন ডিভোর্সে গড়ায় এবং পরিবার ভেঙে যায়, তখন ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানদের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে, সাধারণ পরিবারের সন্তানদের তুলনায় বেশি থাকে।[১০০]

এ দুটি বিষয় সম্পর্কে সমর্থন জুগিয়েছে উইসকনসিন রাজ্যের ডিপার্টমেন্ট অফ

১০০ Sampson, Robert J. (1987) "Crime in Cities: The Effects of Formal and Informal Social Control," *Crime and Justice*. Chicago, Illinois, University of Chicago Press.

হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিস হতে প্রাপ্ত উপাত্ত, যেখানে দেখা যায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ডিভোর্সড পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের অপরাধের পরিমাণ সাধারণ পরিবারের কিশোরদের তুলনায় ১২ গুণ বেশি ছিল।[১০১]

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে *আমেরিকান জার্নাল অফ কমিউনিটি সাইকোলজির* সংখ্যায় আরেকটি গবেষণা প্রকাশিত হয়, যেখানে গবেষক রিকেল এবং ল্যাঙ্গার ডিভোর্সের কারণে শিশুদের ওপর স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলো নিয়ে গবেষণা করেন, যার অংশ হয় ১০০০টি পরিবারের ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশু-কিশোররা। রিকেল এবং ল্যাঙ্গার আবিষ্কার করেন, 'যে-সকল শিশু ডিভোর্সড পিতা-মাতা বা তাদের সৎবাবাদের সঙ্গে থাকে, তাদের মধ্যে অপরাধমূলক এবং অযাচিত আচরণ বেশি ছিল। অন্যদিকে যেসব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটেনি, তাদের সন্তানদের আচরণগত তেমন সমস্যা ছিল না।'[১০২]

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০ বছর ধরে আরেকটি বিস্তৃত গবেষণা চালানো হয়। যেখানে ৬৪০০ জন ছেলেকে তাদের শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই দীর্ঘ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, যে-সকল ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানেরা তাদের জৈবিক পিতা ছাড়াই বেড়ে উঠেছে, তাদের দ্বারা অপরাধ করার সম্ভাবনা তিন গুণ বেশি ছিল সাধারণ পরিবারের তুলনায়। ছেলেদের মধ্যে অপরাধমূলক আচরণের একটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, তারা পিতা ছাড়াই বড় হয়ে উঠেছে এবং এটা স্বাভাবিক যে, পিতারাই ছেলেদের স্বভাব নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখেন।[১০৩]

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, পিতা-মাতার ডিভোর্সের কারণে মেয়েদেরও ছেলেদের

---

১০১ Wisconsin Department of Health and Social Services, Division of Youth Services, "Family Status of Delinquents in Juvenile Correctional Facilities in Wisconsin," (April 1994). Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১০২ Rickel, Annette U. and Langer, Thomas S. (1985) "Short-Term and Long-Term Effects of Marital Disruption on Children," *American Journal of Community Psychology* Vol. 13, pp. 599-661. (In this study, children of single parents fell between these two groups in delinquency.)

১০৩ Harper, Cynthia and McLanahan, Sara S. (1998) "Father Absence and Youth Incarceration," presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Washington, DC. Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

মতোই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়। যেহেতু একই বয়সের ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অধিক পরিণত হয়, তাই তারা ছেলেদের তুলনায় বিয়ে-বিচ্ছেদের কষ্ট বেশি অনুভব করে। গবেষক ফ্রস্ট এবং পাকিজ ১৫ বছর বয়সি ৩৮২ জন তরুণীর ওপর ১০ বছরব্যাপী দীর্ঘ গবেষণা পরিচালনা করছেন। এরপর তারা বলেন, যে-সকল মেয়ে ভঙ্গুর পরিবার থেকে এসেছে, ছেলেদের চেয়ে তাদের মানসিক এবং আচরণগত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি।[১০৪]

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবার-কাঠামো এবং মেয়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ—এ দুয়ের মধ্যে গাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। যেমন : গবেষণায় দেখা গেছে, ডিভোর্সড পিতা-মাতার কন্যারা সাধারণ পরিবারের কন্যাদের তুলনায় অধিক প্রাক-বৈবাহিক যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হয়। এ ছাড়া ডিভোর্সড পিতা-মাতার কিশোরী মেয়েদের মধ্যে মাদক গ্রহণ, অ্যালকোহল পান, স্কুল ফাঁকি দেওয়া এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ দেখা যায় সাধারণ পরিবারের মেয়েদের তুলনায়।[১০৫]

বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুনির্যাতন

বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানদের শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি সৎ-বাবা-মা কর্তৃক যৌন-নিগ্রহেরও সম্ভাবনা থাকে। ডিভোর্সের পরে আবার বিয়ে করলে পূর্বের তুলনায় নির্যাতন আরও বেড়ে যায়। মায়েরা হয়তো আবার বিয়ে করতে পারেন (ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী ডিভোর্সের পরে নারীদের বিয়ে করা সম্পূর্ণ বৈধ); কিন্তু সংগৃহীত উপাত্ত এবং পরিসংখ্যান বিবেচনা করে দেখা যায়, সৎ-বাবার উপস্থিতি কেবল নির্যাতনের ঝুঁকিকেই বৃদ্ধি করে দেয়; যেমনটা বলেছেন গবেষক ফ্যাগান এবং রেক্টর তাদের *দ্য ইফেক্টস অফ ডিভোর্স ইন আমেরিকা* শীর্ষক রিপোর্টে—

> অধিকহারে ডিভোর্সের কারণে শিশুনির্যাতনের মাত্রা শুধু বৃদ্ধিই পায়। এমনকি পুনরায় বিয়ে করলেও এর পরিমাণ কমে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বৃদ্ধি পায়।[১০৬]

---

১০৪ Frost, Abbie K. and Pakiz, Bilge. (1990) "The Effects of Marital Disruption on Adolescents" *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 60, Issue 4, pp. 544-555.

১০৫ Heimer, Karen (1996) "Gender, Interaction, and Delinquency: Testing a Theory of Differential Social Control" Social Psychology Quarterly, Vol. 59, pp. 39-61.; Kalter, Neil, Reimer, B., Brickman, A. and Chen, J. W. (1986) "Implications of Parental Divorce for Female Development" Journal of the American Academy of Child Psychiatry, Vol. 25, pp. 538-544

১০৬ Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on

জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রির ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, সেখানে তদন্তকারী মনোবিদ ফার্গুসন, লিনস্কি এবং হরউড প্রমাণ পান, সাধারণ পরিবারের সন্তানদের তুলনায় সৎ-ছেলেমেয়ের ওপর নির্যাতনের হার অনেক বেশি। এ ছাড়া এই গবেষণায় যে-সকল প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন তারা জানান, যারা সৎ-পরিবারে বড় হয়েছেন, শৈশবে তাদের যৌননির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায়, যে-সকল শিশুর সঙ্গে পুরুষদের কোনো জৈবিক সম্পর্ক নেই, তাদের সঙ্গে পুরুষেরা অধিক হিংস্র হয়ে ওঠে।'[১০৭]

ডিভোর্সের আরেকটি বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে, এর কারণে সন্তানদের ওপর যৌননিগ্রহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ার মিলস কলেজের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডায়ানা ই. এইচ. রাসেল স্যান ফ্র্যান্সিসকোর ৯৩০ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ওপর একটি গবেষণা চালান। রাসেলের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, 'সৎবাবা কর্তৃক তাদের সন্তানদের ওপর যৌননির্যাতনের হার জন্মদাতা পিতার তুলনায় প্রায় ছয় থেকে সাত গুণ বেশি।'[১০৮]

দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির (ওনটারিও) দুজন আচরণগত মনোবিদ মার্গো উইলসন এবং মার্টিন ডেলির প্রস্তুতকৃত পরিসংখ্যানে এই সংখ্যাটি আরও বিশাল। তাদের এই গবেষণা প্রকাশিত হয় *চাইল্ড অ্যাবিউস অ্যান্ড নেগলেক্ট : বায়োসোশ্যাল ডাইমেনশনস, ফাউন্ডেশনস অফ হিউম্যান বিহেভিয়ারে*। উইলসন এবং ডেলি দেখেন, 'যে-সকল পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি, তাদের দ্বারা তাদের মেয়েদের ওপর যৌননিগ্রহের চেয়ে সৎবাবা কর্তৃক সৎমেয়ের ওপর যৌননিগ্রহের পরিমাণ ৪০ গুণ বেশি হতে পারে।'

মনোবিদ উইলসন এবং ডেলি পুলিশ রেকর্ডের দিকে তাকান এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাদের জরিপে অন্তর্ভুক্ত করেন। দেখা যায়, দুবছর বা তার চেয়ে ছোট সন্তানদের তাদের সৎবাবাদের হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা জন্মদাতা পিতার (যার

America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১০৭ Fergusson, David M., Michael T. Lynskey, John L. Horwood. (1996) "Childhood Sexual Abuse and Psychiatric Disorders in Young Adulthood: I. Prevalence of Sexual Abuse and Factors Associated with Sexual Abuse" *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, Vol. 34, pp. 1355-1364.

১০৮ Russell, Diana E. H. (1984) "The Prevalence and Seriousness of Incestuous Abuse: Stepfathers vs. Biological Fathers" *Child Abuse and Neglect*, Vol. 8, Issue 1, pp. 15-22.

এখনো বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটেনি) তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ বেশি।[১০৯]

ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানদের হয় পিতা বা মাতার বাড়িতে থাকতে হয়, না হয় সৎ-পরিবারে থাকতে হয়। দেখা গেছে, এ ধরনের পরিবারে সন্তানদের ওপর শারীরিক এবং যৌননির্যাতনের প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকে। শিশুনির্যাতন সাধারণত সৎবাবাদের হাতে অথবা ডিভোর্সড মায়ের ছেলেবন্ধুর হাতে ঘটে থাকে। যদিও শিশুদের দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে সৎবাবা বা ছেলেবন্ধুর ভূমিকা ২%-এরও কম হয়;[১১০] কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে তারাই নির্যাতন করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী উইলসন এবং ডেলি দেখিয়েছেন, জন্মদাতা পিতার তুলনায় সৎ-বাবা কর্তৃক সন্তানদের নির্যাতনের সম্ভাবনা অনেক বেশি। গবেষণার ইতি টানতে গিয়ে ডেলি এবং উইলসন লেখেন, 'সৎ-পিতা বা সৎ-মাতার সঙ্গে শিশুদের বসবাসের ফলে নির্যাতনের সম্ভাবনা অতিমাত্রায় বেড়ে যায়।'[১১১]

বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং শিশুদের আকস্মিক মৃত্যু

পিতা-মাতার ডিভোর্সের কারণে শিশুদের কেবল মানসিক এবং আবেগ-অনুভূতির ক্ষতিই হয় না; তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এর প্রমাণ হিসেবে অনেক গবেষণাপত্র রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে *জার্নাল অফ পারসোনালিটি অ্যান্ড সোশ্যাল সাইকোলজির* সংখ্যায় সুদীর্ঘ সময় ধরে চলা একটি গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়, যেখানে ১৫০০ জন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিশুদের ওপর তাদের জীবনজুড়ে গবেষণা চালানো হয়েছে। দেখা যায়, ডিভোর্সড পরিবার থেকে যে-সকল শিশু এসেছে, তারা সেসব পরিবারের শিশুদের তুলনায় আগেই মারা গেছে, যে পরিবারে কখনো বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটেনি এবং পিতা-মাতা সবসময় একসঙ্গে থেকেছে।[১১২] ডিভোর্স পিতা-

---

১০৯ Wilson, Margo and Daly, Martin "The Risk of Maltreatment of Children Living with Stepparents" in Gelles, Richard J. and Lancaster, Jane B., eds., Child Abuse and Neglect: Biosocial Dimensions, Foundations of Human Behavior (New York: Aldine de Gruyter, 1987), pp. 215-232.

১১০ Margolin, Leslie (1992) "Child abuse by mothers' boyfriends: Why the overrepresentation?" Child Abuse & Neglect, Vol. 16, pp. 541-551.

১১১ Daly, Martin & Wilson, Margo I. (1996) "Evolutionary psychology and marital conflict: the relevance of Stepchildren", pp. 9-28 in Buss, D.M. & Malamuth, N., eds., *Sex, power, conflict: feminist and evolutionary perspectives*. New York, Oxford University Press.

১১২ Tucker, Joan S. et al. (1997) "Parental Divorce: Effects on Individual

মাতার ওপর বিভিন্ন পীড়ন সৃষ্টি করে, যা তাদের সন্তান-পরিচর্যার সক্ষমতায় প্রভাব ফেলে এবং তাদের এ পীড়ন প্রবাহিত হয় সন্তানদের ওপরও। বিশেষ করে অল্পবয়সি শিশুরা পিতা-মাতার বিচ্ছেদের কারণে বেশি পীড়িত হয়।

মেরিল্যান্ডের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড সেপারেশনের দুজন গবেষক গোপাল সিং ও স্টেলা ইউ তাদের গবেষণায় রিপোর্ট করেন, 'শিশুদের মৃত্যুহার অধিকহারে বেড়ে যায় যখন পিতা-মাতার ডিভোর্স সন্তানের চতুর্থ জন্মদিনের পূর্বেই ঘটে।'[১১৩]

বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের আত্মহত্যার হারবৃদ্ধি

পিতা-মাতার ডিভোর্সের কারণে সন্তানের মননে যে মানসিক যাতনার সৃষ্টি হয়, তা কখনো কখনো তার সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানেরা জীবনের সকল সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের আশায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, প্যাট্রিসিয়া ম্যাককল এবং তার সহকর্মী কেনেথ ল্যান্ড বলেন, কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, তাদের পিতা-মাতার ডিভোর্স। এই গবেষণাটি প্রকাশিত হয় *সোশ্যাল সাইন্স রিসার্চের* ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায়।

গত তিন দশকে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেড়ে গেছে এবং একই সঙ্গে সারা বিশ্বে পিতা-মাতার মধ্যে ডিভোর্সের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়; বরং অনেক গবেষকই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যাপ্রবণতার উত্থান এবং পিতা-মাতার ডিভোর্সের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। এই ফলাফল পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং হল্যান্ডে[১১৪] কৃত একটি আন্তঃসংস্কৃতীয় গবেষণায়।

Behavior and Longevity" *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 73, pp. 385-386.

১১৩ Singh, Gopal K. and Yu, Stella M. (1996) "U.S. Childhood Mortality, 1950 through 1993: Trends and Socioeconomic Differentials" American Journal of Public Health, Vol. 86, pp. 505-512.

১১৪ Nelson, Franklyn L. et al., (1988) "Youth Suicide in California: A Comparative Study of Perceived Causes and Interventions" *Community Mental Health Journal*, Vol. 24, pp. 31-42; Lester, David and Abe, Kazuhiko (1993) "The Regional Variation of Divorce Rates in Japan and the United States," *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol. 18, pp. 227-230; Velez, Carmen Noevi and Cohen, Patricia (1988) "Suicidal Behavior and Ideation in a Community Sample of Children: Maternal and Youth Reports" *Journal of the American*

যে-সকল পিতা-মাতা প্রায়ই বৈবাহিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন, তারা মনে করেন আলাদা হলে হয়তো সন্তানদের জীবনযাপনের জন্য আরও উত্তম ব্যবস্থা করতে পারবেন। তারা একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যান, যেন সন্তান এমন পরিবেশে বড় না হয়, যেখানে মা-বাবা সবসময়ই ঝগড়া করছে। এটা সত্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া সন্তানের মানসিকতায় বিরূপ প্রভাব পড়ে; কিন্তু এ ধরনের দ্বন্দ্ব সমাপ্তির একমাত্র পন্থা ডিভোর্স নয়। এ ছাড়া আরও অনেক অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর পন্থা রয়েছে, যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটানো সম্ভব। ডিভোর্সকে আপাতদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সমাধান মনে হতে পারে; কিন্তু এর অর্ন্তনিহিত অনেক সমস্যা রয়েছে। যখন ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারা আত্মহত্যা করতে পারে বা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

বৈশ্বিক এ সমস্যাটি কেবল পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মনোবিদ ওডারস্কি এবং পামেলার মতে, 'ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানেরা মনে করে, পিতা-মাতা তাদের পরিত্যাগ করেছে; অথবা হয়তো তাদের ভালোবাসে না বলে তারা আলাদা হয়ে গেছে।'[১১৫] কৈশোরে বয়ঃসন্ধিকালে পা দেওয়ার কারণে এমনিতেই শারীরিক চাপ থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কিশোর-কিশোরী উভয়েরই তাদের জন্মদাতা পিতা-মাতার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কৈশোর বয়স এ ধরনের হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে পার করলে খুব সহজেই তাদের মাথায় আত্মহত্যার চিন্তা চলে আসতে পারে।

পিতা-মাতার মধ্যকার বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছেদপরবর্তী ধকল এতটাই বেশি হয় যে, তার রেশ এক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। এ সময়ে কাঠগড়ায় থাকা পিতা-মাতা মানসিক অবস্থা ও আবেগ উভয় দিক দিয়েই কিছুটা ভারসাম্যহীন থাকে, যার ফলে তারা তাদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে পারে না। অনেক সময় পিতা-মাতা একে অপরের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, ফলে তারা সন্তানদের জন্য নিজেদের মানসিকভাবে উপস্থিত রাখতে পারেন না। তাদের প্যারেন্টিংয়ের দক্ষতা ধীরে ধীরে কমে যায়। অনেক সময় তারা সন্তানদের প্রতি রূঢ় আচরণও করে বসেন। অনেক ডিভোর্সড পিতা-মাতাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা ডিভোর্সের আগের তুলনায় সন্তানের তুলনামূলক ভালো যত্ন নিতে পারছেন কি না? তাহলে অনেকেই ব্যাপারটা স্বীকার করবেন না। হয়তো বলেও বসবেন, আগের চেয়ে আরও ভালো রেখেছেন সন্তানদের। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা

Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 27, pp. 349-356.

১১৫ Wodarski, John S. and Harris, Pamela (1987) "Adolescent Suicide: A Review of Influences and the Means for Prevention," Social Work, Vol. 32, pp. 477-484.

হচ্ছে, ডিভোর্স একটা কৃষ্ণগহ্বরের মতো, যা বিচ্ছেদ হওয়া পিতা-মাতার কাছ থেকে সকল শক্তি শুষে নেয়।

বিয়ে-বিচ্ছেদে সন্তানদের পরীক্ষায় বাজে ফলাফল

ডিভোর্সড পিতা-মাতার সন্তানেরা সাধারণ পরিবারের সন্তানদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় বাজে ফলাফল করে। তাদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং জিপিএ দুটোই কম থাকে। অনেকে কলেজে পর্যন্ত যেতে সমর্থ হয় না। কারণ, ডিভোর্সের ফলে পিতা-মাতা যেমন ডিপ্রেশন ও দুশ্চিন্তায় ভোগেন, সন্তানদের ওপরও ঠিক একই প্রভাব পড়ে। বিচ্ছেদের পর অনেক সময় শিশুদের বাসস্থান বদলে ফেলতে হয়। এর একটা প্রভাব তাদের শিখনদক্ষতা, অর্জন এবং সবমিলিয়ে পুরো শিক্ষাজীবনের ওপরই পড়ে, যেমনটা বলেছেন ফ্যাগান এবং রেক্টর—'যেহেতু এটি স্থায়ী বসবাসজীবনের ওপর প্রভাব ফেলে, তাই ডিভোর্সের কারণে মানুষের শিখনক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জানা গেছে, যে-সকল সন্তানের পিতা-মাতার মধ্যে বিয়ে-বিচ্ছেদ হয়েছে, তাদের খুব কমই হাইস্কুল অতিক্রম করে কলেজে উঠতে পারে এবং অনেকে কলেজের কোর্সও শেষ করতে পারে না।'[১১৬]

তাদের বক্তব্যকে জোরালো করতে ফ্যাগান এবং রেক্টর আমাদের ইমপ্যাক্ট অফ ডিভোর্স প্রজেক্টের দিকে নিয়ে যান, যা মূলত একটি জরিপ। এটা যুক্তরাষ্ট্রের ৬৯৯ জন এলিমেন্টারি লেভেলের শিক্ষার্থীদের ওপর চালানো হয়—এই প্রজেক্টটি পরিচালনা করে ওহাইয়োর কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি, যেখানে দেখা যায়, ডিভোর্সড পরিবার থেকে আসা সন্তানদের বানান, পড়াশোনা এবং গণিতে প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ফলে পুনরায় একই ক্লাসে পাঠানো হয়। এই হার সে-সকল সন্তানের তুলনায় অনেক বেশি, যাদের পরিবারে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটেনি।[১১৭] একইভাবে বারুচ কলেজ, সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের বিজনেস অ্যান্ড গভর্নমেন্টের দুজন অধ্যাপক—অ্যানি হিল এবং জুন ওনেইল—তাদের গবেষণাতেও দেখেন যে, ডিভোর্সড পিতা বা মাতার সঙ্গে বেড়ে ওঠার

---

১১৬ Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১১৭ Popenoe, David (1995) Life Without Father. New York, Martin Kessler Books. p. 57 quoted in: Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

কারণে শিশুদের পরীক্ষার ফলাফলে খুব বাজে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[১১৮]

যখন শিশুরা ডিভোর্সড মায়ের সঙ্গে বড় হয়, তখন বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় (কগনিটিভ টেস্ট) তাদের স্কোর কিছুটা কম হয় পিতার অনুপস্থিতির কারণে।[১১৯] যে-সকল মেয়ে বাবার অনুপস্থিতিতে বড় হয়, গণিতে তাদের ফলাফল বিশেষভাবে খারাপ থাকে, ফলে গড়ে তাদের ফলও খারাপ হয়।[১২০] যেমন : স্ট্যানফোর্ড মেডিক্যাল সেন্টারের সাইকিয়াট্রি-বিভাগের এলিজাবেথ বিং একটি গবেষণা চালান, যেখানে ডিভোর্সড পরিবারের মেয়ে এবং অটুট পরিবারের মেয়ের তুলনা করা হয়। তিনি দেখেন, 'যে মেয়ের পরিবারে বাবা আছে সে মেয়েটির কথা বলার দক্ষতা বেশি ছিল। কারণ, তিনি তার মেয়েকে ছোট বয়সেই বিভিন্ন জিনিস পড়ে পড়ে শোনাতেন।'[১২১]

পড়ালেখায় ডিভোর্সড ও অটুট পরিবারের সন্তানদের মধ্যকার ব্যবধান বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বাড়তেই থাকে। যখন শিশুরা ১৩ বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন পঠনদক্ষতার মধ্যে ডিভোর্সড ও অটুট পরিবারের সন্তানদের মধ্যে প্রায় অর্ধ বছরের পার্থক্য দেখা যায়—এমনটাই পর্যবেক্ষণ করেছেন মনোবিদরা।[১২২]

বিয়ে-বিচ্ছেদে স্নাতকোত্তরের হার হ্রাস

যখন পিতা-মাতা ডিভোর্স খোঁজে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার

---

১১৮ Hill, M. Anne and O'Neill, June, (1994) "Family Endowments and the Achievement of Young Children with Special Reference to the Underclass" Journal of Human Resources, Vol. 29, pp. 1064-1100. Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১১৯ Powell, Mary Ann and Parcel, Toby L. (1997) "Effects of Family Structure on the Earnings Attainment Process: Differences by Gender" *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 59, p. 419, reporting on unpublished research by Frank Mott (1993), prepared for NIH/NICHD. Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১২০ David Popenoe, *Life Without Father*, (New York, NY: The Free Press, 1996), p., 148. Reporting on the findings of Goldstein (1982). Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১২১ Bing, Elizabeth (1963) "The effect of child-rearing practices on the development of differential cognitive abilities" *Child Development*, Vol. 34, pp. 631-648

১২২ Stevenson, Jim and Fredman, Glenda (1990) "The Social Correlates of Reading Ability" *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Vol. 31, Issue 5, pp. 681-698.

সম্ভাবনার ওপরই যেন কুঠারাঘাত করা হয়। এর কারণ দেখিয়েছেন আমেরিকান সমাজবিদ সারা ম্যাকলানাহান এবং গ্যারি স্যান্ডেফার। তারা দেখান, হাইস্কুলেই যে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়েছে তাদের অধিকাংশই এসেছে ডিভোর্সড পরিবার থেকে, তাদের তুলনায় অটুট পরিবারের সন্তানের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।[১২৩]

এ ছাড়া ডিভোর্সের পর যখন তার পিতা-মাতা পুনরায় বিয়ে করেন, তখন সন্তানের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। জন্মদাতা পিতা-মাতার অনুপস্থিতির কারণে যে ক্ষতি হয়, নতুন পিতা-মাতার আগমনে সেটা আর পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না। উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, প্রতি চারজনের একজন সৎ-ছেলেমেয়েই স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয় বাজে ফল অথবা অযাচিত আচরণের কারণে।[১২৪]

ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে অটুট পরিবারের সন্তানদের তুলনায় কম সময় কাটায়। তাই যখন তারা বড় হয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভালো চাকরি পায় না। এ ছাড়া গবেষণা থেকেই দেখা গেছে, ডিভোর্সের কারণে সন্তানদের কলেজপর্যায়ের শিক্ষা-লাভের সম্ভাবনাও অনেকটাই বিনষ্ট হয়ে যায়।[১২৫]

ফিনল্যান্ডের ন্যাশনাল পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউটের দুজন ডাক্তার হিলেভি আরো, এম. ডি., পিএইচ. ডি. এবং উলা পালোসারি, এম. ডি. ফিনল্যান্ডের একটি শহরের কিশোরদের ১৬ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যকার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। *আমেরিকান জার্নাল অফ অর্থোসাইকিয়াট্রির* ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায় তাদের গবেষণাটি প্রকাশিত হয়। ড. আরো এবং ড. পালোসারি দেখান, অটুট পরিবারের সন্তানদের তুলনায় বিচ্ছেদ-হওয়া পরিবারের সন্তানদের কলেজে উপস্থিতির হার ৬০ শতাংশ কম ছিল।[১২৬]

---

১২৩ Sara McLanahan and Gary D. Sandefur, *Growing Up With a Single Parent: What Hurts, What Helps* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994), p. 67.

১২৪ Deborah A. Dawson, "Family Structure and Children's Health and Well Being: Data from the 1988 National Survey of Child Health," *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 53 (1991), pp. 573-584.

১২৫ Powell, Mary Ann and Parcel, Toby L. (1997) "Effects of Family Structure on the Earnings Attainment Process: Differences by Gender" *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 59, p. 425. Quoted in: Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১২৬ Aro, Hillevi M. and Palosaari, Ulla K. (July 1992) "Parental Divorce, Adolescence, and Transition to Young Adulthood: A Follow-Up Study," *American Journal of Orthopsychiatry*. Vol. 62, No. 3, pp. 421-429.

ড. আরোর গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলকে সমর্থন জুগিয়েছে *জার্নাল অফ দ্য আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ চাইল্ড অ্যাডোলেসেন্ট সাইকিয়াট্রি* কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা। সেই গবেষণায় স্যান ফ্রান্সিসকোর ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জুডিথ ওয়ালারস্টেইন দেখান, অভিজাত এলাকার (স্যান ফ্রান্সিসকোর নিকটবর্তী মেরিন কাউন্টি এলাকা) কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী যারা একই হাইস্কুলে পড়া অটুট পরিবার থেকে আসা, তাদের ৮৫ শতাংশই কলেজে ভর্তি হলেও ডিভোর্সড পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীদের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ কলেজে ভর্তি হতে সমর্থ হয়।[১২৭]

ওয়াল্টারস্টেইনের প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর মন্তব্য করেন পরিবারবিশেষজ্ঞ ফ্যাগান এবং রেক্টর। তারা এশিয়ান-আমেরিকান (মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম, চাইনিজ ইত্যাদি অঞ্চলের মানুষ) পরিবারের উদাহরণ দেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাদের বিয়ে-বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে কম। ফ্যাগান এবং রেক্টর লেখেন, 'এশিয়ান-আমেরিকান শিক্ষার্থীদের কলেজে যোগদানের উচ্চহার এই ব্যাপারটিকেই সমর্থন করছে। আমেরিকার সকল জাতিভিত্তিক শ্রেণির মধ্যে এশিয়ান-আমেরিকানদের অটুট পরিবারের হার সবচেয়ে বেশি।'[১২৮]

এসব পরিসংখ্যান থেকে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার হয় যে, ডিভোর্সড পরিবারের সন্তানেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে চাপে পড়ে যায় এবং তাদের অনুভূতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ধরনের শিশুরা অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়, আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবং জীবনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। প্যাট্রিক ফ্যাগান যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের শপথে বলেন, 'যেসব পরিবারের পিতা-মাতা একে অপরকে ত্যাগ করে, তাদের সন্তানদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। তীব্র মানসিক কষ্টে নিমজ্জিত থাকে তারা। স্বাস্থ্যভঙ্গ, ডিপ্রেশন, দুশ্চিন্তা ইত্যাদিতে ভোগে। এমনকি তাদের আয়ু কমে যায়। স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়। খুব কমই কলেজে যায়। স্বল্প উপার্জন করে। মাদক এবং অ্যালকোহলের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায় এবং তাদের মধ্যে হিংস্রতা ও উগ্রতা জন্ম নেয় অথবা ঘরেই নিগ্রহের শিকার হয়।'[১২৯]

---

১২৭ Wallerstein, Judith (1991) "The Long Term Effects of Divorce on Children: A Review" *Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry*, Vol. 30, pp. 349-360.

১২৮ Fagan, Patrick F. and Rector, Robert (June 5, 2000) "The Effects of Divorce on America" The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

১২৯ Fagan, Patrick F. (May 13, 2004) "The Impact of Marriage and Divorce on Children" (The Social Scientific Data on the Impact of Marriage and Divorce on Children before the Senate of the United States: Committee on Commerce,

অধ্যায় ৫

বিয়েবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া

ইসলামি শরিয়া তালাককে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে :

১. তালাকে সুন্নাহ—এই তালাক রাসুল ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে দেওয়া হয়।

২. তালাকে বিদআ—এই তালাকের পদ্ধতি রাসুলের সুন্নাহবিরোধী।

তালাকে সুন্নাহকে আবার তালাকে আহসান ও তালাকে হাসান নামে ভাগ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে স্বামী তার স্ত্রীর মাসিক ঋতুবিহীন অবস্থায় একবারই তালাক উচ্চারণ করে। এ সময়ে সে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক হতে বিরত থাকে এবং তৃতীয় মাসিকের আগে একে আর প্রত্যাহার করে নেয় না। এ ক্ষেত্রে ইদ্দাহর পর্ব শেষ হয়ে গেলে তারা পুনরায় বিয়ে করে নিতে পারবে। অন্যদিকে তালাকে হাসানে যখন স্ত্রী হায়িজ অবস্থায় থাকে না, এমন অবস্থায় তালাক তিনবার উচ্চারণ করা হয়; কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে, তিনটা আলাদা আলাদা তালাক অন্তত তিন মাসের (তিন তুহুর বা পবিত্রতা) ভেতরই দিতে হবে।

তবে তালাকে বিদআর ব্যাপারে ফকিহদের মতভেদ রয়েছে। এ ধরনের তালাক একই মজলিসে একবারেই দেওয়া হয়। যেমন, কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বলে, 'তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক।' আলিমগণ সাধারণত বলে থাকেন যে, তিন তালাক গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এটা বিদআত এবং এভাবে তালাক দেওয়া হারাম। এমন তালাক প্রয়োগের ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ আছে।

এই আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা বর্তমানে দাজ্জালের যুগে বাস করছি। এমন দুনিয়ায় আমাদের বাস, যেখানে মুসলিম পরিবারগুলো আছে দাজ্জালীয় ব্যবস্থার চতুর্মুখী আক্রমণের মুখে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো এবং ইন্টারনেট মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়েছে মহামারির মতো। তাই মুসলিম নারী-পুরুষ মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উত্তম ব্যবহার করলেও কখনো কখনো

Science, and Transportation; Subcommittee on Science, Technology, And Space.) The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

অপব্যবহারও করে থাকে। ফলে তাদের পরিবারে ভাঙন ধরছে।

প্রযুক্তির এই যুগে আমরা প্রায়ই শুনি, মুসলিম পুরুষ (যার ঘরে স্ত্রী-সন্তান রয়েছে) রাগান্বিত বা মাতাল অবস্থায় অথবা অনলাইনে কারও সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে 'তিন তালাক' উচ্চারণ করে ফেলেছে। কিছু মুসলিম পুরুষ তো তাদের স্ত্রীকে মৌখিকভাবেই বলে ফেলে, 'তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক।' আবার কেউ কেউ মেসেজের মাধ্যমে জানায়, কেউ ফেসবুক-পেইজে স্ত্রীর প্রতি তিন তালাকের পোস্ট দেয়। আবার কেউ কেউ টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তিন তালাক টুইট করে। এসব ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার ভাঙনের কারণে নারী এবং শিশুরা বিপদ ও পীড়নের শিকার হয়।

গল্পের দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, অনেক 'ইমোশনাল' স্বামী তাদের ভুল বুঝতে পারে তিন তালাক দেওয়ার পর। এরপর তারা অত্র এলাকার শায়খ বা মুফতির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—এটা থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা আছে কি না। তখন তাদের বলা হয়, ফিতনার এ যুগে এক বসায় তিন তালাকের উচ্চারণ তিন তালাক হিসেবেই গণ্য হবে এবং তার স্ত্রীকে আবার ফিরে পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তার প্রাক্তন স্ত্রী আরেকজনকে বিয়ে করে তার সঙ্গে বাসরযাপনের পর সে ব্যক্তি তাকে তালাক দিলে পুনরায় তারা বিয়ে করতে পারবে। এটাকে বলা হয় 'হালালাহ'।

ইসলামে ধাপে ধাপে বিয়ে-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

ইসলাম এমন এক দীন বা জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ। এ জন্য ইসলাম বিয়ের প্রতি উৎসাহিত এবং ডিভোর্সের প্রতি অনুৎসাহিত করে। ইসলাম ডিভোর্সের অনুমতি দেয়, তবে তা একদম নিরুপায় অবস্থার জন্য—যদি বৈবাহিক সম্পর্কে কোনোভাবেই বনিবনা না হয়, যদি ফিরে আসার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কেবল ডিভোর্সের দিকে এগোনো যায়। এ জন্য হাদিসে এসেছে—'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল কাজ হলো তালাক।'[১৩০]

ইসলাম তালাক দেওয়ার অধিকার কেবল পুরুষদেরই দিয়েছে। কারণ, পুরুষেরাই পরিবারের কর্তা এবং ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী তারাই স্ত্রীদের ভরণপোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ

১৩০ মুসতাদরাকুল হাকিম।

أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক; এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। [সুরা নিসা : ৩৪]

তবে সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখতে ইসলাম নারীদেরও 'খুলা'-এর অধিকার দিয়েছে। স্বামী যদি অত্যাচারী হয় অথবা সংসারে একেবারেই বনিবনা না হয়, স্ত্রী তখন ইসলামি আদালতে গিয়ে তালাকের সপক্ষে যৌক্তিক কারণ উপস্থাপন করতে পারবে। বিচারক যদি মনে করেন তার পক্ষে বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়, তাহলে তিনি বিয়ে বাতিল করে দিতে পারবেন। আমরা এখানে মুসলিম স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার এবং যখন পুরুষেরা নির্যাতন-নিষ্পেষণ করে, তখন কী কী অবিচার নারীদের সঙ্গে করা হয়, সে ব্যাপারে আলোচনা করব।

যদি স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কে বিরোধের সৃষ্টি হয়, সে ক্ষেত্রে কুরআন স্বামী-স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে বলছে, যেন তাদের বিয়েটা টিকে যায়। এ জন্য তারা একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে, যাতে সমস্যার সমাধান হয়। এমনকি তাদের বিছানা আলাদা করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকলে হয়তো তারা তাদের চেতনা ফিরে পাবে এবং এতে হয়তো তাদের রাগ স্তিমিত হয়ে যাবে। যদি এরপরও বিরোধ লেগেই থাকে, তাহলে কুরআন তাদের দুজন সালিশ নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, যাদের একজন স্বামীর এবং আরেকজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে। যেমন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا﴾

আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত। [সুরা নিসা : ৩৫]

কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক বিয়েবিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

কুরআন-সুন্নাহ এবং আমাদের পুণ্যবান উত্তরসূরিদের নির্দেশনা ও আমল থেকে

প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, স্ত্রী যখন পবিত্র অবস্থায় থাকবে (হায়িজ থেকে) তখন তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত না হয়ে স্পষ্টভাবে কেবল এক তালাক দেবে। স্ত্রীকে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, 'আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম।' এরপরে স্বামী চাইলে ইদ্দত (তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত সময়; আর গর্ভবতী না হলে তিন হায়িজ পর্যন্ত) চলাকালেই স্ত্রীকে ফিরিতে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক পুনরায় শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ইদ্দত চলাকালে স্বামী যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়, সে ক্ষেত্রে তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী স্বাধীন হয়ে যাবে। স্ত্রী চাইলে অন্য কারও সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এই পদ্ধতিতে তালাক দেওয়াকে বলা হয় 'তালাকে আহসান'। এটাই তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি। সুতরাং তালাক যদি একান্ত বাধ্য হয়ে দিতে হয়, তবে এই পদ্ধতিতেই দেওয়া উচিত।

এ পদ্ধতিতে তালাকের সুফল

১. সাধারণত তালাক দেওয়ার পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুতপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষ করে স্ত্রীদের মধ্যে। অনুতপ্ত হয়ে তারা সম্পর্ক পুনর্বহালের চেষ্টা করে। যদি পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ থাকে। স্বামী ফিরিয়ে নিলে তারা পুনরায় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু তিন তালাক দিয়ে ফেললে এই সুযোগটা থাকে না। ইদ্দত চলা অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া তো যাবেই না, ইদ্দতের পরেও যাবে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হারাম হয়ে যাবে। যতই চোখের পানি ফেলা হোক, যতই অনুতপ্ত হোক, এতে কোনোই লাভ হবে না। শরিয়ত যা বিধান দিয়েছে, সেটাকে কঠোরভাবে মানতে হবে। স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার কেবল একটাই সম্ভাবনা থাকে, যদিও তা খুবই ক্ষীণ। স্ত্রী যদি অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তার নতুন স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় বা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে বিয়ের মাধ্যমে পুনরায় আগের স্বামীর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

যেহেতু এক তালাক দিলে স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যাপক সময় থাকে, তাই এ সময়টুকুতে নিজেদের ভুল-বোঝাবুঝির সমাধান করে ফেলা যায়। স্ত্রী যদি নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে এবং নিজেকে সংশোধনের ব্যাপারে ওয়াদা করে, স্বামীর সঙ্গে সুন্দর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, সে ক্ষেত্রে স্বামী পুনরায় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। এতে একটি পরিবার ভাঙনের

হাত থেকে রক্ষা পায়। শয়তানকেও নাখোশ করা যায়। স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পুনরায় তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক শুরু করাই যথেষ্ট। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হচ্ছে দুজন স্বাক্ষী রাখা। যেমন : স্বামী দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে বলবে, 'আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করছি।' এতে পরিচিতজনদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না এবং তালাকের বিষয়টির মতো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও সবার জানাজানি হয়ে যাবে।

২. প্রথম তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দত পার হয়ে গেলেও স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তবে স্বামী যদি অনুশোচনাবোধ করে আর স্ত্রীকে আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে জাগে, তবে সে পুনরায় নতুনভাবে মোহর ধার্য করে তাকে বিয়ে করে নিতে পারবে। দ্বিতীয় তালাকে বিচ্ছেদের পরেও যদি এমন হয়, এরপরেও আবার বিয়ে করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্ত তিন তালাক হয়ে গেলে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

দুই তালাক দেওয়ার পরেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে স্বামীর অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-সংসার করতে হবে, যদি-না সে তাকে চিরদিনের জন্য হারাতে চায়। কারণ, পুনরায় তালাকের কথা বলে ফেললে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। স্ত্রীর হায়িজ অবস্থাতেও তাকে তালাক প্রদান করা যাবে না। এটা শরিয়তবহির্ভূত কাজ এবং কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়ত বিয়েব্যবস্থাকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, উভয়ের জন্য ফিরে আসার অনেক দরজা উন্মুক্ত রেখেছে। এ জন্য তালাক দিতে হলে তালাকে আহসান দিতে হবে।

তালাকের ভুল পদ্ধতি

বর্তমানে মানুষ তালাকের মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করে তালাক প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন বানোয়াট, আজগুবি পদ্ধতির কথা শোনা যায়, যার সঙ্গে শরিয়তের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থাটি হলো, একই মজলিসে একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া। অর্থাৎ এমনটা বলা যে, 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক দিলাম, তালাক দিলাম।' যদিও এটা শরিয়তবিরুদ্ধ, তবে এরপরেও তালাক হয়ে যাবে। তালাকে আহসানের ক্ষেত্রে ভাবনাচিন্তার অনেক সুযোগ থাকে, ফিরে আসার পথ খোলা থাকে; কিন্তু এভাবে তালাক দিলে স্ত্রী তার জন্য

হারাম হয়ে যাবে। ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো পথ খোলা থাকবে না একটি বাদে, যার সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। এই আলোচনা আমরা আগেই করে এসেছি।

একই মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার পরে স্বামী অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শরিয়তের নির্দেশনা জানা না থাকার কারণে স্বামী তিন তালাক দিয়ে বসে। কিন্তু স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলার পরে সে জ্ঞান ফিরে পায়। এরপর আলিম, মুফতিদের কাছে গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে, যাতে তাঁরা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার উপায় বাতলে দেন। কিন্তু আলিমগণ যেহেতু শরিয়তের বাইরে যেতে পারেন না, তাই তাঁদেরও এ ক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হিলা-বাহানার আশ্রয় নিতে, যা অত্যন্ত জঘন্য এবং শরিয়তবিরোধী কাজ।[১৩১]

হালালা (তাহলিল) বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ইসলামি আইন দম্পতিকে তিন বার তালাক (পূর্ণ) দেওয়ার পর আবার বিয়ের অনুমতি দেয় না; যদি-না সে নারী আরেকজনকে বিয়ে করে। তাই তিন তালাকের পর কোনো পুরুষের প্রাক্তন স্ত্রী তার সঙ্গে বিয়ের জন্য কেবল তখনই অনুমোদিত হবে, যদি তালাকপ্রাপ্ত সে নারী অন্য পুরুষকে বিয়ে করে এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তালাক অথবা মৃত্যুর মাধ্যমে—যেমনটা কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ﴾

তালাক দু-বার। তার পর বিধি মোতাবিক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। তোমরা তাদের যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা

১৩১ দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও তিক্ততা : ইসলামের নির্দেশনা, মাওলানা হাসিবুর রহমান। *মাসিক আল-কাউসার।*

করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোনো সমস্যা নেই—এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই জালিম।

অতএব, যদি সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পুরুষের জন্য হালাল হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন একজন স্বামী সে গ্রহণ না করে। অতঃপর সে (স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় তাহলে তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যে, তারা একে অপরের নিকট ফিরে আসবে—যদি দৃঢ় ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে। আর এটা আল্লাহর সীমারেখা, তিনি তা এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন, যারা জানে। [সুরা বাকারা : ২২৯, ২৩০]

তাই তালাক-হওয়া দম্পতি আবার বিয়ে করতে পারবে না, যদি না প্রাক্তন স্ত্রী আরেক পুরুষকে বিয়ে করে। ইসলামি শরিয়তে এই আইন করা হয়েছে, যেন মানুষ তালাকের পথে পা বাড়াতে অনুৎসাহিত হয়। আরেকটি কারণ হচ্ছে নারীদের সম্মান রক্ষা। এ ছাড়া যে বিয়ের কারণে স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য আবার হালাল হবে, সে বিয়ে অবশ্যই সঠিক পন্থায় হতে হবে। এর অর্থ তালাকপ্রাপ্ত নারী যদি কেবল আরেক পুরুষকে এ জন্য বিয়ে করে, সে তার বাকি জীবন শান্তিতে কাটিয়ে দেবে এবং তার শিশুসন্তানের ভবিষ্যৎ গড়বে। এমতাবস্থায় যদি তার দ্বিতীয় স্বামীও তাকে কাকতালীয়ভাবে তালাক দিয়ে দেয় অথবা দ্বিতীয় স্বামী মারা যায়, তাহলে পূর্বের স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে করা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন। বিয়ের এই পদ্ধতিটি 'হালালা' (তাহলিল) বিয়ে নামে পরিচিত।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, পুরো ঘটনাটি কাকতালীয়ভাবেই হতে হবে, এতে পরিকল্পনা বা চুক্তির কোনো সুযোগ নেই। পূর্ব-পরিকল্পনা করে হালালার মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরে পেতে পারবে না; অথবা কারও সঙ্গে তাহলিল বিয়ের চুক্তিও করতে পারবে না। ইসলামি আইন কঠোরভাবে সাময়িক বিয়ে (মুতআ) এবং এমন ইচ্ছাকৃত বিয়ে (তাহলিল) নিষিদ্ধ করেছে, যার মাধ্যমে স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। এ ধরনের পূর্ব-পরিকল্পিত বিয়ে হারাম এবং ইসলামি শরিয়তে অবৈধ।

রাসুলের অনেক হাদিস স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করে, তাহলিল বিয়ে হারাম। এসব

হাদিসে রাসুল ﷺ তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে হালালাকে নিজেদের জন্য জায়িজ বানাতে চায়। এ ছাড়া এ ব্যাপারে সমূহ সন্দেহ দূর করে দিয়ে রাসুল ﷺ বলেন,

> রাসুল ﷺ তাহলিলকারী (যে তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করে এই উদ্দেশ্যে যে, সে নারী যেন প্রাক্তন স্বামীর জন্য হালাল হয়) এবং যার জন্য তাহলিল (যে প্রাক্তন স্বামীর জন্য হালাল করা হচ্ছে) করা হয়, তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।[১৩২]

উকবা ইবনু আমির রা. হতে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

> 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে অবহিত করব না?' তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল!' তিনি বললেন, 'সে হলো তাহলিলকারী। আল্লাহ তাহলিলকারী এবং যার জন্য তাহলিল করা হয়, তাদের উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন।'[১৩৩]

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

> আল্লাহর কসম, যদি কোনো মুহাল্লিল অথবা মুহাল্লাল লাহুকে আমার সামনে আনা হয়, আমি তাদের প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলব।[১৩৪]

আল হাকিম নাফি হতে বর্ণনা করেন; আবদুল্লাহ ইবনু উমর বলেছেন,

> রাসুল ﷺ-এর যুগে আমরা একে (তাহলিল বিয়ে) জিনা (ব্যভিচার) গণ্য করতাম।[১৩৫]

ঋতুকালে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

ইসলামে স্বামীকে স্ত্রীর পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, মাসিক বা স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে থাকলে সেটা থেকে পবিত্র হওয়ার পর।

---

১৩২ *সুনানুত তিরমিজি, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু ইবনি মাজাহ।* হাদিসটিকে তিরমিজি হাসান সহিহ বলেছেন। এ ছাড়া ইবনু কাত্তান সহিহ এবং ইবনু দাকিকুল ইদ ইমাম বুখারির শর্তে হাদিসটি সহিহ বলেছেন [*তালখিসুল হাবি* : ৩/১৭০]

১৩৩ *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯৩৬। এই হাদিস *মুসতাদরাকে* বর্ণিত হয়েছে (২/১৯৯), যেখানে একে সহিহ বলা হয়েছে। এ ছাড়া শায়খ আলবানি একে *সহিহ সুনানু ইবনি মাজাহ*-তে হাসান বলেছেন।

১৩৪ *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ৬/২৬৫০।

১৩৫ *মুসতাদরাকে হাকিম* : ২/১৯৯।

ইসলামি ফিকহমতে, যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে মাসিক চলাকালে তালাক দেয়, তাহলে অনেক আলিমের মতে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. এবং আরও কিছু তাবিয়ি; এমনকি ইবনু তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম এবং সামসময়িক আলিম যেমন : ইবনু বাজ, ইবনু উসাইমিনের মতে মাসিক চলাকালে তালাক দিলে সেটা গণ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾

হে নবি, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো। [সুরা তালাক : ০১]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে যে হায়িজ (ঋতুগ্রস্ত) অবস্থায় তালাক দেন, এ ব্যাপারে আরও প্রমাণ রয়েছে। তিনি রাসুল ﷺ-কে এ ব্যাপারে অবগত করলে এটা শুনে তিনি মর্মাহত হন এবং বলেন,

> তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে এবং নিজের কাছে রাখে; যতক্ষণ-না সে মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুমতী হয় এবং আবার পবিত্র হয়। অতঃপর সে যদি ইচ্ছা করে, তখন হয়তো তাকে রেখে দেবে বা সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেবে। আর এটাই তালাকের নিয়ম, যে নিয়মে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের তালাক দিতে বলেছেন।[১৩৬]

এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল আলিম বলেন, এ ধরনের তালাক নিষিদ্ধ; তবে এটাকে তালাক হিসেবেই গণ্য করা হবে। কারণ, যখন রাসুল ﷺ ইবনু উমরের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তালাক হয়েছিল বলেই ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, না হলে তিনি কেন এমন আদেশ দেবেন?

অন্যদিকে যে-সকল আলিম বলেন—হায়িজের সময়ে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ এবং এটি গণ্য হবে না—তাঁরা নিজেদের অবস্থানকে শক্ত করতে নিম্নবর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন,

> রাসুল ﷺ তাকে (ইবনু উমরের স্ত্রী) ফিরিয়ে দেন এবং এটাকে (তালাক) কিছুই গণ্য করেননি।[১৩৭]

একইভাবে *সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত একটি হাদিসে আবু জুবায়ের বর্ণনা করেন,

---

১৩৬ সহিহ বুখারি : ৫২৫১।

১৩৭ সুনানু আবি দাউদ : ২১৮৫।

তিনি আবদুর রহমান ইবনুল আয়মানকে (আজজার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস) বলতে শুনেছেন যে, তিনি ইবনু উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করেন এবং আবু জুবায়ের শুনেন—'এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার মত কী, যে তার স্ত্রীকে হায়িজ অবস্থায় তালাক দিয়েছে?' এর উত্তরে তিনি বলেন, রাসুলের জীবদ্দশায় ইবনু উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দেন। তখন রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'সে যেন তাঁকে পুনর্গ্রহণ করে।' সুতরাং তিনি তাঁকে পুনর্গ্রহণ করলেন। রাসুল ﷺ আরও বললেন, 'যখন (হায়িজ হতে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন (ইচ্ছা করলে) যেন তালাক দেয় কিংবা রেখে দেয়।'

ইবনু উমর বলেন, এরপর আল্লাহর রাসুল ﷺ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

> হে নবি, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো। [সুরা তালাক : ০১][১৩৮]

সুনানুন নাসায়ির একটি বর্ণনায় রয়েছে,

> আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে হায়িজ অবস্থায় তালাক দিলে রাসুল ﷺ তাঁকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেন। পরে তিনি তাঁকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দেন।[১৩৯]

উপরিউক্ত হাদিসগুলোর আলোকে পূর্বের এবং বর্তমানের কিছু আলিম নিম্নে বর্ণিত ফাতওয়া দিয়েছেন, যারা মনে করেন যে, মাসিকের সময়ে তালাক দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. তাঁর *মাজমুউল ফাতওয়াতে* বলেন, অধিকাংশ আলিম এই অবস্থান নেন, মাসিকের সময়ে তালাক দেওয়া হলে তা গণ্য হবে; যদিও তা (মাসিকের সময়ে তালাক) নিষিদ্ধ। অন্যদিকে আরেকদল আলিম রয়েছেন যারা বলেন, মাসিকের সময়ে তালাক দিলে তা গণ্য হবে না। যে-সকল আলিম বলেন, মাসিকের সময়ে তালাক হবে না, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তাউস, ইকরিমা, খাল্লাস, উমর, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনু আরতা, আহলুজ জাহির, ইমাম দাউদ জাহিরি এবং তাঁর সাথিরা, আবু হানিফা, মালিক ও আহমাদের সাথিদের এক দল। একই অবস্থান নিয়েছেন আবু জাফর আল বাকির, জাফর সাদিক এবং

১৩৮ সহিহ মুসলিম : ২৪৮৯।

১৩৯ সুনানুন নাসায়ি : ৩৩৯৮।

আহলুল বাইতের অন্যান্য আলিম।[১৪০]

কাজি মুহাম্মাদ আশ শাওকানি

বিখ্যাত ইয়ামেনি আলিম ও ফকিহ কাজি শাওকানি (১৭৫৯-১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) এ ব্যাপারে ইসলামি ফিকহের ওপর রচিত তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ *নাইলুল আওতারে* লেখেন, 'ইবনু হাজমের *আল-মুহাল্লায়* (তাঁর ফিকহের কিতাব) বর্ণিত হয়েছে, যা ইবনু উমর পর্যন্ত পৌঁছেছে। আবদুল ওয়াহহাব সাকাফি শুনেছেন উবায়দুল্লাহ ইবনু উমর হতে, তিনি নাফি হতে, নাফি ইবনু উমর হতে—'যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে হায়িজের সময় তালাক দেয়, তাহলে সেটা কার্যকর হবে না।' এটির বর্ণনাকারীর ধারা (সনদ) বিশুদ্ধ।

এ ছাড়া ইবনু আবদিল বার রহ., শাবি রাহ. হতে বর্ণনা করেন, 'যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তখন সে হায়িজ অবস্থায় থাকে, তাহলে ইবনু উমরের বক্তব্য অনুযায়ী সেটা গণ্য হবে না।' একই রকম জিয়াদা কর্তৃক আবুজ জুবায়ের হতে বর্ণিত যে, 'রাসুল ﷺ তালাক হিসেবে গণ্য করেননি।' এবং এটি হুমাইদি বর্ণনা করেছেন তাঁর সংকলিত কিতাব *জামা বাইনাস সহিহাইনে (বুখারি ও মুসলিম)*।' যেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি বুখারি ও মুসলিমের শর্তে তাঁর সংকলনে কেবল বিশুদ্ধ বর্ণনাই যুক্ত করবেন।[১৪১]

ইবনু কুদামা আল মাকদিসি

ইমাম মুআফফাক উদ্দিন ইবনু কুদামা (১১৪৭-১২২৩ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর ইসলামি ফিকহের কিতাব *আল-মুগনিতে* লেখেন, 'সুন্নাহসম্মত তালাক হচ্ছে, তাকে পবিত্র অবস্থায় (হায়িজ অবস্থায় নয়) সহবাস ব্যতীত তালাক দেওয়া। স্বামী তাকে এক তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় রাখবে।'[১৪২]

বুরহানুদ্দিন মারগিনানি

বিখ্যাত হানাফি ফকিহ বুরহানুদ্দিন মারগিনানি ফিকহের প্রাচীন কিতাব *আল-হিদায়াতে* উল্লেখ করেন, 'তালাকের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীকে এক তালাক দেবে। সেটা দিতে হবে এমন সময়, যখন স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় থাকে এবং

---

১৪০ *মাজমুউল ফাতওয়া*, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া : ৩৩/৮১। রিয়াদ, মাতবা আর-রিয়াদ।

১৪১ *নাইলুল আওতার*, কাজি মুহাম্মাদ ইবনু আলি শাওকানি। লাহোর, দোস্ত এসোসিয়েট পাবলিশার্স।

১৪২ *আল-মুগনি*, মুআফফাক উদ্দিন ইবনু কুদামা : ৭/৯৮। রিয়াদ, দার আলিমুল কুতুব।

স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করেনি। এরপর সে তাকে এভাবে রেখে দেবে; যতদিন না ইদ্দত পূর্ণ হচ্ছে। এ পদ্ধতিই উত্তম। কারণ, রাসুলের সাহাবিরা চেয়েছেন ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত যেন এক তালাকের অধিক না দেওয়া হয়।'[১৪৩]

শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ

বিখ্যাত সামসময়িক আলিম শায়খ আবদুল আজিজ ইবনু বাজ এ ব্যাপারে ফাতওয়া দেন, 'ঋতুমতীদের তালাক গণ্য হয় না—আলিমদের মধ্যকার দুইটি শক্তিশালী মতের জন্য; যদিও সেটা অধিকাংশ আলিমের মতের বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, এ ধরনের তালাক গণ্য হবে; কিন্তু সঠিক মত হচ্ছে, যা তাবিয়িরা ফাতওয়া হিসেবে দিয়েছেন এবং এটাই ইবনু উমরের ফাতওয়া। এই মত সমর্থন করেছেন শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়িমসহ আরও অনেক আলিম, যাঁরা মনে করেন এ ধরনের তালাক গণ্য হবে না। কারণ, এটি আল্লাহর আইনের বিরোধী। আল্লাহ স্পষ্টভাবেই কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, একজন নারীকে তখনই তালাক দিতে হবে, যখন সে পবিত্র অবস্থায় থাকবে—মাসিক ও নিফাসের রক্ত (প্রসব-পরবর্তী রক্ত) থেকে মুক্ত এবং তার স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করেনি। এ ধরনের তালাক শরিয়া অনুযায়ী অনুমোদিত। যদি তার স্বামী তাকে ঋতুমতী বা নিফাস অবস্থায় অথবা সহবাস-পরবর্তী অপবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে সে তালাক হবে বিদআত এবং তা সিদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ কুরআনে স্পষ্ট বলেছেন,

> হে নবি, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো। [সুরা তালাক : ০১][১৪৪]

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমিন

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'এক লোক তার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়েছে; কিন্তু সে জানত না যে তার স্ত্রী ঋতুমতী—এখন কি সে ব্যক্তির তালাক পতিত হবে?' শায়খ উসাইমিন এ ব্যাপারে ফাতওয়া দেন,

ঋতুমতী অবস্থায় নারীদের তালাক নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে

১৪৩ *আল-হিদায়া : দ্য গাইডেন্স*, বুরহানুদ্দিন মারগিনানি। ব্রিস্টল (ইংল্যান্ড), অমল প্রেস।

১৪৪ *ফাতওয়া আত-তালাক*, আবদুল আজিজ ইবনু বাজ : ৪৪। সংকলন করেছেন ড. আবদুল্লাহ আত তৈয়ার এবং মুহাম্মাদ আল মুসা। রিয়াদ, দারুল ওয়াতান।

আমাদের মতে, শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এ ব্যাপারে যে মত গ্রহণ করেছেন, সেটাই অধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ, মাসিকের সময়ে তালাক দেওয়া হলেও সেটা গণ্য হবে না। কারণ, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যায়। রাসুল ﷺ বলেন,

যে এমন কোনো কাজ করে, যা সুন্নাহসম্মত নয়, তাহলে সেটা বাতিল।'

এর সমর্থনে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের হাদিস রয়েছে, যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়িজ অবস্থায় তালাক দেন। ইবনু উমর রা. তখন রাসুল ﷺ-কে এ ব্যাপারে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, 'তাকে (ইবনু উমর) বলো, তাকে (তার স্ত্রী) ফিরিয়ে নিতে এবং সে যেন তাকে রেখে দেয়; যতদিন-না সে পবিত্র হচ্ছে। এরপর সে চাইলে তাকে রাখতে পারবে; অথবা তালাকও দিতে পারবে।' এরপর রাসুল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ পুরুষদের নারীদের তালাক দেওয়ার আদেশ করেছেন ইদ্দতের (নির্ধারিত সময়) প্রতি লক্ষ রেখে।'

এখানে 'নির্ধারিত সময়' বলতে একজন পুরুষ কেবল তখনই তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে, যখন স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় (হায়িজা থাকবে না) থাকবে এবং সে তার সঙ্গে পবিত্র হওয়ার পর আর সহবাস না করে। এর ভিত্তিতে যদি সে তাকে এমন সময় তালাক দেয়, যখন তার মাসিক চলছে, তাহলে সে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তালাক দেয়নি। ফলে সেটা বাতিল হয়ে যাবে। আমরা বিশ্বাস করি, যে নারীকে তালাক দেওয়া হয়েছে (যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে) সেটা এর মধ্যে পড়ে না এবং সে নারী এখনো তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত।

এটা অপ্রাসঙ্গিক যে, যখন তালাক দেয় তখন তার স্বামী এটা জানত কি না—তার স্ত্রী হায়িজ অবস্থায় আছে নাকি নেই। হ্যাঁ, তার স্ত্রীর অবস্থার ব্যাপারে তার জ্ঞাত থাকা কোনো বিষয় নয়; কিন্তু যদি সে জানত সে ব্যাপারে, তাহলে সে পাপ করে ফেলত এবং তালাকও গ্রহণীয় হতো না। কিন্তু সে যদি না জানত যে, তার স্ত্রী হায়িজ অবস্থায় আছে, তাহলেও তালাক গণ্য হবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্বামীর কোনো পাপ হবে না।[১৪৫]

অতঃপর উপরের সকল প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে, পুরুষদের জন্য তাদের স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। যদিও এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট, পুরুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে এবং তাকে স্পর্শ করা যাবে না, যতক্ষণ-না স্ত্রী হায়িজ থেকে মুক্ত হচ্ছে। এরপর দ্বিতীয়বার হায়িজ হবে এবং সেখান থেকে পবিত্র হবে। এরপর সে তাকে হয়

১৪৫ *ফাতওয়া ইসলামিয়া*, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমিন : ৩/২৬৮। রিয়াদ, দারুস সালাম।

রেখে দিতে পারবে, না-হয় তালাক দিতে পারবে। সুতরাং মাসিকের সময় তালাক গণ্য হয় না। কারণ, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে যায়।

মাসিকের সময় স্ত্রীকে তালাকের নিষেধাজ্ঞায় গভীর মাহাত্ম্য লুকিয়ে রয়েছে। এর একটি মাহাত্ম্য হচ্ছে, স্ত্রীর ঋতুমতী অবস্থায় যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ। তাই শারীরিক স্পর্শের অনুপস্থিতির কারণে স্বামী হয়তো তার স্ত্রীর প্রতি ততটা আকর্ষিত হবে না। এ জন্য স্ত্রী পবিত্র হওয়ার পর দম্পতিটি তাদের মতপার্থক্য আবার বিবেচনা করতে পারে এবং স্বামীও হয়তো তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসবে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, অন্তরঙ্গতা এবং তর্কবিতর্কের পর ভালোবাসায় লিপ্ত হলে (মেক-আপ সেক্স নামে পরিচিত) দম্পতির মধ্যকার মতপার্থক্যগুলো ঘুচে যায় এবং তাদের হৃদয় আবার একত্র হয়।

একই মজলিসে কি তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হবে

তালাক এমন একটি হালাল কাজ, যা আল্লাহ চরমভাবে অপছন্দ করেন, তেমনি এটি হালাল হওয়া সত্ত্বেও শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। জাবির রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন,

> ইবলিস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে তার বাহিনী পাঠায়। তন্মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে—আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে—তুমি কিছুই করোনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে—অমুকের সঙ্গে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা করে দিয়েছি। তারপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে—হ্যাঁ, তুমি খুব ভাল কাজ করেছ।
>
> রাবি আমাশ বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, 'অতঃপর শয়তান তার সঙ্গে আলিঙ্গন করে।'[১৪৬]

হাদিসটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তালাক শয়তানের অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি কাজ এবং সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাঙন ধরাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে, বিভিন্ন উপায়ে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে না চলার কারণে অনেক পরিবারের ক্ষেত্রেই তালাকের মতো করুণ

১৪৬ *সহিহ মুসলিম*: ২৮১৩।

পরিণতি বরণ করে নিতে হচ্ছে। ঠুনকো কারণেও অনেক সময় তালাক দেওয়া হচ্ছে। বিয়ে-বহির্ভূত পাপাচার বেড়ে যাওয়ার কারণে বিয়ের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে গিয়েছে, সমাজের চাপে পড়ে অনেকে বিয়েকে স্রেফ বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে গ্রহণ করছে। বিয়েতে আত্মিক বন্ধন না থাকার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক বজায় থাকছে না, নিয়মিত ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে, যা একসময় তালাকে গড়াচ্ছে; অথচ বিয়ে এবং তালাক কোনোটাই খেলো বিষয় নয়। এ বিষয়ে কুরআনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যেহেতু তালাকের ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই এই শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। না হলে নিয়ত না-থাকা সত্ত্বেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তালাকের সমার্থক যেসব শব্দ রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তালাক যদি পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে দিতেই হয়, তাহলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দিয়েই ক্ষান্ত হতে হবে। 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম' শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট, 'তিন তালাক' বা 'বায়েন' জাতীয় শব্দ বলা যাবে না। সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শরিয়তসম্মত উপায়ে পুনরায় বিয়ে না করলে শারীরিক মিলনের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।

আরেকটি ব্যাপার স্মরণে রাখা উচিত। যেকোনো উপায়েই যদি তিন তালাক দেওয়া হয়, তাহলে বৈবাহিক সম্পর্ক চূড়ান্তভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং শরিয়তসম্মত বিয়ের মাধ্যমেও পুনরায় ফিরিয়ে আনার অবকাশ থাকবে না। একই মজলিসে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেওয়া যেমন—'আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম' উচ্চারণ করা কিংবা বিভিন্ন সময়ে তালাক দিতে দিতে তিন তালাকে পৌঁছে যাওয়া—এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ।

ঘৃণিত কাজটির জন্য আল্লাহ কঠোর বিধান নাজিল করেছেন। যেহেতু তিন তালাক দিলেই স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে সে নতুন স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। নতুন স্বামীর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে লিপ্ত হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলনের পর কোনো কারণে তালাকপ্রাপ্ত হলে বা স্বামী মারা গেলে এর পর পূর্বের স্বামীর সঙ্গে শরিয়তসম্মত বিয়ের মাধ্যমে ফিরে যাওয়ার পথ খোলা থাকে—যদি উভয়েরই এতে সম্মতি থাকে।

তাহলে তালাকের ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ কী?

স্ত্রীকে যদি তালাক দিতেই হয়, তাহলে স্বামী কেবল এক তালাক দেবে, এ ক্ষেত্রে

বাড়াবাড়ি করবে না। এতে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই চিন্তাভাবনার সময় পাবে এবং তারা যদি মনেপ্রাণে পুনরায় নিজেদের মিলন কামনা করে, তবে আল্লাহ তাদের অন্তরকে আবারও ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন, স্বামী আবারও স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। পুনরায় তালাক দেওয়ার পরিস্থিতিতে পড়লেও এভাবে এক তালাকই দেবে, যেন ফিরে আসার রাস্তা খোলা থাকে, উত্তেজনার বশে যেন স্ত্রীর সঙ্গে পূর্ণ বিচ্ছেদ না হয়ে যায়।

কিন্তু এর পরে তৃতীয়বারের মতো যদি আবার তালাক দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া যাবেই না, পুনরায় শরিয়তসম্মত উপায়ে বিয়ে করে ফিরিয়ে নেওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে।

তালাকের ব্যাপারে সহিহ মাসআলা স্পষ্টভাবে জেনে নেওয়া জরুরি। কারণ, সমাজে এ সংক্রান্ত এমন অনেক বানোয়াট মাসআলা প্রচলিত রয়েছে, যার শরয়ি ভিত্তি নেই।

১. তিন তালাক ছাড়াও কি তালাক হয়

অনেকেই এমন ধারণা করে থাকেন যে, তিন তালাক না দিলে কোনো তালাকই হয় না; কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। এক তালাক দিলেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে স্বামী চাইলে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে আবার তালাক দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে আবার তালাক দেওয়া যাবে; কিন্তু তৃতীয়বারের মতো তালাক দিয়ে ফেললে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। কেউ যদি একই মজলিসে তিন তালাক দিয়ে দেয়, সেটা কবিরা গুনাহ হলেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

২. একসঙ্গে তিন তালাক দিলে কি তালাক হবে

আরেকটি ভুল ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক হবে না; অথবা সেটা কেবল এক তালাক হিসেবে বিবেচিত হবে।

একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া যদিও নাজায়িজ; কিন্তু দিয়ে ফেললে তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে যেমন মৌখিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, শরিয়তসম্মত পন্থায় পুনরায় বিয়েও করা যাবে না। এ জন্য তালাকের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন জরুরি, যেন কখনই একই মজলিসে এক তালাকের বেশি না দেওয়া হয়।

৩. গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে কি তালাক হবে

গর্ভাবস্থায় তালাক দিলেও তালাক কার্যকর হবে। এ জন্যই স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। গর্ভাবস্থাসহ অন্য যেকোনো অবস্থাতেই

তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতাকে ঢাল বানানোর সুযোগ নেই। জীবনঘনিষ্ঠ মাসআলা জেনে রাখা ফরজ।

৪. তালাক দিতে কি সাক্ষীর উপস্থিতি প্রয়োজন

সাক্ষীর প্রয়োজন হয় বিয়ের সময়, তালাক দেওয়ার সময় নয়। স্বামী যদি গভীর রাতে একাকী অবস্থায়ও তালাক দেয়, তবু তালাক কার্যকর হবে।

৫. তালাক দেওয়ার সময় কি 'বায়েন' শব্দটি যোগ করতে হবে

তালাক দেওয়ার জন্য 'বায়েন' শব্দটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই, উপরন্তু এর ব্যবহার নাজায়িজ। সাধারণভাবে 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম' বলে তালাক দিলে মৌখিকভাবে রুজু করার (পুনরায় স্ত্রী ফিরিয়ে নেওয়া) পথ খোলা থাকে; কিন্তু তালাকে 'বায়েন' করলে সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার একমাত্র পথ আবারও স্ত্রীকে বিয়ে করা। এ জন্য রেগে গেলেও তিন তালাক কোনোভাবেই উচ্চারণ করা উচিত হবে না; অথচ কিছু স্বামীর অবস্থা এমন যে, তারা তিন তালাককেও যথেষ্ট মনে করে না, 'বায়েন' শব্দটাও উচ্চারণ করে ফেলে। এ যেন গুনাহের উপরে গুনাহ।

৬. রাগান্বিত অবস্থায় তালাক কার্যকর হবে

মানুষ সাধারণত প্রায় সকল ক্ষেত্রে রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দেয়, স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় তালাক দেয় না। তাই এ প্রশ্নটা কিছুটা হাস্যকরও বটে। আসলে তো এমনই হওয়া উচিত ছিল যে, যদি বাস্তবসম্মত ও অনিবার্য প্রয়োজনে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়, তাহলে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে একে অন্যের কল্যাণকামী হয়ে বুঝে-শুনে, সঠিক মাসআলা জেনে নিয়ে মাসআলা অনুযায়ী তালাক প্রদানের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

কিন্তু এমন পন্থা অবলম্বনকারী মানুষের সংখ্যা সমাজে অল্প। তারা কারও সঙ্গে শলাপরামর্শের ধার তো ধারেই না, উলটো রাগের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে এক নিঃশ্বাসে তিন তালাক দিয়ে বসে; কিন্তু রাগ পড়ে গেলেই তার চেহারা পালটে যায়। সে তালাকের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে পড়ে, মনগড়া বিভিন্ন কথা বানাতে থাকে। যেমন : আমি আসলে তালাক দিতে চাইনি; কিন্তু রাগের মাথায় খেয়াল ছিল না ইত্যাদি। এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, তালাকের জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি কাগজে তালাক

লিখে পাঠালে, ফোনে মেসেজ করলে বা হাসিঠাট্টা করে তালাক বলে ফেললেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

অবশ্য কেউ যদি প্রচণ্ড রেগে যায় ও রাগের ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে; আর এ অবস্থায় সে কী বলেছে তার কিছুই মনে না থাকে, তাহলে ওই অবস্থার তালাক কার্যকর হবে না।

আল্লাহ পুরুষদের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন; কিন্তু তাই বলে ক্ষমতার অপব্যবহার কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং আখিরাতেও আল্লাহর কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। বিয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত, তাই এই নিয়ামতেরও বিশেষ কদর করা উচিত। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে। ঠুনকো কারণেই স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসবে না বা তালাক দেওয়ার হুমকিও প্রদর্শন করবে না, একইভাবে স্ত্রীর জন্যও স্বামীর কাছে কথায় কথায় তালাক চাওয়া নাজায়িজ। বিনা কারণে তালাককামী স্ত্রীদের উপরে আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।

স্বামীর জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, তালাকের সকল মাসআলা সঠিকভাবে জেনে নেওয়া। কেবল এই বিষয়টি জানা না থাকার কারণে অনেকের মধ্যে তালাক হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবনযাপন করতে থাকে বছরের পর বছর। অথচ এমনটা করা সম্পূর্ণ অনুচিত। এমন অবস্থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে লুকোছাপা বা ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়া কাম্য নয়। কারণ, বিয়ের সম্পর্কটা একদিন-দুদিনের নয়; বরং বাকি জীবনের গতিপথ এর ওপরে নির্ভর করছে।[১৪৭]

১৪৭ *মাসিক আল-কাউসার, তালাক সম্পর্কিত কিছু ভুলত্রুটি*, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক। (https://www.alkawsar.com/bn/article/628/) এই আর্টিকেলটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৬

সাফা-মারওয়া এবং নারী-পুরুষের মানসিক ভিন্নতা

জৈবিক, আবেগিক এবং মানসিক দিক দিয়ে নারী-পুরুষের ভেতর প্রগাঢ় ভিন্নতা রয়েছে এবং ইসলামও এমনটাই বলে। কুরআন স্পষ্টভাবে বলছে নারী-পুরুষ এক নয়,

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾

আর পুত্রসন্তান কন্যাসন্তানের মতো নয়। [সুরা ইমরান : ৩৬]

নারী-পুরুষের মধ্যকার অন্তর্জাত জৈবিক পার্থক্যের কারণেই তাদের মানসিক ও স্বভাবগত পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষদের ওপর প্রজননচক্রের বিভিন্ন হরমোনজনিত প্রভাব না থাকার কারণে প্রতি মাসে মেয়েদের মতো দুর্ভোগ পোহাতে হয় না। তাই ইসলাম তাদের ওপরই স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ছেলেদের ওপর পরিবারের আর্থিক দিকে খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

নারীরা প্রতি মাসে হায়িজের আগে এবং হায়িজ চলার সময় বিভিন্ন হরমোনাল পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যান। এ জন্য পরিবারের নিরাপদ পরিবেশে থাকতে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া শারীরবৃত্তীয় পার্থক্যের কারণে নারী-পুরুষের অনুভূতিও ভিন্ন হয়। জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ ডাসেলডর্ফের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞানীদের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, পুরুষদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রেইনের 'অ্যামিগডেল' অংশ থেকে। সারা জীবনেও এতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই পুরুষদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু নারীদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রেইনজুড়ে এবং উভয় অর্ধাংশেই (হেমিস্ফিয়ারে)।[১৪৮]

এ কারণে নারীদের জন্য আবেগ হতে অনুভূতিকে পৃথক করতে বেগ পেতে হয়। বৈবাহিক জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলতে নারী-পুরুষের একে অপরকে বুঝতে হবে এবং পরস্পর সহনশীল হতে হবে।

১৪৮ Schneider, Frank, et al. (2000). "Gender Differences in Regional Cerebral Activity during Sadness." *Human Brain Mapping* Vol. 9: pp. 226-238.

পুরুষ কর্তৃক নারীদের মানসিক প্রকৃতি বোঝার গুরুত্ব

নারীরা স্বভাবগতভাবে আবেগতাড়িত হয়ে থাকে, যা শিশুসন্তানকে বড় করে তুলতে অত্যন্ত জরুরি। এরপরও বৈবাহিক জীবনে নারীরা তাদের স্বামীর প্রতি কর্কশ হয়ে উঠতে পারে (যদিও ব্যতিক্রম আছে এবং তাদের ক্ষেত্রে ঠিক উলটোটাও সঠিক হতে পারে)। এই কর্কশ আচরণ আরও বেড়ে যায় তাদের বাচালতার কারণে।[১৪৯] যাই হোক, পুরুষদের বুঝতে হবে নারীদের এমন আচরণ সবসময় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আচরণের এমন উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হয় হায়িজের সময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকা নারীদের হরমোনের দ্বারা। এ জন্য ইসলাম নারীদের ডিভোর্স দেওয়ার পরিপূর্ণ সুযোগ দেয়নি।

ইসলাম লিঙ্গবিভেদ অনুযায়ী প্রতিষেধক দিয়েছে। ডিভোর্সের অধিকার নারীদের দেওয়া হয়নি তাদেরই কল্যাণের জন্য। কোনো নারী যদি অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে বাজে অবস্থায় জীবনযাপন করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ইসলামি আদালতে গিয়ে ডিভোর্স চাইতে পারবেন; আর এ ব্যাপারটা অতি আবেগের মাধ্যমে ঘটে না বলে কেবল রাগের মাথায় নারীরা ডিভোর্স দিতে পারেন না। একটা সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ছাড়াছাড়ি সম্পন্ন হতে পারে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে নারীরা তাদের কর্মের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কেও ভাবার সুযোগ পান। পশ্চিমা সমাজ এসব গভীরভাবে না ভেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই ডিভোর্স দেওয়ার সমান সুবিধা দিয়েছে, ফলে তাদের দেশে ডিভোর্সের হার আকাশচুম্বী।

মেডিক্যাল সাইন্সের বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, নারীদের মনমেজাজের আকস্মিক পরিবর্তন সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকে না; বিশেষ করে হায়িজ শুরুর আগে এবং চলাকালে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি প্রতি মাসেই হয়। নারীরা একে বদলে ফেলতে পারেন না, যেহেতু আল্লাহ তাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এটা তাদের ভাগ্যেরই এক অংশ।

রাসুলের স্ত্রী আয়েশা রা. কাঁদতে শুরু করেন। কারণ, মক্কায় হজের উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর পরপরই তাঁর হায়িজ শুরু হয়ে যায়, ফলে তিনি হজের বিভিন্ন করণীয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুলের

---

১৪৯ Hanlon, Harriet, Robert Thatcher and Marvin Cline (1999). "Gender Differences in the Development of EEG Coherence in Normal Children." *Developmental Neuropsychology* Vol. 16, Issue 3: 479-506.

সঙ্গে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছালে আমি ঋতুমতী হই। এ সময় নবি ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কাঁদছ কেন?' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ! এ বছর হজ না করাই আমার জন্য পছন্দনীয়।' তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুমতী হয়েছ।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'এটা তো আদমকন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজির মতো সমস্ত কাজ করে যাও।'[১৫০]

হায়িজ এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ সকল আদমকন্যার জন্য স্থির করে দিয়েছেন। এ জন্য নারীদের এর ওপর তেমন নিয়ন্ত্রণও থাকে না। তাই পুরুষদের উচিত, এমন সময়ে স্ত্রীদের কর্কশ আচরণ উপেক্ষা করে তাদের প্রতি অধিক সহনশীল হওয়া, যে সময়টি হয়তো মাসের দু-সপ্তাহ পর্যন্তও বর্ধিত হতে পারে (হায়িজের পূর্ববর্তী সময় এবং হায়িজের সময়কাল মিলিয়ে)।

ঋতুকালে নারীদের মানসিক পরিবর্তন

নারী-পুরুষের মধ্যকার প্রজননসংক্রান্ত আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মাসিক চলার সময় নারীদের সেক্স হরমোনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শুরুর প্রায় এক সপ্তাহ আগে প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন নামক সেক্স হরমোনগুলো সবচেয়ে কমে যায়। প্রোজেস্টেরন মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে; কিন্তু এর পরিমাণ কম থাকায় তাদের মেজাজ সহজে ঠান্ডা হয় না। এ ছাড়া ইস্ট্রোজেন কম থাকায় তারা কিছুটা অশান্তিতে ভোগে। এসব কারণে তাদের মেজাজে নিয়মিত পরিবর্তন দেখা যায়। তা ছাড়া আচরণেও পরিবর্তন আসে। তারা আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং কেউ কেউ ডিপ্রেশনেও ভোগে।[১৫১]

প্রি-মেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম (PMS) দ্বারা হায়িজ পূর্ববর্তী ও চলাকালে নারীরা যেসব মানসিক পরিবর্তনের (দুশ্চিন্তা, বিরক্তিভাব, ডিপ্রেশন) মধ্যদিয়ে যান, তাকে বোঝায়। এ ধরনের পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি হয় মাসিক শুরুর কিছুদিন আগ থেকে শুরু করে মাসিকের প্রথম চার দিন পর্যন্ত। এ ছাড়া PMS এ আক্রান্ত নারীরা অসতর্কতা, ভুলোমনা, অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি, সুইসাইডের ইচ্ছা ও অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যায় ভোগেন। সেক্স হরমোনের পরিবর্তনের কারণে

---

১৫০ *সহিহ বুখারি*: ২৯৩।

১৫১ Moir, Anne & Jessel, David (1991). *Brain Sex: The Real Difference between Men & Women*. New York, Carol Publishing Group.

এসব লক্ষণ দেখা যায়।[১৫২] এগুলো কোনো নারীর মধ্যে তীব্র হলে এমন অবস্থাকে Pre-Menstrual Dsyphoric Disorder (PMDD) বলা হয়। এর ফলে তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটে এবং সম্পর্কে অবনতি হয়। ৩০ শতাংশ নারীর ভেতর PMS দেখা যায় এবং ৮ শতাংশ নারী PMDD-তে ভোগেন।[১৫৩]

PMDD-তে ভোগা নারীদের অর্ধেকই মাসিকের সময় হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।[১৫৪] ফ্রান্সের ফৌজদারি আদালতে PMS-কে 'সাময়িক পাগলামি' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৫৫] PMS এর ওপর একটি গবেষণা পরিচালনার পর মেলজেস এবং হ্যামবার্গ বলেন, 'নারীদের হায়িজ চলার সময় যে ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন আসে, তা সেই নারীর ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলতে পারে এবং সমাজেও এর প্রভাব পড়ে। তাই একে খাটো চোখে দেখা উচিত নয়।'[১৫৬]

প্রাক-ঋতুকালে নারীদের আত্মহত্যাপ্রবণতা

হায়িজপূর্ব অসুস্থতা এবং হায়িজের পূর্বে বা তা চলাকালে নারীদের আত্মহত্যাপ্রচেষ্টা—এ দুইয়ের মাঝে বিজ্ঞানীরা শক্তিশালী সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন। PMS-এ তীব্রভাবে আক্রান্ত প্রায় ৩০ শতাংশ নারী মাসিকের পূর্বে ও চলাকালে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি গবেষণা প্রকাশ করা হয় (জার্নাল অফ অ্যাফেক্টিভ ডিজ-অর্ডারে), যেখানে নিউ ইয়র্ক স্টেট সাইকিয়াট্রিক ইন্সটিটিউটের ড. জিন এন্ডিকট আত্মহত্যাকারী নারীদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তাদের মাসিকের সময় আত্মহত্যার হার বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ দেখতে পান। তিনি বলেন, 'হায়িজের ল্যুটিয়াল পর্বের শেষের দিকে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেছে।'[১৫৭]

---

১৫২ "PMS sufferers 'consider suicide" BBC News: Health. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/1154013.stm

১৫৩ Gallenberg, Mary M. (M.D.) http://www.mayoclinic.com/health/pmdd/AN01372.

১৫৪ Stone, Michael H. (1982). "Premenstrual tension in borderline and related disorders". Behaviour and the Menstrual Cycle. R.C. Friedman (ed.). New York, Dekker: 317-343.

১৫৫ Moir, Anne & Jessel, David (1991). *Brain Sex: The Real Difference between Men & Women*. New York, Carol Publishing Group.

১৫৬ Melges, Fredrick T. and Hamburg, David A. (1976). Psychological effects of hormonal changes in women. *Human Sexuality in Four Perspectives*. Frank A. Beach (ed.). Baltimore (Maryland), Johns Hopkins University.

১৫৭ Endicott, Jean (1993) "The menstrual cycle and mood disorders" *Journal of Affective Disorders* Vol. 29, Issue 2, pp. 193-200.

একইভাবে *জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির* আগস্ট-১৯৮৬ সংখ্যায় একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়, যেখানে উইলিয়াম প্রাইস এবং লিন ডিমারজিও বলেন, 'দ্য প্যারামেনস্ট্রুয়াম (মাসিকের চার দিন আগ থেকে মাসিকের অন্তর্গত আরও চার দিন) মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল এবং মানসিক বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সময়ে আত্মহত্যা-প্রচেষ্টা বেড়ে যায়। তা ছাড়া আত্মহননের ঝোঁকও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।'[১৫৮] এই ফলাফল মিলে যায় ব্রিটিশ ফিজিশিয়ান ড. ক্যাথেরিন ডাল্টনের কয়েক যুগ আগের এক স্টাডির সঙ্গে। তিনি তখন লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করছিলেন এবং ব্রিটিশ মহিলাদের ওপর বিস্তর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন, ল্যুটিয়াল দশায় (হায়িজের কয়েকদিন আগের সময়) আত্মহত্যাপ্রবণতা প্রাক-ডিম্বকীয় দশা (Pre-Ovabulatory Phase)-এর চেয়ে ১৭ গুণ বেশি।[১৫৯]

প্রাক-ঋতুকালে মানসিক বৈকল্য এবং আক্রমণাত্মক ভাব

হায়িজের পূর্বে এবং ঠিক পরেও নারীদের দেহ হরমোনের প্রভাবের কারণে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যায়। এ ধরনের অধিকাংশ পরিবর্তনই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এ কারণে অনেক নারীই মাসিকের পর ডিপ্রেশনে ভোগে। উইমেন'স নিউট্রিশনাল অ্যাডভাইজরি সার্ভিস কর্তৃক ৪০০ জন নারীর (যাদের মাসিকের মাঝামাঝি থেকে মারাত্মক PMS ছিল) ওপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। সেখানে দেখা যায়, PMS-এ ভোগা ১০ জন নারীর মধ্যে আটজনের ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এই জরিপে এটাও দেখা গেছে, ১০ জনের মধ্যে আটজন নারীই তাদের মাসিক শুরু হওয়ার দুসপ্তাহ আগে থেকেই মানসিকভাবে কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন। এই জরিপে দেখা যায়, ১০ থেকে ১৫ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে PMS-এ ভোগা নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে PMS-এর জন্য ডাক্তাররা কোনো কার্যকর চিকিৎসা বা ওষুধ বের করতে পারেননি। মেডিক্যাল সাইন্স কেবল ব্যথানাশক ওষুধ দেয় অথবা প্রোজ্যাকের মতো শক্তিশালী অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট দিয়ে দেয়, যার কারণে কেবল উপসর্গগুলো সাময়িকের জন্য দূরীভূত হয়।

---

১৫৮ Price, William A. and DiMarzio, Lynn (Aug 1986) "Premenstrual tension syndrome in rapidcycling bipolar affective disorder" *Journal of Clinical Psychiatry*, Vol. 47, Issue 8, pp. 415-417.

১৫৯ Dalton, Kathrina (1959) "Menstruation and acute psychiatric illnesses". *British Medical Journal*, Vol. 1, pp. 148-149.

PMS সংক্রান্ত আরেকটি গবেষণা চালানো হয় ১৯৮৫ হতে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। সেখানে দেখা যায়, PMS-এ ভোগা নারীদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই মুড সুইংয়ে ভোগে, ৯২ শতাংশ ডিপ্রেশনে পড়ে যায়, ৮৪ শতাংশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, ৯৪ শতাংশ দুশ্চিন্তায় ভোগে এবং ৭৩ শতাংশ নারীর লিবিডো হ্রাস পায় (যৌনমিলনের ইচ্ছা হ্রাস পায় PMS এর সময়)।[১৬০] একইভাবে দেখা গেছে, ৫০ শতাংশ নারী অপরাধীই তাদের অপরাধকর্ম করেন প্রাক-হায়িজ বা হায়িজ চলাকালে। যেখান থেকে বোঝা যায়, নারীরা মাসের এ সময়টুকুতে কী রকম সহিংস হয়ে উঠতে পারে।[১৬১]

প্রাক-ঋতুকালে ঘটিত দুর্ঘটনা

ড. ডাল্টন PMS-এর সঙ্গে দুর্ঘটনা এবং অপরাধের সম্পর্ক খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালান। রেট্রোস্পেক্টিভ ক্যালকুলেশন-পদ্ধতি ব্যবহার করে ড. ডাল্টন তীব্র মানসিক অসুস্থতা এবং দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সঙ্গে হায়িজের সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি দেখেন, যে-সকল নারীকে তীব্র মানসিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তার ৪৫ শতাংশই প্যারামেনস্ট্রুয়াম দশায় (হায়িজ শুরু হওয়ার আগের চার দিন এবং হায়িজের প্রথম চার দিন) এবং মারাত্মকভাবে দুর্ঘটনায় আহত নারীদের ৫২ শতাংশও এই দশা চলাকালেই হাসতাপালে এসেছে।[১৬২]

ড. ডাল্টন আরেকটি বড়সড় গবেষণা চালান, যেখানে হায়িজের সঙ্গে অপরাধমূলক আচরণের মধ্যকার সম্পর্ক খুঁজে দেখা হয়। এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের* ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের সংখ্যায়। তিনি তার ছয় মাসব্যাপী এই দীর্ঘ তদন্তমূলক গবেষণাটি চালান একটি ব্রিটিশ নারীকারাগারে, যেখানে তিনি ২৮ দিনের মধ্যে অপকর্মের ফলে জেলবন্দি নারীদের ১৫৬ জন আসামীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায়, অর্ধেক (৪৯%) অপরাধই সংঘটিত হয়েছে হায়িজ শুরুর চার দিন আগে অথবা হায়িজের প্রথম চার দিনে। একই জেলখানাতেই তিনি যে-সকল নারীর বিরুদ্ধে জেলখানাতেই বাজে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যে ৯৪ জন নারীকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাদের ৫৪ শতাংশই সেই আট দিনের দশা চলাকালেই বাজে আচরণ করেছে। তিনি গবেষণার ইতি টানার

১৬০ Stewart, Maryon (1997) *No More PMS!* London, Vermilion (Random House).

১৬১ Moyer, Kenneth E. (1987). Violence and Aggression: A Physiological Perspective. New York, Paragon House.

১৬২ Dalton, Katharina (1960b) "Menstruation and accidents". *British Medical Journal* Vol. 2, pp. 1425-1426.

সময় লেখেন, PMS-এর বিভিন্ন উপসর্গ যেমন : রাগ, বিরক্তি ও তন্দ্রাভাব এবং স্মরণশক্তি হ্রাস ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের জন্য দায়ী হয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে কাউকে নির্যাতন বা হিংস্রতা প্রদর্শনের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে।'[১৬৩]

ড. ডাল্টনের PMS-সংক্রান্ত তদন্ত জেলখানাতেই থেমে থাকেনি; তিনি স্কুলের মেয়েদের আচরণের সঙ্গে হায়িজের সম্পর্ক খুঁজেন। তিনি এই গবেষণাটি একটি ব্রিটিশ আবাসিক স্কুলে পরিচালনা করেন, যা পরবর্তীকালে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে* প্রকাশিত হয়।[১৬৪] ব্রিটিশ স্কুলের একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, বাজে আচরণের জন্য যে গ্রেড দেওয়া হয় তা টুকে রাখা হয় এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজের তালিকাও রাখা হয়। এমনকি মেয়েদের হায়িজের তারিখও লিখে রাখা হয়। এসবের সাহায্য নিয়ে ড. ডাল্টন তার পরীক্ষা চালান। স্কুলের নিয়ম অনুযায়ী অপরাধ, এমন ২৭২টি অপরাধকে বিশ্লেষণের পর দেখা যায়, একটা বিশাল অংশ (২৯ শতাংশ) অপরাধই সংঘটিত হয়েছিল হায়িজের চার দিনের মধ্যবর্তী সময়ে। হায়িজ চলাকালে ঘটা অগ্রহণযোগ্য আচরণগুলোর (স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী) উদাহরণ হচ্ছে—অনিয়মানুবর্তিতা, ভুলে যাওয়া, খেলাধুলা এড়িয়ে চলা ইত্যাদি, যেগুলো হায়িজের মধ্যেই বেশি বেশি ঘটেছে।[১৬৫]

তাই PMS-এর ব্যাপারে হায়িজের আগে এবং চলাকালে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হয়েছে, সেগুলো হতে আমরা নারীদের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য ফিমেল হরমোনগুলোকে দায়ী করতে পারি। তবে এ জন্য তাদের দোষারোপ করা ঠিক নয়। স্ত্রী তর্ক করলে পুরুষদের বেনেফিট অফ ডাউট দিয়ে দেওয়া উচিত এবং দেখা উচিত, কেন স্ত্রী রেগে যাচ্ছে এবং অখুশি থাকছে। তাহলে তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছতে পারবে এবং একটি পরিবার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ইসলাম বিয়েকে উৎসাহিত করেছে এবং বিয়ে-বিচ্ছেদকে করেছে অনুৎসাহিত। ইসলামি শরিয়ার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা। ইসলাম PMS-এর বাজে প্রভাব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, যা নারীদের

---

১৬৩ Dalton, Katharina (1961) "Menstruation and crime". *British Medical Journal,* Vol. 2, pp. 1752-1753.

১৬৪ Dalton, Katharina (1960a) "Effect of menstruation on school girls' weekly work". *British Medical Journal*, Vol. 1, pp. 326-328.

১৬৫ Dalton, Katharina (1960c) "School girls' behavior and menstruation". *British Medical Journal*, Vol. 2, pp. 1647-1649; Dalton, Katharina (1971) *The Premenstrual Syndrome.* Springfield (Illinois), C. C. Thomas Press.

ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেভেলে আক্রমণ করতে পারে এবং এর কারণে নারীরা স্বামীদের কাছে ডিভোর্স চেয়ে বসতে পারে; অথবা স্বামীও স্ত্রীর আচরণে চরম বিরক্ত হয়ে ডিভোর্সও দিয়ে ফেলতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হবে যে, কেন কুরআনে ডিভোর্সকে নারীদের হায়িজের সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে—যেমনটা কুরআন বলছে,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

> হে নবি, (বলুন), তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো। [সুরা তালাক : ১]

একইভাবে একটি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে;

> ইবনু উমর রা. তাঁর স্ত্রীকে আল্লাহর রাসুলের জীবদ্দশায় তালাক দেন। তালাকের সময় স্ত্রী হায়িজ অবস্থায় ছিলেন। তখন উমর রা. এ বিষয়ে রাসুলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বলেন—স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে। তাই তিনি ফিরিয়ে নেন। এরপর রাসুল ﷺ আরও বলেন, 'যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে ইচ্ছা হলে রেখে দেবে অথবা তালাক দেবে।'
>
> ইবনু উমর রা. বলেন, রাসুল ﷺ এরপর এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, 'হে নবি, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করো, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিয়ো।'[১৬৬] [সুরা তালাক : ০১]

ইবনু উমরের ঘটনা নিয়ে আরেকটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে;

> রাসুল ﷺ তাঁকে (ইবনু উমরের স্ত্রী) ফিরিয়ে দেন এবং একে গণ্য (তালাক) করেননি।[১৬৭]

অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে *সুনানুন নাসায়ি*তে। সেখানে বলা হয়েছে,

> আবদুল্লাহ ইবনু উমর তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন, যখন তিনি হায়িজ অবস্থায় ছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেন এবং এরপর আবদুল্লাহ ইবনু উমর তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন, যখন তিনি হায়িজ অবস্থায় ছিলেন না।[১৬৮]

---

১৬৬ সহিহ মুসলিম : ৩৪৮৯।

১৬৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৮৫।

১৬৮ সুনানুন নাসায়ি : ৩৩৯৮।

অধ্যায় ৭

কীভাবে রক্ষা পাবে মুসলিম পরিবার

ইসলাম বিয়ের আদর্শগত তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। ইসলামের মতে বিয়ে কেবল রূপকথার গল্প নয়, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটে না; বরং ইসলাম দেখিয়েছে জীবন কেবলই সুখময় যাত্রা নয়, বৈবাহিক জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। যখন মানুষ একসঙ্গে থাকে, তখন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, তাদের একে অপরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। আমাদের কেউই ফেরেশতা নয়। আমরা মানুষ, যাদের বিভিন্ন পছন্দ রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে। জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে ব্যতিক্রম নয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক চুক্তি। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে কীভাবে মুসলিম ঘর এবং পরিবারকে ডিভোর্স ও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

স্ত্রীর প্রয়োজন ভালোবাসা এবং পুরুষেরা চান সম্মান

বৈবাহিক জীবনে পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা এবং যত্নের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, পুরুষদের স্ত্রীদের প্রতি ভালোবাসা এবং স্নেহ দেখাতে বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রীদের স্বামীদের প্রতি সম্মান এবং আনুগত্য-প্রকাশে উৎসাহিত করা হয়েছে; (যতক্ষণ-না আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশের বাইরে কিছু করতে বলা হচ্ছে)। আল্লাহ তাআলা অমুসলিম স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন স্ত্রীদের ভুলগুলো উপেক্ষা করে এবং তাদের প্রতি দয়ালু ও ভালোবাসাপূর্ণ হয়। কুরআনের অনেক জায়গায় এসেছে,

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা

তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। [সুরা নিসা : ১৯]

﴿وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

আর যদি তোমরা মার্জনা করো, এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করে দাও (স্ত্রী-সন্তানদের দোষ), তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। [সুরা তাগাবুন : ১৪]

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ মুসলিম স্বামীদের এই উপদেশ দিয়েছেন,

আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের উপরের হাড়। যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে যাবে। আর তা যেভাবে আছে সেভাবে যদি রেখে দাও, তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব, তোমাদের নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।[১৬৯]

রাসুল ﷺ আরও বলেন,

তোমাদের মধ্যে ইমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যে-সকল লোক নিজেদের স্ত্রীর নিকট উত্তম, তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।[১৭০]

কুরআন-সুন্নাহে যেখানে পুরুষদের তাদের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং দয়া দেখাতে বলা হয়েছে, সেখানে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহে নারীদের স্বামীদের প্রতি দয়ালু এবং ভালোবাসাপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়নি। কারণ, অধিকাংশ নারীদের ভেতর তাদের স্বামীকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসার গুণটা স্বভাবতই থাকে। এ কারণেই সাধারণত পুরুষেরা কখনোই আক্ষেপ করে বলে না, তাদের স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসে না। তবে অনেক স্বামীই এই অভিযোগ করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের সম্মান করে না। তাই কুরআন-সুন্নাহে স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমরা সবাই জানি, মুখের বুলির চেয়ে কাজের গুরুত্ব বেশি। সম্মান যেন শুধু মুখে না থাকে; বরং তা কাজের মাধ্যমে দেখানো হয়। কাউকে সম্মান করা মানে অন্যের

---

১৬৯ *সহিহ বুখারি* : ৫১৮৪। *সহিহ মুসলিম*।

১৭০ *সুনানুত তিরমিজি* : ৮/৬২৮। হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজি হাসান বলেছেন। বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রা.।

ইচ্ছা ও পরামর্শের প্রতি সম্মান দেখানো। অন্যের পরামর্শকে সম্মান দেখানোর অর্থ সেই ব্যক্তির পরামর্শ মেনে চলা। যখন আমরা কোনো নেতাকে সম্মান দেখাই, তখন নেতা যা বলেন আমরা তা-ই করি। এ ক্ষেত্রে খুব সহজেই বোঝা যায়, যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে সম্মান প্রদর্শন করবে, তখন তাকে তার স্বামীর ইচ্ছাকেও সম্মান জানাতে হবে। রাসুল ﷺ বলেন,

> যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে বলা হবে, তোমার ইচ্ছামতো যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।[১৭১]

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ড. এমারসন এগেরিক্স তার গ্রন্থ *লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট : দ্য লাভ শি মোস্ট ডেজায়ার্স ; দ্য রেস্পেক্ট হি ডেসপারেটলি নিড্স*-এ প্রায় একই রকম কথা বলেছেন। ড. এগেরিক্স ব্যাখ্যা করে বলেন, 'বৈবাহিক সম্পর্কে স্বামীর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সম্মান, যেখানে স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে জরুরি ভালোবাসা এবং যত্ন।'

তিনি আরও বলেন, 'বৈবাহিক সম্পর্ক তখনই নষ্ট হয়, যখন দম্পতি পাগলামির চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন : স্ত্রী বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে দেখাতে চায় যে, স্বামী তার প্রতি কোনো ভালোবাসাই দেখাচ্ছে না। সে জন্য সে মাঝেমধ্যে স্বামীকে অসম্মান করে, ফলে স্বামীও স্ত্রীর প্রতি আরও বেশি অসদাচরণ করতে থাকে।'

ড. এগেরিক্স পরামর্শ দেন, কোনো বিয়েকে সফল করতে হলে এবং 'পাগলামির চক্র' ভেঙে বেরিয়ে আসতে হলে স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীর প্রতি শর্তহীন ভালোবাসা দেখাতে হবে এবং স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি অগাধ সম্মান দেখাতে হবে। তাই স্বামীর উচিত নয়, স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোর অপেক্ষায় থাকা; বরং মনপ্রাণ দিয়েই স্ত্রীকে ভালোবাসা উচিত। একইভাবে স্ত্রীরও এমনটা বলা উচিত নয়—আগে স্বামীর দিক থেকে ভালোবাসা দেখাতে হবে এবং এরপর তিনি স্বামীকে সম্মান করবেন। যদি বিবাহিত যুগল ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা না রাখে এবং একে অপরকে শর্তহীনভাবে ভালো না বাসে, তাহলে চিরজীবন তারা পাগলামির

---

১৭১ *মিশকাতুল মাসাবিহ*। বর্ণনা করেছেন আনাস ইবনু মালিক। এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন ইবনু হাজার আসকালানি তাঁর *তাখরিজ মিশকাতুল মাসাবিহে* (৩/৩০০)। ইবনু হিব্বান হাদিসটিকে সহিহ *ইবনু হিব্বানে* (৪১৬৩) সহিহ বলেছেন। আলবানি এটাকে *তাখরিজু মিশকাতুল মাসাবিহে* (৩১৯০) হাসান বলেছেন।

চক্রে বন্দি থাকবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বুঝতে হবে, বৈবাহিক সম্পর্কে তাদের উভয়কেই উভয়ের প্রয়োজন।[১৭২]

এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম সাংবাদিক ইয়াসমিন মোজাহিদ বলেন, 'কেন আমাদের মতো নারীদের স্বামীকে সম্মান এবং তার ইচ্ছাকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে? কারণ, পুরুষদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

> আল্লাহ বলেন, পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল; এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে...। [সুরা নিসা : ৩৪]

কিন্তু স্বামীর প্রতি এই শর্তহীন ভালোবাসা কি নারীদের দুর্বল অবস্থায় রেখে দিচ্ছে না? আমরা কি নিজেদের নির্যাতিত হওয়ার দিকেই ঠেলে দিচ্ছি না? এর ঠিক বিপরীতটাই দেখা গেছে কুরআন-সুন্নাহে এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায়। নারীরা তাদের স্বামীদের প্রতি যতটা সম্মান দেখায়, স্বামীও তাকে ততটাই বেশি ভালোবাসে এবং তার স্ত্রী যতটা অসম্মান করে, স্বামীও স্ত্রীর প্রতি ততটাই রুক্ষ আচরণ করে।'[১৭৩]

বিয়ে রক্ষার ব্যাপারে কিছু পরামর্শ

নিম্নে উল্লেখিত কিছু পরামর্শ হয়তো বিয়েকে রক্ষার ব্যাপারে কার্যকর হবে,

১. মুসলিম যুগলদের শেখানো উচিত, যেন তারা বিয়ের অঙ্গীকারকে সাধারণভাবে না নেয় এবং ডিভোর্সের ব্যাপারে যেন অন্তরে অনিচ্ছার ভাব পোষণ করে। অসুখী যুগলদের মনের মধ্যে যেন শুধু এ ব্যাপারটি ঘুরাফেরা না করে যে, যেকোনো বৈবাহিক সমস্যার একমাত্র সমাধান ডিভোর্স। আদতে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর সমাজবিদ লিন্ডা ওয়েইট পরামর্শ দিয়েছেন যে, 'সুখী হতে হলে অসুখী যুগলদের সবার আগে ডিভোর্সকে এড়িয়ে যেতে হবে।'[১৭৪]

---

১৭২ Eggerichs, Emerson (2004). *Love & Respect: The Love She Most Desires; The Respect He Desperately Needs*. Nashville (Tennessee), Thomas Nelson.

১৭৩ ইয়াসমিন মুজাহিদ (জানুয়ারি ০৪, ২০১১) 'এ সাকসেসফুল ম্যারেজ : দ্য মিসিং লিংক' SuhaibWebb.com:Your Virtual Mosque (https://tinyurl.com/yxhr5ec5)

১৭৪ Waite, Linda J., Don Browning, William J. Doherty, Maggie Gallagher, et al. (2002). Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages. New York, Institute for American Values.

২. ইসলাম বিয়েকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। যখন মানুষ নিজেকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি হ্রাস পায়। অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভীতি কাজ না করলে মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসাও কমে যায়। তারা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পরিবারের (স্ত্রী-সন্তান) ভালো দিক নিয়ে চিন্তা করে না। কোনো সন্দেহ নেই, দীন এবং ইবাদতমগ্নতা বিয়েকে রক্ষা করতে সক্ষম। 'রিলিজিওন' শব্দটি এসেছে গ্রিকভাষার মূল 'রিলিজিও' থেকে, যার অর্থ 'জুড়ে রাখা'। তাই ধর্মে মনোযোগী হওয়ার কারণে পরিবারকে 'জুড়ে রাখা' সম্ভব হয় এবং ডিভোর্স এড়ানো যায়। ন্যাশনাল লঙ্গিটিউডিনাল সার্ভে অফ অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, ওয়েভ ১, ১৯৯৫-এর জরিপে দেখা যায়, যে অটুট পরিবারের সদস্যরা ধর্মপালন ও ইবাদতে জড়িত ছিল, সেই পরিবারের সন্তানদের স্কুল-কলেজের ফলাফল তুলনামূলক ভালো হয়েছে। অন্যদিকে ডিভোর্সড ও অধার্মিক পরিবারের সন্তানদের ফলাফল ছিল খুবই নিম্নমানের।''[১৭৫]

৩. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পিতা-মাতারই উচিত, পুত্র বা কন্যার বৈবাহিক জীবন বা বৈবাহিক সমস্যার ব্যাপারে বেশি নাক না গলানো। তাদের অধিক হস্তক্ষেপ পুরো ব্যাপারটির পরিণতি আরও খারাপ পর্যায়ে নিতে পারে। যুগলদের উচিত, তারা পিতা-মাতার সঙ্গে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক থেকে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে পরস্পর অধীনের সম্পর্কে জড়ানো। এ ব্যাপারে মুসলিম অ্যাক্টিভিস্ট মুনিরা লেকোভিচ এজেলডাইন মুসলিম যুগলদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, মুসলিম যুগলদের উচিত হবে না, তাদের বৈবাহিক জীবনের প্রতিটা সমস্যা তাদের পিতা-মাতাকে জানানো। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের পক্ষই নেবে।

এজেলডাইন লেখেন, 'দম্পতিকে আগেই ঠিক করে রাখা উচিত, তারা কোন কোন বিষয় পিতা-মাতার সঙ্গে শেয়ার করবে এবং কোন কোন বিষয় নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। তাদের একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, তারা তাদের পরিবারকে

---

১৭৫ Fagan, Patrick F. (May 13, 2004) "The Impact of Marriage and Divorce on Children" (The Social Scientific Data on the Impact of Marriage and Divorce on Children before the Senate of the United States: Committee on Commerce, Science, and Transportation; Subcommittee on Science, Technology, And Space.) The Heritage Foundation Backgrounder, Issue No. 1373, Washington, DC.

টিকিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তাদের জীবনে বৈবাহিক সম্পর্কই যেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের হয়।

প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য, তাদের সম্মানের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। এমনকি পিতা-মাতার সামনেও যেন অপরজনের সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, এদিকে লক্ষ রাখা।

—তারা তোমাদের এবং তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ... [সুরা বাকারা : ১৮৭]

পোশাকের মতোই স্বামী-স্ত্রীর একজনের উচিত অপরজনকে সুরক্ষা দেওয়া, যেন তাদের ব্যাপারে কেউ বাজে কথা বলতে না পারে। এখান থেকেই পিতা-মাতার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যে, দম্পতি এমন এক একক, যাকে ভাঙা উচিত নয়...। কারও স্বামী-স্ত্রীর প্রতি বাজে মন্তব্য অবশ্যই সহ্য করা উচিত নয় এবং পিতা-মাতারও এটা বোঝা উচিত, সন্তানের স্বামী-স্ত্রী সবসময়ই সম্মানিত হবে, এমনকি তার অনুপস্থিতিতেও।'[১৭৬]

৪. মুসলিম দেশগুলো বিয়ের লাইসেন্স ফির ওপর ডিসকাউন্ট ধার্য করতে পারে। বিয়ে করতে যাচ্ছে, এমন পুরুষ ও নারীদের জন্য চার ঘণ্টার বিয়ের প্রস্তুতিমূলক ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। এই প্রাক-বৈবাহিক ক্লাসের একাংশে আলোচনা করা হবে নারী, পুরুষ, সন্তান এবং সমাজের ওপর ডিভোর্সের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে। এ ছাড়া ক্লাসে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হবে যে, কীভাবে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে এবং অন্তরের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে বিয়ে সফল করা যায়। অবশ্যই ক্লাসগুলো হতে হবে ফ্রি-মিক্সিংমুক্ত। কারণ, সহশিক্ষার ধারণা পুরোপুরি ইসলামের বিপরীত এবং এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা নৈতিক ও মানসিকভাবে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।[১৭৭]

৫. মুসলিম দেশগুলোর উচিত জনসম্মুখেই বিভিন্ন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা এবং টেলিভিশন ও রেডিওতে মানুষকে ডিভোর্সের ক্ষতিকর প্রভাব

---

১৭৬ Ezzeldine, Munira Lekovic (Jan. 21, 2011) "In-Law Interference" SuhaibWebb.com: Your Virtual Mosque. (http://www.suhaibwebb.com/relationships/marriage-family/in-law-interference-2/)

১৭৭ Mushtaq, Gohar, Ph.D. (2015). *The Hijaab: Liberation or Oppression? : A Detailed Discussion in the Light of Scientific Research*. Riyadh, International Islamic Publishing House.

সম্পর্কে জানানো। যেমন : আলিমদের বক্তব্য টিভি ও রেডিওতে তুলে ধরা যেতে পারে, আবার টিভিতে সমাজের ওপর ডিভোর্সের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব লিখিত বার্তা আকারে প্রচার করা যেতে পারে।

৬. ইসলামিক সংস্থা এবং সরকার বিভিন্ন প্যামফ্লেট এবং ব্রোশার তৈরি করতে পারে, যেখানে বিলম্বিত বিয়ে ও ডিভোর্সের ক্ষতিকর দিক এবং বিয়ের সুফল নিয়ে সংক্ষেপে লেখা থাকবে।

বিয়ে সফল করতে নারীর ভূমিকা

আগের অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে, মস্তিষ্কে নারীদের ইমোশনাল সেন্টার (আবেগপ্রবণ কেন্দ্রবিন্দু) পুরুষদের তুলনায় অধিক দৃঢ়। এ জন্য নারীরা আবেগের দিক থেকে পুরুষদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান হয়ে থাকে এবং অনেক নারীই তার এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিয়েকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার রক্ষায় পরিবারের নারী সদস্যের ভূমিকাই বেশি থাকে।

যুক্তরাজ্যের নারী জিনতত্ত্ববিদ ড. অ্যানি ময়ার বলেন, 'পুরো বিশ্বেই বিয়েকে সফল করার পেছনে রয়েছে নারীমস্তিষ্কের ভূমিকা, উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কারণে পুরুষের ওপর নারীদের আবেগপূর্ণ ক্ষমতার বিজয়।' ড. ময়ার পর্যবেক্ষণ করেছেন, 'বৈবাহিক সম্পর্ক সফল হওয়ার পেছনে নারীদের সামাজিক কূটনৈতিক গুণের ভূমিকা রয়েছে। আরও অনেক বেশি বিয়ে সফল হতো, যদি পুরুষেরাও নারীদের এই গুণটি অর্জন করতে পারত।'[১৭৮]

গবেষণা থেকে দেখা গেছে, নারীরা আকার-ইঙ্গিত পুরুষের চেয়ে ভালো বুঝতে পারে। তারা খুব অল্প-বয়স থেকেই পুরুষদের তুলনায় মুখভঙ্গি বোঝার ব্যাপারে পারদর্শী হয়—যেমনটা গবেষকেরা দেখেছেন।[১৭৯]

নারীদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান, তার স্বামীর ব্যক্তিত্ব বোঝার ক্ষমতা এবং তার শান্তিকামী বৈশিষ্ট্য পরিবারের ঐক্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই এটা ভুল হবে যদি আমরা ধারণা করি যে, একজন নারী হিসেবে স্ত্রী কেবলই স্বামীর আজ্ঞাধীন থাকে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো ভূমিকা নেই। তার স্বতঃলব্ধ অনুভূতি

---

১৭৮ Moir, Anne & Jessel, David (1991). *Brain Sex: The Real Difference between Men & Women*. New York, Carol Publishing Group.

১৭৯ Boyatzis, Chris, Chazan, E. & Ting, C.Z. (1993). "Preschool children's decoding of facial emotions." *Journal of Genetic Psychology* 154: 375-382

ও জ্ঞান বিয়েকে টিকিয়ে রাখতে যতটা ভূমিকা রাখে, কোনো পুরুষই ততটা রাখে না। নারীদের এসব বৈশিষ্ট্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই এক উপহার। কারণ, নারীরা গর্ভধারণ করে। গর্ভের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'উম্ব', যেখান থেকে নারীর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'উইম্যান' এসেছে। নারীরা আল্লাহর রহমতের নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ, যা রাসুলের হাদিসে এসেছে। মহিলারা তাদের ব্যক্তিত্বের অনেক দিক দিয়ে পুরুষদের চেয়ে উত্তম।

অ্যানি ময়ার লেখেন, 'বিয়ে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকে এ জন্য নয় যে, নারীরা বশীভূত হয় এবং দাপুটে পুরুষদের সহায়তা করে; বরং নারীর অভূতপূর্ব সামাজিক দক্ষতা—যেটাকে সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স বলা হয়—এর সাহায্যেই তারা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পুরুষদের চেয়েও বেশি পারদর্শী হয়ে থাকে। তারা মানুষের আচরণকে পুরুষদের চেয়েও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে। কথা ও কাজের পেছনের কারণ অনুমান করতে পারে। তাই স্বামী যদি কোনো জাহাজের ইঞ্জিন হয় তাহলে স্ত্রী সেটার রাডার। সে দিকনির্দেশক (নেভিগেটর) হিসেবেও কাজ করে। কারণ, সমুদ্রের কোথায় পাথর লুকিয়ে আছে, সে ব্যাপারে কেবল তার কাছেই জ্ঞান রয়েছে...। আর বিয়ে তখনই ভেঙে পড়ে, যখন নারী-পুরুষ এ ব্যাপারটি বুঝতে ভুল করে যে, তারা কেউই পূর্ণাঙ্গ নয়; বরং একে অপরের পরিপূরক।'[১৮০]

বিয়ে-বিচ্ছেদ কি অসুখী মানুষদের সুখী করে

এ পৃথিবীতে এমন কোনো বাসগৃহ নেই, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জীবনের কোনো পর্যায়ে কখনোই দ্বন্দ্ব হয় না। মানুষকে বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তাশক্তির মতো নিয়ামত আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তার ধরন আছে এবং এটাই স্বাভাবিক যে, নারী ও পুরুষ কিছু ব্যাপারে ভিন্ন রকম চিন্তা করবে। শিশুরা তাদের পিতা-মাতাকে রোল-মডেল হিসেবে গণ্য করে; কিন্তু তারাই যখন দেখে যে, তাদের পিতা-মাতা একে অপরের বিরোধিতা করছে এবং প্রতিদিনই ঝগড়া করছে, তখন এটা সন্তানদের মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তবে সবসময়ই যে বাজে প্রভাব ফেলে তা নয়। পরিবারবিশেষজ্ঞ লিন্ডা ওয়েইট এবং ম্যারি গ্যালাহার এই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন যে, 'ঝগড়ারত পরিবারের পিতা-মাতারা ডিভোর্সের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেলে তাদের সন্তানেরা ভালো থাকে।'

---

১৮০ Moir, Anne & Jessel, David (1991). *Brain Sex: The Real Difference between Men & Women*. New York, Carol Publishing Group.

লিন্ডা এবং মেরি তাদের সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রতিটি অসুখী পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না। বিয়ে অসুখী হলেই যে তা সন্তানদের জন্য ক্ষতিকর হবে তা নয়;[১৮১] বরং খুব কম ডিভোর্সই শিশুদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিভোর্সের পরে শিশুদের আরও বিপাকে পড়তে হয়। শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ তখনই সম্ভব হয়, যখন তাদের পিতা-মাতা উভয়ই একসঙ্গে থাকে এবং যারা দৈনিক কলহে লিপ্ত হয় না।

যেসব সংসারে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে, সেসব পরিবারের জন্য ডিভোর্স কিছুটা স্বস্তি বয়ে আনতে পারে; কিন্তু এরপরও প্রশ্ন আসতে পারে যে, এরকম কলহমুখর পরিবারের সংখ্যা কত; অথবা কলহের মাত্রা কতটা তীব্র হলে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তালাক কার্যকর করা উচিত? ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভ্যানিয়ার সমাজবিদ পল অ্যামাটো এবং সামাজিক মনোবিদ অ্যালান বুথ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাদের অসাধারণ গ্রন্থ *এ জেনারেশন অ্যাট রিস্ক : গ্রোয়িং আপ ইন অ্যান এরা অফ ফ্যামিলি আপহিভালে*। অ্যামাটো এবং বুথ বলেছেন, 'এক তৃতীয়াংশেরও কম বৈবাহিক সম্পর্কে মারাত্মক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে।'[১৮২]

এর অর্থ হচ্ছে, বর্তমানে যেসব পরিবার ভেঙে যাচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই এমন পরিবার, যেখানে আসলে তেমন সংঘাত নেই এবং অন্য কোনো পদ্ধতিতেই তাদের সমস্যা সমাধান করা যেত।

এখন পরবর্তী যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন—পরিবারে প্রচুর দ্বন্দ্ব হলেই কি সেই বিয়ে শেষ করে দিতে হবে? বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রাপ্ত তথ্য আমাদের বলছে, ডিভোর্সের মাধ্যমেই এ ধরনের উচ্চ দ্বন্দ্বময় পরিবারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ডিভোর্সের কারণে মানুষ আগের চেয়ে সুখী হয় না।

সমাজবিদ ওয়েবস্টার-স্ট্রাটনের পেশকৃত একটি গবেষণায় দেখা যায়, ডিভোর্সড মায়েরা বিবাহিত অবস্থার চেয়ে অধিক পেরেশানিতে ভোগে এবং এদের অনেকেই বলেছে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে চলমান দ্বন্দ্ব তাদের এই পেরেশানিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিভোর্সড মায়েরা বিশ্বাস করে, তারা একা হওয়ার পর

---

১৮১ Waite, Linda and Gallagher, Marrie (2000) *The Case for Marriage: Whey Married People are Happier, Healthier, and Better Off Financially*. New York, Doubleday.

১৮২ Amato, Paul R. and Booth, Alan. (1997) *A Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

আগের মতো সন্তানের সেবাযত্ন করতে পারছে না এবং আরও অধিক সমস্যায় ভুগছে। সুতরাং ডিভোর্সই সব সমস্যার সমাধান নয়।[১৮৩]

গবেষণা থেকে এটাও দেখা গেছে, যে-সকল ডিভোর্সড মানুষ আবার বিয়ে করে, তাদের কাছে দ্বিতীয় বিয়ের চেয়ে প্রথম বিয়েকেই অনেক সময় ভালো মনে হতে থাকে।[১৮৪] অনেক ডিভোর্সড মানুষই শুরুতে মনে করে, তাদের নিজেদের কোনো সমস্যাই ছিল না; বরং সকল সমস্যা ছিল সঙ্গী বা সঙ্গিনীর; কিন্তু যখন তারা ডিভোর্সের মাধ্যমে তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর হাত থেকে নিস্তার পায় এবং পরে আরেকজনকে বিয়ে করে তখন তারা ভাবে, জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বৈবাহিক জীবন কোনো স্বপ্ন বা রূপকথার গল্প নয়। বৈবাহিক জীবনে উত্থান-পতন অবশ্যই থাকবে। আমরা কেউই তো দোষত্রুটি থেকে একদম মুক্ত নই। একইভাবে পাঁচ বছর মেয়াদি NSFH-এর 'ডাজ ডিভোর্স মেক পিপল হ্যাপি' শীর্ষক গবেষণার পর্যবেক্ষণে সমাজবিদ লিন্ডা ওয়েইট এবং তার গবেষক দল নিম্নে বর্ণিত কথাগুলো বলেন,

> ডিভোর্স কি অসুখী বিবাহিত মানুষদের সুখী করে? আশ্চর্যজনক হলেও এর উত্তর হচ্ছে, 'না'। মানবিক বৈকল্য, সুখ অথবা মানসিকভাবে ভালো থাকা—যেদিক দিয়েই বলা হোক না কেন; ডিভোর্সের কারণে এর কোনোটিরই উন্নতি ঘটে না। অসুখী স্বামী-স্ত্রী এর কোনোটি থেকেই মুক্তিলাভ করে না।[১৮৫]

বিয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু ক্রোধ

রাগ এমন এক অস্ত্র, যা মানুষ নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে; কিন্তু একে যদি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে এই মানবীয় বৈশিষ্ট্যই ধ্বংসের

---

১৮৩ Webster-Stratton, Carolyn (May 1989) "The Relationship of Marital Support, Conflict, and Divorce to Parent Perception, Behaviors, and Childhood Perception Problems" *Journal of Marriage and the Family* Vol. 51, pp. 417-430.

১৮৪ Amato, Paul R. and Booth, Alan. (1997) *A Generation at Risk: Growing Up in an Era of Family Upheaval*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

১৮৫ Waite, Linda J.; Don Browning, William J. Doherty, Maggie Gallagher, Ye Luo, and Scott M. Stanley (2002). *Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages*. New York, Institute for American Values.

কারণ হতে পারে। পরিসংখ্যানমতে, ডিভোর্সের অন্যতম দুটি কারণের একটি হচ্ছে রাগ। ন্যাশনাল ফাদারহুড ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত একটি জাতীয় জরিপে দেখা যায়, ডিভোর্সের অন্যতম কারণ হচ্ছে, একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকা এবং অধিক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়া।[১৮৬] যদি দম্পতিরা তাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে তাদের মধ্যে হয়তো তেমন তর্ক-বিতর্ক হতো না এবং এর মাধ্যমে তারা ডিভোর্সকে এড়িয়ে যেতে পারত।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, রাগের মুহূর্তে আমাদের ব্রেইন একধরনের ইমোশনাল হাইজ্যাকিংয়ের মধ্যদিয়ে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের আবেগ ব্রেইনের ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, আমরা সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারি না। যে রাগের দ্বারা অধিক প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তার ক্ষেত্রে কোনো বিষয় যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। ব্রেইনের যে অংশে চিন্তার লালন ঘটে, সেখানে যদি মারাত্মক আবেগের প্রবেশ ঘটে, তখন সে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অযৌক্তিক এবং পাপকাজ করে ফেলে। ঠিক এটাই ঘটে যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের বৈবাহিক জীবনে ঝগড়া ও তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়। শয়তান স্বামী-স্ত্রীর রাগান্বিত অবস্থার সুযোগ নিতে মোটেও ভুল করে না এবং সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে। রাসুল ﷺ এক হাদিসে বলেন,

> রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে এবং শয়তানকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু পানি আগুন নিভিয়ে দেয়, তাই তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয়, সে যেন অজু করে।[১৮৭]

রাগান্বিত কোনো ব্যক্তি যখন অজু করে, তখন অজুর পানি তার শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস করে দেয়। দেহ তাপ হারালে তার মেজাজও স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে। এ জন্যই ডাক্তাররা হাই-ফিভারের রোগীকে পানি দিয়ে তাদের হাত-পা, মুখ ইত্যাদি ধোয়ার পরামর্শ দেন, যেন তাদের দেহের তাপমাত্রা নেমে যায়। এ ছাড়া যখন কোনো ব্যক্তি তর্কাতর্কির জায়গা ছেড়ে অজু করতে যায়, তখন স্থান পরিবর্তনের কারণে সে স্বভাবতই চুপ হয়ে যায়। অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

---

১৮৬ Glenn, Norval D. (2005) *With this Ring: A National Survey on Marriage in America*. Gaithersburg, Maryland, The National Fatherhood Initiative.

১৮৭ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৮৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ৪/২২৬। হাদিসটি ইমাম বাগাবি *শারহুস সুন্নাহ*তে (৩৫৮৩) বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইরাকি *তাকরিজু ইয়াহইয়া* : (৩/১৪৫, ১৫১) এবং ইবনু হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুর রাব্বানি*তে (১০/৩৮৪) হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং একে দুর্বল বলেননি। এসব বিচারে হাদিসটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাগ হতে সাবধান! কারণ, এটি আদমসন্তানের হৃদয়ে জ্বলন্ত কয়লার মতো।[১৮৮]

আমরা যদি আগুনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, এটি প্রাকৃতিকভাবেই কিছুটা অশৃঙ্খল এবং খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। আগুন আমাদের জন্য ততক্ষণ উপকারী, যতক্ষণ এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যখনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখনই ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। আগুনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি সবসময় উপরের দিকে উঠে; অথচ ধুলোবালি সবসময়ই নিম্নমুখী। তাই মানুষের জন্য আদর্শ অবস্থা হচ্ছে সবসময় বিনয়ী থাকা। যেহেতু শয়তানকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই সে অহংকারী। এ কারণেই একজন মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই শয়তান তার রাগকে আরও উসকে দেয়। তার ভেতরের অহংকার এবং আমিত্ববোধের সুপ্ত আগুনকে জ্বালানি প্রদানের মাধ্যমে তাকে আরও অহংকারী করে তোলে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে তখন সর্বোত্তম সমাধান হচ্ছে,

১. অজু করা।

২. যেখানে ঝগড়ার উৎপত্তি হয়েছে সে জায়গা থেকে সরে যাওয়া।

৩. হালকা রসিকতা করা, যা দিয়ে সঙ্গী-সঙ্গিনীর রাগ কিছুটা প্রশমিত হবে। মনে রাখবেন, আপনি যদি মেলবন্ধনের প্রথম পদক্ষেপ নেন, তাহলে বিয়ে টিকিয়ে রাখার পুরস্কারটাও আল্লাহ আপনাকেই দেবেন।

৪. স্ত্রীকে (অথবা স্বামীকে) এ কথা বলার মাধ্যমে আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে ফেলা যে, আমরা এ ব্যাপারে পরে কথা বলব। এখন অন্য কিছুতে মনোযোগ দেওয়া যাক (এমন কিছু, যা আমরা দুজনেই পছন্দ করি)।

৫. রাগান্বিত অবস্থায় যখন আপনাদের দুজনের মধ্যে বিতর্ক চলমান, তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন প্রত্যুত্তর না দেওয়ার। মনে রাখবেন, আপনার রাগান্বিত স্ত্রীর জবাব দিতে গেলে সে আপনাকে তার বাক্যবাণে আরও আঘাত করবে। একই উপদেশ স্ত্রীদের জন্যও, যারা স্বামীর কঠিন বাক্যবাণের মুখোমুখি হবেন। বুদ্ধিমানের কাজ হবে নীরবতা পালন করা।

---

১৮৮ *তিরমিজি* : ২১৯১। এই হাদিসটি *মুসনাদু আহমাদে*ও (৩/১৯, ১১১৫৯) বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন। এ ছাড়া হাফিজ সুয়ুতি রাহ. হাদিসটিকে তাঁর *আল-জামিউস সাগিরে* (১৬১০) হাসান বলেছেন।

একটি হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসুল ﷺ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—'তোমাদের মধ্যে যে রাগান্বিত হয়, সে যেন নিশ্চুপ থাকে।'[১৮৯]

যখন স্বামীরা স্ত্রীদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকে, সে সময়ের ব্যাপারে উপদেশ—মুসলিম পুরুষদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, নারীদের মৌখিক বা কথা বলার ক্ষমতা প্রবল, আর তারা এটার সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করে স্বামীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে। যেহেতু পুরুষেরা নারীদের মতো বাকপটুতায় এতটা দক্ষ নয়, তখন তারা মুখের পরিবর্তে শারীরিক নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। এটা পুরোপুরি রাসুলের সুন্নাহবিরোধী। তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে বিতর্কের সময় কোনোদিনও তাদের ওপর হাত তুলেননি বা নিজের গলার স্বর চড়া করেননি। মুসলিম পুরুষদের উচিত তাদের স্ত্রীকে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ দেওয়া। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অনেক রাগি স্ত্রীই স্বামীর সামনে বিশাল বক্তব্য দেওয়ার পরই শান্ত হয়ে যায়। সমাজসংস্কারক জেরাল্ড ভাসার রাগি দম্পতিদের এই পরামর্শ দেন,

> যদি আমরা দেখি, কেউ মানসিকভাবে অত্যন্ত কাতর (অ্যামিগডালা হাইজ্যাক্‌ড) হয়ে পড়েছে, তখন আমাদের উচিত তাকে কিছুটা সময় (২০ মিনিটের বেশি) দেওয়া। এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি কী ঘটেছে। কারণ, অন্তত এটুকু সময় লাগে হরমোনের প্রবাহ কমে যেতে, যা তার কাতরতার তীব্রতাও কমিয়ে দেয়।[১৯০]

ক্লিনিক্যাল মনোবিদ ড. আলবার্ট এলিস তার *হাউ টু কন্ট্রোল ইউর অ্যাংগার বিফোর ইট কন্ট্রোলস ইউ গ্রন্থে* লেখেন, সাধারণত রাগি মানুষের ক্ষেত্রে ২০ মিনিট সময় লাগে আবেগের অবস্থান থেকে চিন্তা করার মতো অবস্থায় ফিরতে। আর যদি খুবই রাগি মানুষ হয়, তাহলে স্বাভাবিকতায় ফিরতে আধা ঘণ্টাও লাগতে পারে।[১৯১]

বিজ্ঞানলব্ধ প্রমাণ বলছে, তীব্র রাগের অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্কে চিন্তার ধরন বদলে যায়। যখন মানুষ রেগে যায় তখন তার চিন্তার কেন্দ্র (থিংকিং ফ্যাকাল্টি) বন্ধ

---

১৮৯ *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৫৭। ইমাম বুখারি তাঁর *আল-আদাবুল মুফরাদে*ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানি তাঁর *সিলসিলাতুস সহিহাতে* এটিকে সহিহ বলেছেন।

১৯০ Vassar, Gerald (Feb. 01, 2011) "How Does Anger Happen in the Brain" *Lakeside Connect* (http://lakesideconnect.com/anger-and-violence/how-does-anger-happen-in-the-brain/)

১৯১ Ellis, Albert & Raymond Chip Tafrate (2000). *How to Control Your Anger Before It Controls You*. New York, Citadel Press

হয়ে যায়। ব্রেইনের সেরেব্রাল কর্টেক্স (উপরের অংশ) মূলত যুক্তি এবং বিবেচনার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে লিম্বিক সিস্টেম ব্রেইনের আবেগের দিক নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কেন্দ্র অ্যামিগডালায় (Amygdala)। ব্রেইনের নিচের অংশে এটি অবস্থিত। এ ছাড়া এটাকে কর্টেক্সের চেয়েও আদিম অংশ বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিক আবেগতাড়িত ও প্রচণ্ড রাগের সময় ব্রেইনের নিচের অংশ (আবেগ-কেন্দ্র) এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যখন এটা ব্রেইনের উপরের অংশকে (কর্টেক্সের) ছাড়িয়ে যাবে। যার অর্থ, মানুষটি তার মস্তিষ্কের ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। এ জন্য অন্যান্য আবেগের তুলনায় রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে কঠিন, যেমনটা বলেছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মনোবিশেষজ্ঞ ড্যানিয়েল গোলম্যান তার *দ্য ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স নামক* বেস্টসেলার গ্রন্থে। ড. গোলম্যান বলেন, 'মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন সে ব্রেইনের ইমোশনাল হাইজ্যাকিং নামের একটি সমস্যায় ভোগে।'[১৯২]

একইভাবে লেকসাইড এডুকেশনাল নেটওয়ার্কের সভাপতি এবং প্রধান পরিচালক গ্যারি ভ্যাসার ব্রেইনে রাগ কীভাবে সংঘটিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'মস্তিষ্কের ওপর প্রভাববিস্তারের সময় পরবর্তীকালে কী ঘটবে, সেটা বিবেচনায় না নিয়েই অ্যামিগডালা সক্রিয় হয়ে যায় (যেহেতু মস্তিষ্কের এই অংশটি যুক্তি, চিন্তা বা বিশ্লেষণ করতে পারে না)। ফলে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা দেখা যায়, সেটাকে বলা হয় অ্যামিগডালা হাইজ্যাকিং...। হরমোনের তীব্র স্রোতের প্রভাব টিকে থাকে কয়েক মিনিট ধরে, সে সময় মানুষ সাধারণত তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং এমন কিছু বলতে পারে বা করতে পারে, যার কারণে যখন আবার তার চিন্তাশক্তি ফিরে আসে, তখন আফসোস করতে হয়।'[১৯৩]

বিবাহিত যুগলের মধ্যে তাকওয়া ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির গুরুত্ব

স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের ভেতর মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। এ জন্য ইসলাম তাদের একে অপরের প্রতি সহনশীলতা ও ধৈর্যপ্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। তা ছাড়া এসব মতবিরোধ কখনোই ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ানো উচিত নয়। কারণ, এর প্রভাব শিশু বা সমাজের ওপর ব্যাপকভাবে পড়ে।

---

১৯২ Goleman, Daniel (1995). *Emotional Intelligence*. New York, Bantam Books

১৯৩ Vassar, Gerald (Feb. 01, 2011) "How Does Anger Happen in the Brain" *Lakeside Connect* (http://lakesideconnect.com/anger-and-violence/how-does-anger-happen-in-the-brain/)

যদিও তালাক দেওয়া অবৈধ নয়, তবে এটা অপছন্দনীয়। কিছু হাদিসে এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, কেউ যদি কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। অনেক আলিমই একে কবিরা গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন।[১৯৪] কুরআনে সুরা তালাকে বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। [সুরা তালাক : ২]

সুরা তালাকের প্রথম পাঁচটি আয়াতেই চার বার তাকওয়া (আল্লাহভীতি) শব্দটি এসেছে। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহই তাদের সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে দেন। স্বামী তাকওয়াবান হলে তার স্ত্রীকে কখনোই তার হক থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাকওয়াবান স্ত্রীও তার স্বামীর অবাধ্য হবে না। আল্লাহভীতি এবং কিয়ামতদিবসের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস তাদের ভেতর ধৈর্যধারণের গুণকে বাড়িয়ে তুলবে, আর ধৈর্যের ফল সবসময়ই সুমিষ্ট হয়।

ডিভোর্স এড়ানোর জন্য মুসলিম নারী-পুরুষকে একে অপরের সঙ্গে সবসময় সংলগ্ন থাকতে হবে। যদি তারা সবসময় ইলেকট্রনিক ডিভাইসে মজে থাকেন, তাহলে একে অপরের সঙ্গে কথা বলবেন কখন? এ ব্যাপারে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট পুটনাম বলেন, 'স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সঙ্গে যে পরিমাণ কথা বলে, তার চেয়ে তিন থেকে চার গুণ বেশি সময় কাটায় টেলিভিশনে। আর যখন বাড়িতে একাধিক টিভি থাকে, তখন তাদের একসঙ্গে বসে টিভি দেখার ঘটনা আরও কমে যায়।'[১৯৫]

টিভিতে তো তা-ও একসঙ্গে বসে দেখার সুযোগ থাকে; কিন্তু আধুনিক বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন : ইন্টারনেট, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, স্মার্টফোন সেই সুযোগটাকেও নষ্ট করে দিয়েছে। স্বামী যখন কাজ করে বাসায় ফিরে, তখন বুঝতেই পারছেন কী ঘটে! সে তার অধিকাংশ সময় কাটায় নেট ব্রাউজ করে। আর অন্যদিকে তার স্ত্রী ফেসবুকে নিজের ছবি শেয়ার করে। যখন এভাবে একে অপরের মাঝে যোগাযোগ কমে যায়, শয়তানের পক্ষে তাদের মধ্যে অনৈক্য তৈরি করা সহজ হয়ে

---

১৯৪ ইবনু হাজার হাইতামি (২০০০) *আজ-জাওয়াজির আন-ইকতারাফ আল-কাবাইর।* (২/১০০) মিসর, আল-মাকতাবাতুল খাইরিয়া।

১৯৫ Putnam, Robert D. (2000) *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York, Simon & Schuster.

যায়। এ জন্য অমুসলিমদের মতো সমানহারে মুসলিমদের ভেতরও ডিভোর্সের হার বাড়ছে।

তাকওয়ার ব্যাপারে আরেকটি বিষয় হচ্ছে, আমরা কোনো পরিস্থিতিতেই কাউকে পাপকাজে অথবা আল্লাহর অবাধ্যতায় সহায়তা করতে পারব না। আল্লাহ কুরআনে আমাদের আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

> সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আজাব প্রদানে কঠোর। [সুরা মায়িদা : ২]

স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অনুভূতির প্রতি বিশেষ যত্নশীল থাকা উচিত; কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে আল্লাহকে নারাজ করা যাবে না। আমরা রাসুলের জীবনীতে তাঁকে সফল স্বামী হিসেবে দেখতে পাই এবং সিরাহ অধ্যয়নের মাধ্যমে স্ত্রীর মন জয় করার অনেক পদ্ধতি সম্পর্কেও জানতে পারি। এটা ঠিক, মেয়েরা মাসিকের আগে এবং মাসিক চলাকালে কিছুটা মানসিক সমস্যায় ভোগেন; তবে এই অজুহাতে তারা তাদের স্বামীকে মসজিদে ফরজ সালাত পড়তে বা দাওয়াহর কাজে বের হতে বাধা দিতে পারেন না। ডিপ্রেশনে পড়লেই যে তিনি গান শুনতে পারবেন তা নয়, গান শোনা যেকোনো পরিস্থিতিতেই হারাম—যেটা আমি *মিউজিক মেইড মি ডু ইট* গ্রন্থে দেখিয়েছি।[১৯৬] একইভাবে পুরুষেরাও যেকোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে পারবেন না বা স্ত্রীকে দিয়েও করাতে পারবেন না। অবশ্যই স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া ইসলামে অনুমোদিত নয়; কিন্তু স্বামীদের বুঝতে হবে, আল্লাহর আইনকেই তাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে—এতে যদি স্ত্রী অসন্তুষ্টও হয়। আল্লাহর নাফরমানি করে স্ত্রীকে খুশি করা যাবে না। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা আছে,

> স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য নেই।[১৯৭]

---

১৯৬ Mushtaq, Gohar (2010). *The Music Made Me Do It: An In-Depth Study of Music through Islam and Science*. Riyadh, International Islamic Publishing House

১৯৭ *আল-জামিউস সাগির* এবং *আল-ইসতিআব*। ইবনু আবদিল বার এই হাদিসের বর্ণনাকারীর ধারাকে *আল-ইসতিআব* (৩/২৬) এ সহিহ বলেছেন। শায়খ আলবানি এটিকে *সহিহুল জামিতে* (৭৫২০) সহিহ বলেছেন।

পুণ্যবানদের সংস্পর্শে থাকার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। প্রতিবেশে থাকা মানুষের প্রভাব/আচার-আচরণ গ্রহণে তারা থাকে উন্মুখ। ফলস্বরূপ অসৎ মানুষের সঙ্গ তাকেও অসৎ চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। অন্যদিকে পুণ্যবান মানুষদের সংস্পর্শে থাকলে মানুষের ভেতর ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। কেউ যদি অধিকাংশ সময় ডিভোর্সড বা এমন কোনো মানুষের সঙ্গে কাটায়, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, তাহলে এর প্রভাব ব্যক্তির জীবনেও পড়তে পারে এবং সে-ও তার স্ত্রীর সঙ্গে তার সঙ্গীর মতোই বাজে আচরণ করবে। একইভাবে মহিলারা যদি পুণ্যবানদের সঙ্গে সময় না কাটিয়ে নারীবাদী এবং ডিভোর্সড—যারা প্রাক্তন স্বামীর নামে বদনাম করে—এমন মহিলাদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটায়, তাহলে তারও মনন দূষিত হয়ে পড়বে। অনেক মহিলা তো কেবল এ ধরনের বাজে নারীদের সঙ্গে মেশার কারণে নিজের স্বামীকে সম্মান দেখানো বন্ধ করে দেয়; এমনকি ডিভোর্সও চেয়ে বসে।

তাই মুসলিম স্বামী-স্ত্রীকে সবসময় পুণ্যবান সঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যখন তাকওয়াবান মানুষের সংস্পর্শে বসেন, তখন তিনি তাদের থেকে উত্তম আচরণ শিখতে পারেন। তারা নিজেদের জীবনে ইসলামি আদব-কায়দার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন এবং দীনের পথে থাকার ব্যাপারে সংগ্রামী হয়ে থাকেন। কুরআনে আল্লাহ আমাদের পুণ্যবান মানুষদের সঙ্গে থাকার আদেশ দিয়েছেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا﴾

> আর তুমি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখো তাদের সঙ্গে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ডাকে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দু-চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তর আমি আমার জিকির থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। [সুরা কাহফ : ২৮]

একইভাবে আল্লাহ সকল মুমিনকে এমন মানুষদের সংস্পর্শে থাকার আদেশ দিয়েছেন, যারা ভালো কাজ করে এবং সত্যবাদী। আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো। [সুরা তাওবা : ১১৯]

রাসুল ﷺ একটি হাদিসে বলেন,

মানুষ তার বন্ধুর দীন অনুসরণ করে, তাই বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান।[১৯৮]

শুধু রাস্তায় বা অফিসে মেলামেশার ব্যাপারে সতর্ক থাকলেই হবে না; বরং অনলাইনেও বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম), চ্যাটরুম ইত্যাদিতেও সাবধানতার সঙ্গে বন্ধু বাছাই করতে হবে।[১৯৯] বাজে কোনো অনলাইন কমিউনিটিও (যেখানে ডিভোর্স-প্রিয় মানুষ আছেন) বাস্তবের বন্ধুদের মতোই বিপজ্জনক হতে পারে। তাদের অসৎ প্ররোচনা আপনার ইমান, পরিবার, ভবিষ্যৎ সবকিছুই নষ্ট করে দিতে পারে।

বিয়ে-বিচ্ছেদের কারণে অনুশোচনাবোধ

লিন্ডা ওয়েইট যুক্তি দিয়ে দেখান, অসুখী বৈবাহিক সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি জানা থাকলেও ডিভোর্সের ব্যাপারে এর ফলাফল নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ, ডিভোর্স ভবিষ্যতের বিষয়, তাই কী ঘটবে সেটা আগে থেকেই বলা যায় না। স্ত্রী চিন্তা করে দেখেন ডিভোর্সের মাধ্যমে অনেক নিষ্পেষণ থেকে বাঁচা যাবে; কিন্তু এটা যে তার জীবনে নতুন করে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, তা আগে থেকে অনুমান করতে পারেন না। ডিভোর্সের প্রভাব পড়ে অ্যাকাডেমিকভাবে। শিশুর মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্যা তৈরি হয়। তা ছাড়া হতাশা তো আছেই।

NSFH হতে পাঁচ বছরের গবেষণাপ্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ডিভোর্সের মাধ্যমে অসুখী নারী-পুরুষের ডিপ্রেশনের হার হ্রাস পায়নি; অথচ তারাই ভেবেছিলেন ডিভোর্সই সবকিছুর সমাধান। তা ছাড়া ডিভোর্সের মাধ্যমে তাদের আত্মসম্মান সে-সকল দম্পতির চেয়ে বৃদ্ধি পায়নি, যারা ডিভোর্সের বদলে বিয়ে অটুট রাখার পথ বেছে নিয়েছিলেন।[২০০]

---

১৯৮ *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৩৩। শায়খ আলবানি এই হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

১৯৯ Mushtaq, Gohar (2015). *Muslim Youth in the Age of Dajjal.* Riyadh, International Islamic Publishing House.

২০০ Waite, Linda J., Don Browning, William J. Doherty, Maggie Gallagher, Ye Luo, and Scott M. Stanley (2002). *Does Divorce Make People Happy?*

গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, ডিভোর্সের অনেক বছর পরও অধিকাংশ নারী-পুরুষেরা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আফসোস করেন। যেমন : দ্য নিউ জার্সি ফ্যামিলি কাউন্সিলের ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, নিউ জার্সির ৪৬ শতাংশ ডিভোর্সড নারী-পুরুষ তাদের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনুশোচনায় ভুগেছে এবং তাদের মনে হয়েছে, যদি তারা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করত, তাহলে সেটাই উত্তম হতো।[২০১]

একইভাবে আরেক গবেষণায় অ্যালান হকিন্স এবং তার সহকর্মীরা বের করেন, মিনেসোটার ৪০ শতাংশ ডিভোর্সড কিছুটা হলেও ডিভোর্সের কারণে হতাশায় ভুগেছেন।[২০২] যখন তাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের প্রাক্তন সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধগুলোর ব্যাপারে আরও ভালোভাবে আলোচনা করা দরকার ছিল বলে মনে করেন কি না, তখন ৬৬ শতাংশই হ্যাঁ সূচক জবাব দেন।[২০৩]

এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ডিভোর্সড যুগলেরা কী পরিমাণ অপরাধবোধ এবং মানসিক কষ্টে ভোগেন। তাদের মনে হয়, ডিভোর্সের মাধ্যমে আলাদা না হলেই ভালো হতো। তারা ভুল সংশোধনের জন্য পূর্ববর্তী সময়ে ফিরে যাওয়ার জন্য যেকোনো কিছু করতে রাজি হয়ে যেতেও পারেন; কিন্তু ততক্ষণে মূলত অনেক দেরি হয়ে যায়।

ডিভোর্সপরবর্তী অনুশোচনার ব্যাপারে এক ভিক্ষুক এবং তার স্ত্রীর গল্পে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে—

অনেকদিন আগে একলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে ফ্রাইড চিকেন খাচ্ছিলেন। তখন এক ভিক্ষুক তাদের দরজায় নক করে খাবার চায়। স্ত্রী তার স্বামীকে চিকেনের একটি টুকরো সেই ভিক্ষুককে দিতে বলেন। লোকটি তার স্ত্রীর কথা

Findings from a Study of Unhappy Marriages. New York, Institute for American Values.

২০১ New Jersey Family Policy Council (1999) New Jersey Marriage Report: An Index of Marital Health. Parsippany (New Jersey), New Jersey Family Policy Council. Quoted in: Waite, Linda J. et al. (2002). Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages.

২০২ Hawkins, Alan J. et al. (2000) Minnesotans' *Attitudes about Marriage and Divorce*. Provo (Utah), Family Studies Center, Brigham Young University.

২০৩ Minnesota Family Institute. 1998. *Minnesota Marriage Report*. Minneapolis, MN: Minnesota Family Institute. Quoted in: Waite, Linda J. et al. (2002). *Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages.*

শুনে রেগে গিয়ে তাকে ভিক্ষুকদের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে নিষেধ করে। এরপর লোকটি দরজায় গিয়ে ভিক্ষুককে বকাঝকা করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে যখন ডাইনিং টেবিলে ফিরে আসে, তখন তার স্ত্রী সেই ভিক্ষুককে গালাগালি করা উচিত হয়নি বলে তাকে বলেন। এটা শুনে লোকটি আরও রেগে স্ত্রীকে বলে, 'তুমি কীভাবে আমার মতো ধনী লোককে পরামর্শ দিচ্ছ? তোমার এত সাহস হয় কীভাবে? আমি তোমার মতো মহিলার সঙ্গে সংসার করতে চাই না; আমি তোমাকে ডিভোর্স দেবো।' এরপর লোকটি স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়ার পরই লোকটি ব্যবসায় লস খেতে থাকে এবং অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে, সে তার সব সম্পদ খুইয়ে বসে।

পরে তার এই প্রাক্তন স্ত্রীর আরেক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। একদিন তিনি তার নতুন স্বামীর সঙ্গে বসে ফ্রাইড চিকেন খাচ্ছিলেন; আর তখনই হঠাৎ করে এক ভিক্ষুক এসে তাদের দরজায় কড়া নাড়ে। স্বামী তার স্ত্রীকে বললেন, 'ভিক্ষুককে এই চিকেন ফ্রাইটি দিয়ে দাও।' মহিলা দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখেন, যে ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, সে তার প্রাক্তন স্বামী। তিনি তাকে চিকেন ফ্রাইটি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ডাইনিং টেবিলে ফিরে এলেন। স্বামী তাকে কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, 'একটু আগে যে ভিক্ষুক এসেছিল সে তার আগের স্বামী।' কীভাবে তার প্রাক্তন স্বামী ভিক্ষুককে কোনো খাবার না দিয়েই তাড়িয়ে দিয়েছিল, তিনি তা-ও বলেন। নতুন স্বামী ঘটনা শুনে বললেন, 'তুমি শুনলে আরও আশ্চর্য হবে যে, তোমার স্বামী যে ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে ব্যক্তিটি আমিই! সময়ের ব্যবধানে আল্লাহ আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করে দিয়েছেন; আর আজ আমি এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি!'[২০৪]

এই গল্পটি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে স্ত্রীদের প্রতি কঠোর না হওয়ার ব্যাপারে। কারণ, আল্লাহর শাস্তি ভয়াবহ,

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾

নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। [সুরা বুরুজ : ১২]

সময় সবসময় একরকম যায় না। যে ব্যক্তি আজ ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছে, সে-ই আগামীকাল অসহায় ভিক্ষুকে পরিণত হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনেন,

---

২০৪ *মাখজানি আখলাক* (উর্দু) : রাহমতউল্লাহ সুবহানি। লাহোর, মাকতাবাই মিল্লিয়া।

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

আর এসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি। [সুরা ইমরান : ১৪০]

ধৈর্যের গুরুত্ব : অসুখী বন্ধনও সুখী হয় সময়ের সঙ্গে

অনেক মানুষই বুঝতে পারেন না, অসুখী বৈবাহিক বন্ধনও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি করতে পারে; আর এই দাবির পেছনে যথেষ্ট গবেষণালব্ধ তথ্যও রয়েছে। লিন্ডা ওয়েইট এবং তার শিকাগো ইউনিভার্সিটির সহকর্মীদের দ্বারা ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত গবেষণায় তারা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ৫,২৩২ জন প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হতে ৬৪৫ জনকে এমন পেয়ে যান, যারা নিজেদের বৈবাহিক জীবনকে অশান্তিময় বলে দাবি করেছে। পাঁচ বছর পর তাদের আবার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এদের কতেক ডিভোর্সের পথ বেছে নিয়েছে; আর কেউ কেউ বিবাহিতই থেকে গেছে। নিচে ফলাফলের সারাংশ দেওয়া হলো,

- ড. ওয়েইট এবং তার সহকর্মীরা দেখেন, ৬৪% বিবাহিত দম্পতি শত সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পরও একসঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা পাঁচ বছর পরই নিজেদের পূর্বের চেয়ে অধিক সুখী বলে দাবি করেছে।
- যারা অশান্তির কারণে ডিভোর্স দিয়ে পরে আবার বিয়ে করেছে, তারা তাদের (যারা বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে অশান্তির পরও) চেয়েও অধিক অশান্তিতে ভুগেছে।
- যারা অসুখী হয়েও বিয়েকে টিকিয়ে রেখেছে, তাদের তুলনায় ডিভোর্সডরা অধিক মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি অনুভব করেনি।
- ৮০% অসুখী জুটিই পাঁচ বছর পর নিজেদের আগের চেয়ে অধিক সুখী বলে দাবি করে।
- এই গবেষণার ধারাবাহিকতায় রিসার্চ টিম আরও ৫৫টি বিবাহিত জুটির ইন্টারভিউ নেন, যারা নিজেদের আগে অসুখী বলে দাবি করলেও বর্তমানে সুখে আছে। তবে এর কারণ এই নয় যে, তারা আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করেছে; বরং তাদের বিয়ে টিকিয়ে রাখতে

চাওয়ার ইচ্ছাটিই তাদের সুখী করেছে।[২০৫]

এই বিস্তারিত গবেষণা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অসংখ্য অসুখী যুগল পাঁচ বছরের ব্যবধানেই সুখে সংসার করতে সমর্থ হয়েছে। তারা একে অপরের প্রতি ধৈর্যশীল ছিল এবং সেই ধৈর্যের ফল কয়েক বছরেই পেয়ে যায়। ধৈর্য এবং একে অপরের প্রতি সহনশীলতা তাদের ঘরকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করেছে এবং তাদের সন্তানদের ডিপ্রেশন, অপরাধ, স্কুলে বাজে রেজাল্ট, শিশুনির্যাতন, অসুখ, আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এসব তথ্য এটাই প্রমাণ করে, ধৈর্যধারণ করলে অধিকাংশ বন্ধনই রক্ষা পায়। সব অবস্থারই পরিবর্তন ঘটে। সময় বদলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মতানৈক্য আর বিভিন্ন সমস্যাও (আর্থিক সমস্যা, ডিপ্রেশন, চাকরি বদল) নির্মূল হতে থাকে। জীবনে সবসময় যেমন সুখ থাকবে না, তেমনই জীবন সবসময় অশান্তির ভেতরও থাকবে না। আমাদের উচিত হবে জিহ্বা এবং হাতের দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখা। কুরআন আমাদের সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়,

﴿وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। [সুরা আনফাল : ৪০]

﴿أُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

তাদের প্রতিদান দু-বার দেওয়া হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং ভালো দিয়ে মন্দ প্রতিহত করে। আর আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। [সুরা কাসাস : ৫৪]

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

কেবল ধৈর্যশীলদেরই পূর্ণরূপে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে; কোনো হিসাব ছাড়াই। [সুরা জুমার : ১০]

---

২০৫ Waite, Linda J.; Don Browning, William J. Doherty, Maggie Gallagher, Ye Luo, and Scott M. Stanley (2002). *Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages*. New York, Institute for American Values.

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

আর তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফিকেই। [সুরা নাহল : ১২৭]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি হবে ক্ষমাশীলতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া। এমনকি কুরআনও পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের ভালো দিকগুলোর প্রতি নজর দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন বিষয় অপছন্দ করছ, যাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। [সুরা নিসা : ১৯]

কুরআনের এই সোনালি উপদেশ যেকোনো বৈবাহিক সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। যখন কোনো স্বামী-স্ত্রী তার সঙ্গীর ভালো দিকগুলোর দিকে তাকাবে এবং খারাপ দিকগুলো এড়িয়ে যাবে, তখন দিনশেষে তারা উভয়েই একে অপরের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করবে। সমাজবিদ এবং পরিবারবিশেষজ্ঞরা বলেন, তুচ্ছ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ বিয়ে ভেঙে যায়। বিবাহিতরা যদি এসব বিষয়ে মনোযোগ না দিত, তাহলে সহজেই ডিভোর্স এড়ানো যেত। ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডোর ড. হপার ৩০টি ডিভোর্সড যুগলের ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন, অধিকাংশ নারীপুরুষই তাদের দীর্ঘদিন আগে কাটানো সুন্দর সময়গুলোর কথা ভুলতে পারেনি। তারা একে অপরের উত্তম গুণগুলোর কথাও তুলে ধরে।

ড. হপার বলেন, 'তারা একে অপরের প্রতি অভিযোগ করছিল ঠিকই; কিন্তু একই সঙ্গে তাদের ভালো গুণগুলোর কথাও খুব সহজেই খুলে বলছিল। তারা তাদের সঙ্গীর উপস্থিতি পছন্দ করত। তার সঙ্গীর সঙ্গে কীভাবে দিন কাটালো, তা শেয়ার করতে চাইত। তারা বিভিন্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, নিরাপত্তার বিষয়গুলো উল্লেখ করে, যা তারা একসঙ্গে থাকার সময় উপভোগ করেছিল।'

ড. হপার আরও বলেন, 'এ সকল যুগল যদি একে অপরের ভালো গুণগুলোর দিকে মনোযোগ দিত তাহলে সহজেই ডিভোর্স এড়ানো যেত। কারণ, তাদের

সমস্যার সমাধান হিসেবে ডিভোর্স ছাড়া আরও পথ খোলা ছিল।'[২০৬]

এসব কারণেই রাসুল ﷺ বিশেষ করে স্বামীদের স্ত্রীদের সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে বলেছেন। যেহেতু স্ত্রীদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই তাদের ওপর দায়িত্বও অধিক। রাসুল ﷺ এক হাদিসে বলেন,

> তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই, যারা তাদের পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ; আর আমিই আমার পরিবারের কাছে শ্রেষ্ঠ।[২০৭]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন,

> আমি তোমাদের নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণের পরামর্শ দিচ্ছি।[২০৮]

দিনশেষে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা এবং যত্নই বিয়েকে টিকিয়ে রাখে। বিয়ের ভিত্তি কিন্তু ক্ষমা প্রদর্শন; ভালোবাসা নয়। উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে এক লোক তাঁর কাছে এসে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। তিনি কারণ জানতে চাইলে লোকটি বলে, 'আমি আর আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি না।' এটা শুনে উমর রা. বললেন, 'সব বিয়ে কি শুধু ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করেই হয়? তাহলে অভিভাবকত্ব ও দায়িত্ববোধের অনুভূতি কোত্থেকে আসে!'[২০৯]

২০৬ Hopper, Joseph (1993) "The Rhetoric of Motives in Divorce" *Journal of Marriage and the Family* Vol. 55, Issue 4: pp. 801-813.

২০৭ *তিরমিজি, ইবনু মাজাহ*। এই হাদিসটি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি তাঁর *সহিহুল জামিতে* (৩৩১৫) সহিহ বলেছেন।

২০৮ *সহিহ বুখারি ও মুসলিম*।

২০৯ *ইজালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা* : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি। করাচি, কাদিমি কুতুবখানা।

উপসংহার

- মানবজাতির টিকে থাকার জন্য বিয়ে অত্যাবশ্যক একটি বিষয়।
- অনেক মুসলিম পিতা-মাতা ইচ্ছা করেই সন্তানদের বিয়ে বিলম্ব করেন—হয় ক্যারিয়ারের জন্য অথবা তারা তাদের সন্তানকে তাদের পছন্দের কারও সঙ্গে বিয়ে দিতে চান বলে। অনেক বাবা-মা তাদের মেয়েদের বলেন, 'আমি তোমাকে আমার অমুক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো। সে অত্যন্ত ভালো ছেলে!' এভাবে অকারণে বিয়েতে দেরি করানো সমাজে কেবল বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার জন্ম দেবে।
- প্রেমের পরিণতি বিয়ে হলেই সেটা ইসলামে জায়িজ হয়ে যায় না। এ জন্য প্রেম, ডেটিং এসবের কোনো জায়গা নেই ইসলামে।
- ডিভোর্সকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে।
- মহিলাদের মাসিকের আগে এবং মাসিক শুরুর সময় দ্রুত মেজাজে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মেয়েদের এ বিষয়টি ছেলেদের অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের প্রতি সহনশীল হতে হবে।
- যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েরা প্রতি মাসেই বিভিন্ন মানসিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়, তাই পুরুষদেরও ক্ষমাশীল আচরণ করতে হবে।
- গুটিকয়েক ক্ষেত্র ছাড়া ডিভোর্স সাধারণত জীবনে ক্ষতিই ডেকে আনে।
- ডিভোর্স তখনই কাজে আসে, যখন পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি একদম অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবে প্রতিটা অসুখী বৈবাহিক সম্পর্ক তো এতটা দ্বন্দ্ববহুল নয় যে, তা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়াবে।
- অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কেবল এক-তৃতীয়াংশ বিয়েই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়েছে এবং সেখানে ডিভোর্সই একমাত্র সমাধান হয়

সাধারণত। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সমাজের অধিকাংশ ডিভোর্স ঠুনকো কারণে হয় এবং সেই পরিবারগুলোকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা যেত।

- পিতা-মাতার বিচ্ছেদ ছেলেদের অপরাধপ্রবণতা এবং আচরণগত সমস্যা বৃদ্ধি করে; আর মেয়েদের মধ্যে মানসিক সমস্যার জন্ম দেয়।
- এককথায় মুসলিম পরিবারের সদস্যরা যদি তাকওয়ার সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহ মেনে জীবন পরিচালনা করেন, তাহলে সংসারে সুখী হতে পারবেন।

আমি এই গ্রন্থটি আমেরিকান পরিবারবিশেষজ্ঞ লিন্ডা ওয়েইট এবং ম্যাগি গ্যালাহারের একটি উপদেশ দিয়ে শেষ করব,

> পরিবারবিশেষজ্ঞদের জনসাধারণকে জানানো উচিত—ধূমপান যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর ডিভোর্সও। কলেজে শিক্ষালাভ যেমন মানুষের উপার্জনকে বৃদ্ধি করতে পারে, ঠিক তেমনি উপার্জন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে নারীকে বিয়ে করা। শিশুদের জন্য পিতা-মাতার যত্ন অত্যাবশ্যক; আর এই যত্ন আসতে হবে মূল পিতা-মাতার কাছ থেকে, ডিভোর্সড পিতা-মাতার থেকে নয়।[২১০]

২১০ Waite, Lida J., & Gallagher, Marrie (2000). *The Case for Marriage*. New York, Doubleday.

এই গ্রন্থটি মুসলিম তরুণ ও যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণা ও উৎসাহের কারণ হবে। গ্রন্থটিতে বিশদভাবে বিয়ের উপকারিতা উপস্থাপন করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি, সন্তান ও সমাজের ওপর বিয়ে-বিচ্ছেদের ভয়াবহ প্রভাবের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম নরদম্পতি কীভাবে তাদের বৈবাহিক জীবনে সংঘাত এড়িয়ে চলবে, কীভাবে সুন্দর ও সুখী জীবন অতিবাহিত করবে, তার বাস্তবসম্মত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লেখক কুরআন-সুন্নাহর দলিল ছাড়াও প্রচুর উপাত্ত এনে সেগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। শতাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি বানিয়ে দেখিয়েছেন—কেন বিয়েতে উৎসাহ দেওয়া ও বিয়ে-বিচ্ছেদকে অনুৎসাহিত করা জরুরি।

গ্রন্থটির লেখক **ড. গওহার মুশতাক**—মেডিক্যাল টেকনোলজির ওপর ব্যাচেলর অফ সাইন্স ডিগ্রি অর্জন করেন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কের ইয়র্ক কলেজ থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের রটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিক্যাল রিসার্চের ওপর ডক্টরেট লাভ করেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন শায়খ আবদুর রহমান কাশমিরি (ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক), শায়খ ড. ইসমাইল মাহমুদ আল আজহারি (নিউ জার্সি), মুফতি আবদুর রহমান ইবনু ইউসুফ (যুক্তরাজ্য), ইমাম তারেক শেববি আল তুনিসি (ফ্লোরিডা)সহ অনেকের তত্ত্বাবধানে।

লেখকের গ্রন্থগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রিসার্চের উল্লেখ থাকে, যা ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষার পেছনের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরে। তিনি নিজেও একজন গবেষক এবং প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিছু শ্রেষ্ঠ পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের অধীনে। প্রায় ৫০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে তিনি অবদান রেখেছেন, যা পিয়ার-রিভিউড হয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. মুশতাক নিয়মিত জুমুআর খুতবা দেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মসজিদে এবং বক্তৃতা দেন ইসলামিক সেন্টারে। তিনি আল-জুমুআ ম্যাগাজিন (ইংরেজি), বাতুল (উরদু) ও মেসাক (উরদু) নামক মাসিক ম্যাগাজিনে লিখেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থ কালান্তর থেকে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদক শাহেদ হাসানের জন্ম ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি রাজশাহীতে। লেখাপড়া করেছেন ঢাকার সেন্ট জোসেফ স্কুলে এবং সেখান থেকেই এসএসসি পাশ করেছেন। এরপর ভর্তি হন ঢাকার নটর ডেম কলেজের বিজ্ঞানবিভাগে এবং বর্তমানে সেখানেই পড়াশোনা করছেন।

লেখালেখি এবং অন্যান্য কর্মের দ্বারা দীনি খিদমতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া এবং আখিরাতের কঠিন দিবসে নাজাত লাভ করাই শাহেদের জীবনের লক্ষ্য।

Kalantor Prokashoni

Biye o Divorce
by **Dr. Gohar Mushtaq**
Kalantor Prokashoni
Price : ৳ ১৮০ US $ 6, UK £ 4
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ, বইবাজার